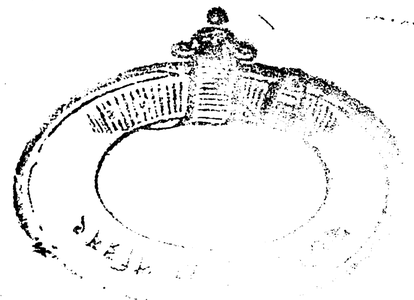

૧. સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનની પદ્ધતિઓ

પ્રશ્ન ૧ થી ૭ પૈકી કોઈપણ ૫ પ્રશ્નોના જવાબ લખો. ૨૫

૧ સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનની વ્યાખ્યા આપી તેના ઉદ્દેશો જણાવો.

૨ સંશોધનના પ્રકારોની ચર્ચા કરો.

૩ સંશોધનના તબક્કાઓ સમજાવો.

૪ સંશોધનમાં ઉપયોગી માહિતી એકત્રીકરણની પદ્ધતિઓ વર્ણવો.

૫ સંશોધનમાં ઉપયોગી માહિતી એકત્રીકરણના સાધનો વર્ણવો.

૬ સંશોધનમાં ઉપયોગી માહિતી એકત્રીકરણની પદ્ધતિઓ વર્ણવો.

૭ સંશોધનમાં ઉપયોગી માહિતી એકત્રીકરણના સાધનો વર્ણવો.

---

૨ સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનની પદ્ધતિઓ

૧ સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનની વ્યાખ્યા આપી તેના ઉદ્દેશો જણાવો.

૨ સંશોધનના પ્રકારોની ચર્ચા કરો.

૩ સંશોધનના તબક્કાઓ સમજાવો.

૪ સંશોધનમાં ઉપયોગી માહિતી એકત્રીકરણની પદ્ધતિઓ વર્ણવો.

૫ સંશોધનમાં ઉપયોગી માહિતી એકત્રીકરણના સાધનો વર્ણવો.

૬ સંશોધનમાં ઉપયોગી માહિતી એકત્રીકરણની પદ્ધતિઓ વર્ણવો.

૭ સંશોધનમાં ઉપયોગી માહિતી એકત્રીકરણના સાધનો વર્ણવો.

---

૩ સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનની પદ્ધતિઓ

૧ સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધનની વ્યાખ્યા આપી તેના ઉદ્દેશો જણાવો.

૨ સંશોધનના પ્રકારોની ચર્ચા કરો.

૩ સંશોધનના તબક્કાઓ સમજાવો.

૪ સંશોધનમાં ઉપયોગી માહિતી એકત્રીકરણની પદ્ધતિઓ વર્ણવો.

૫ સંશોધનમાં ઉપયોગી માહિતી એકત્રીકરણના સાધનો વર્ણવો.

૬ સંશોધનમાં ઉપયોગી માહિતી એકત્રીકરણની પદ્ધતિઓ વર્ણવો.

૭ સંશોધનમાં ઉપયોગી માહિતી એકત્રીકરણના સાધનો વર્ણવો.

Nem Chandra Mukherji
Chandra

মাসিক প্রকাশিকা।

ব. সা. প. পু.
উপহৃত তাং ১৭.১.১৪

সময় হইলে
যতনে করিব কর্ম্ম কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাঝে,
না করিব লাজভয় নিষ্ফল হইলে।"

১ম খণ্ড] শকাব্দা ১৭৯৩। মাঘ। [১ম সংখ্যা।

পাঠক মহাশয়ের সহিত একটী কথা।

পাঠক মহাশয়ের কি এক্ষণে অবকাশ আছে ?—এই প্রশ্নের কিয়দংশ আত্ম সম্বন্ধে ও কিয়দংশ তৎ সম্বন্ধে।—আজি আমরা যে নামে পরিচয় দিয়া পাঠকগণের বন্ধুত্ব প্রত্যাশা করিতেছি, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ক্রমে ক্রমে বহু উপাদেয় ফল লব্ধ হইবে। এই "মাসিক প্রকাশিকা" নামক সাময়িক মাসিক পত্র প্রচারারম্ভ হইতে চলিল। পাঠকগণ অবকাশ সময়ে ইহা ক্ষণকাল পাঠ করিলে আমাদিগের আশা পূর্ণ হইতে পারে। কারণ অবকাশ কাল সকলেরই আছে।—সেই সময় এই সাধারণ হিতকর বিষয়ে ব্যয় করিলে সুখী হইতে পারিবেন। কতকগুলি এরূপ লোক আছেন, তাঁহাদিগের দিবা রাত্রি অবকাশ। তাঁহারা কোন কার্য্যে হস্তকে যোজিত অথবা মস্তিষ্ককে সঞ্চালিত করিতে হইলে ক্লেশ বোধ করেন।—তাঁহাদিগের প্রকৃতি কার্ত্তিক মাসের অতি বৃষ্টির

ন্যায়। তাঁহাদিগের অনুগ্রহ লাভ বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু অনুগ্রহ করা তাঁহাদিগের বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব আমরা তাঁহাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে শঙ্কিত হই। যাঁহারা নিয়মিত-কালে পরিশ্রম করেন,—পরিশ্রম করিয়া যাঁহারা অবকাশ পান, তাঁহারাই সমাজের আদরণীয়; সুতরাং আমাদিগেরও আদরণীয়। বিশ্রামের শঙ্খধ্বনি হইলে যাঁহারা হস্ত ও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখিতে যত্ন করেন, তাঁহারাই আমাদিগের মাননীয় বন্ধু। সেই বন্ধুগণের নিমিত্তই আমরা আয়াস স্বীকার করিয়া সাহিত্য-কুঞ্জে শ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সুপ্রাপ্য ও সুদৃশ্য বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ এই কুঞ্জে রোপণ করিতে আমরা সাধ্যমত যত্ন করিব বটে, কিন্তু পুষ্প মনোহর ও সুগন্ধ হইবে কি না, তাহা আমাদিগের অগোচর। ফলতঃ আমাদিগের বহু আয়াসার্জ্জিত বস্তুর দৃষ্টেকমাত্র আঘ্রাণ লইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ইন্দ্রভূষণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উদ্যান।

অপরাহ্ণে ঢাকার নবাবের উদ্যানে এক তরুণ বয়স্ক অশ্বারোহী পুরুষ ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক উদ্যানস্থ প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন। এই অট্টালিকা অতিশয় প্রশস্ত এবং অশেষবিধ রমণীয় আভরণে সুসজ্জিত গৃহমণ্ডলী দ্বারা পরিশোভিত। যুবা গৃহমণ্ডলীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে একটী সুপ্রশস্ত গৃহের দ্বার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সুমধুর অঙ্গালঙ্কারধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। সেই ধ্বনি অনুসারে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, অসামান্য রূপলাবণ্যবতী এক নবীনা রমণী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিতা হইলেন। ঐ রমণী গৃহমধ্যস্থিত দিল্লীশ্বরদিগের প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিতেছিলেন। যুবার নয়নযুগল একবারে নিমেষশূন্য হইয়া গভীর রূপ রাশিতে নিমগ্ন হইল। নবীনা যুবার আগমনে, প্রথমতঃ চমকিতা হইয়া সাতিশয় সঙ্কুচিতা হইলেন, কিন্তু যখন তাঁহার রমণীহৃদয় মুগ্ধকর সুকোমল দেহসৌন্দর্য্যে কামিনী সম্মোহিত হইল তখন তাঁহার লজ্জা সঙ্কুচিতা হইল; কুসুম-সুকোমল হৃদয় আগন্তুক যুবার সমীপে প্রকাশ ভয়ে সাবধানপূর্ব্বক মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সতর্কতা সম্পূর্ণ বিফল হইল। তাঁহার নয়নযুগল সম্মোহিনী মধুর-মূর্ত্তিতে এরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহাকে যুবার প্রতি বারম্বার সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতে হইল। তৎকালে নবীনা

অপ্রতিবিধেয় কুলকামিনীদিগের লজ্জাকর কার্য্যে আপনাকে আসক্ত দেখিয়া গৃহ হইতে বিনিঃসৃত হইবার উপক্রম করিলেন। যুবা এপর্য্যন্ত স্থিরনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। এক্ষণে নবীনার বহির্গমন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল; আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি রমণীর পথ অবরোধ করিয়া মৃদুমধুর বচনে বলিলেন, "সুন্দরি, আমি আপনার কি কোন অপ্রিয়সাধন করিলাম? না তাবী অপ্রিয় সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে? আমি বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করি যে, আর কিঞ্চিৎকাল নয়নের প্রীতি উৎপাদন করুন, এত সত্বর দুর্ভাগ্য নেত্রদ্বয়ের প্রীতি উচ্ছেদ করিয়া আমার হৃদয় শূন্য করিবেন না। রমণী, যুবার সস্নেহ দৃষ্টিপাত ও সুমধুর বচনাবলীতে অন্তরে অধৈর্য্য হইয়া প্রত্যুত্তর দানে অভিলাষিণী হইলেন। কিন্তু তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না। সেই সময়ে একজন মনুষ্যের পদধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। নবীনা সেই পদধ্বনি শ্রবণমাত্র উন্মনার ন্যায় গৃহ হইতে বিনির্গতা হইলেন; যুবার প্রতিবন্ধক কিছুমাত্র মানিলেন না। যুবা তদ্দর্শনে বিস্মিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন; বোধ হইল যেন, নবীনা তাঁহার নয়ন মন আকর্ষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তিনি অবিলম্বেই শূন্য হৃদয় গৃহ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া কামিনীর অনুসরণ করিলেন। দুই চারি পদ গমন করিবামাত্র ভয়ানক বিপদ্‌পাতের সম্ভাবনা হইল। অন্তঃপুর-রক্ষক একজন খোজা তাঁহার গমনপথ অবরুদ্ধ করিয়া সদর্পে কহিল, "রে মূর্খ! জীবন কি এতই সামান্য বস্তু? জানিস্‌ না যে নবাবপুত্রী উপবনে আসিয়াছেন? এখানে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুরও নিস্তার নাই!" যুবা এ কথায় কর্ণপাত ও করিলেন না। অন্তঃকরণের বেগবশতঃ তাহাকে অতিক্রম করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। খোজা তদ্দর্শনে আপনাকে অবজ্ঞাত বিবেচনা করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল; এবং অবিলম্বেই কক্ষাল হইতে অসি নিষ্কাশিত করিয়া আঘাতের উদ্যম করিল। যুবা কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া মেঘগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "নফর, সাবধান! আমাকে বিরক্ত করিস্‌না, আপনার জীবন লইয়া প্রস্থান কর্‌, তোর রক্তে অসি দূষিত করিতে ইচ্ছা করি না, বিরক্ত করিস্‌না, পলায়ন কর্‌।" খোজা এই কথায় ক্রোধে অধীর

হইয়া অসি উন্নত করিল। যুবা তদ্দর্শনে কোষ হইতে স্বয়ং করবাল উন্মোচন করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর আঘাত ব্যর্থ করিয়া নিমেষ মধ্যে তাহার স্কন্ধদেশে এরূপ প্রচণ্ডবেগে অসি প্রহার করিলেন যে, তাহার দক্ষিণ বাহুর মুষ্টি বদ্ধ অসির সহিত ভূমিতলে পতিত হইল; দ্বিতীয় আক্রমণে রিপুর মস্তক স্বীয় চরণতলে নিপাতিত করিলেন; তখন খোজার সুদীর্ঘ দেহ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় অতি বেগে ভূমিতে পতিত হইল। যুবা শত্রু সংহার করিয়া চঞ্চল চিত্তে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন; এবং নবীনার চিন্তায় উন্মনা হইয়া অশ্বারোহণে উপবন হইতে বিনিঃসৃত হইলেন।

নবাব-পুত্রী খোজার দেহ-পতন শব্দ শ্রবণে উৎকণ্ঠিতা হইয়া সহচারিণীর সহিত সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি খোজার ছিন্ন দেহ সন্দর্শনমাত্রই জানিতে পারিলেন যে, তাহার প্রকৃত নিদান কি। সহচারিণী সহসা রুধির-প্লাবিত ছিন্ন দেহ দর্শন করিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। নবাবপুত্রী হস্ত দ্বারা তাহার মুখাবৃত করিয়া, সেস্থান হইতে তাহাকে অপসারিত করিলেন; এবং মনে মনে এই চিন্তা করিলেন যে, আমার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রণয়ের অঙ্কুরাবস্থাতেই এই নররক্তপাত; জানি না ইহা পরিণামাবস্থায় কিরূপে পর্য্যবসিত হইবে। এইরূপ চিন্তায় আকুলিত হইয়া শিবিকা আরোহণপূর্ব্বক স্বভবনে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিচার গৃহ।

পর দিবস প্রাতে নবাব সায়েস্তা খাঁ সভাগৃহে বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া উপবনের পরিচারকগণের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখভাগে অমাত্যগণ ও প্রধান পদারূঢ় কর্ম্মচারীগণ, তৎপশ্চাতে সৈনিক পুরুষেরা যোদ্ধৃবেশে, এবং অন্যান্য বাদী প্রতিবাদী প্রার্থনাকারী প্রভৃতি জনান্বয়ে মৌনাবলম্বনে দণ্ডায়মান ছিল। নবাব গম্ভীর

স্বরে বলিলেন, "এই হত্যা কদাচই তোদের অজ্ঞাতসারে হইতে পারে না, বরং তোদের দ্বারাই ইহা সম্ভাবিত হইতেছে; সত্য কহিস্, মিথ্যা কহিলে নিস্তার নাই।" এই কথা শ্রবণ করিয়া এক জন উদ্যানরক্ষক কম্পান্বিত কলেবরে, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "বন্দানেওয়াজ! হজুরের নিকট সত্যই কহিব, কদাচ মিথ্যা বলিব না, গোলামেরা কিছুই জানে না; আমরা এই মাত্র জানি যে, উদ্যানে রাজা ইন্দ্রভূষণ সিংহ তৎকালে উপস্থিত ছিলেন এবং উপবনের প্রাসাদ হইতে তাঁহার গমনের অব্যবহিত পরেই, আমরা খোজা রোমজানির সদ্যচ্ছিন্ন রুধিরাক্ত দেহ দেখিয়া ছিলাম, ইহাতে গোলামেরা যদি দণ্ডযোগ্য হইয়া থাকে, হজুর উচিত দণ্ড প্রদান করুন।" এ পর্য্যন্ত কেহই কোন বাক্য প্রয়োগ করে নাই এক্ষণে বিদ্বেষ বশতঃ অনেকে একবাক্য হইয়া বলিল, "ইন্দ্রভূষণ সিংহ অতিশয় উদ্ধত, ক্রোধী ও অপরিণামদর্শী যুবা; এই হত্যা তৎকর্ত্তৃক নিশ্চিত হইয়াছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" নবাবের কর্ণগোচর হয়, এইরূপ মৃদুস্বরে অনেকে কহিল, "বিধর্ম্মী কাফরের দ্বারা সকলই সম্ভাবিত হইতে পারে।" ইন্দ্রভূষণের নাম শ্রবণমাত্র সায়েস্তা খাঁর অন্তঃকরণ নানাবিধ কুতর্কে দূষিত হইল, ক্রোধে তাঁহার মুখশ্রী দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইল, এবং কিয়ৎকাল চিন্তান্বিতের ন্যায় অবস্থান করিয়া কহিলেন, "ইন্দ্রভূষণ সভায় উপস্থিত নাই, তাহাকে অভিযোগপত্র প্রদান কর, কল্য ইহার বিচার করিব।" এই বলিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রভূষণ সিংহ।

ইন্দ্রভূষণের পিতা রাজা জয়সিংহ দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি আরাকানদিগের উপদ্রব শান্তির নিমিত্ত বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে বাঙ্গালা প্রদেশ কিছুকাল নিরুপদ্রব হইয়াছিল এই কারণে দিল্লীশ্বর আরঙ্গেব তাঁহাকে কিয়ৎকালের

নিমিত্ত বাঙ্গালায় অবস্থান করিতে অনুমতি করেন। তিনি দিল্লীশ্বরের অনুমত্যনুসারে ঢাকায় অবস্থান করিয়া আরাকানদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন। কিছুকাল পরে দৃঢ় পরিশ্রমজনিত নানাবিধ উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে দেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মহিষী পতিশোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া সহমৃতা হইলেন। তৎকালে তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষীয় এক পুত্র ও ত্রয়োদশ বর্ষীয়া এক কন্যা ছিল, পুত্রের নাম ইন্দ্রভূষণ ও কন্যার নাম বসন্তকুমারী। ইন্দ্রভূষণ পিতৃবিয়োগানন্তর, সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক প্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক হয় নাই বটে, কিন্তু পরিণাম দর্শিতা বুদ্ধিমত্তা ও সাহস তাঁহার তরুণাবস্থাকে অতিক্রম করিয়াছিল। নবাব সায়েস্তা খাঁ তাঁহাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া, রাজা জয় সিংহের সৈন্য সমুদয় স্বীয় সৈন্য মধ্যে নিবিষ্ট করিলেন।

ইন্দ্রভূষণের সহোদরা অসামান্য সৌন্দর্য্যগুণে সাতিশয় প্রিয়দর্শনা ছিলেন। তাঁহার গুণাবলীও তৎকালে সমুদয় রমণীকুলকে অতিক্রম করিয়াছিল। ইন্দ্রভূষণ সহোদরাকে নানা বিদ্যায় ভূষিতা করিয়াছিলেন বসন্তকুমারী অশ্বারোহণে এরূপ নিপুণা হইয়াছিলেন যে, যখন ইন্দ্রভূষণ কোন স্থানে যাইতেন, তাঁহার প্রিয় সহোদরা অশ্বারোহণে প্রায়ই সঙ্গিনী হইতেন। ইন্দ্রভূষণ তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করিতেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার অদর্শন সহ্য করিতে পারিতেন না, সেই কারণে প্রায়ই সর্ব্বক্ষণ প্রিয় সহোদরার সহিত একত্র অবস্থান করিতেন। তিনি খোজা রোমযানি খাঁর হত্যার পরদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে বসন্তকুমারীর সহিত অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, পথিমধ্যে একজন রাজকর্ম্মচারী অভিবাদন করিয়া পত্রিকা প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তখন তমোরাশি স্বীয় দেহ বিস্তার করিয়া দিক্ সকল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত পত্রিকা পাঠ করিতে পারিলেন না। অনন্তর স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, দীপের নিকট যখন পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ প্রবল অনুতাপে উত্তাপিত হইলে ভাবী বিপদাশঙ্কায় সমস্ত ইন্দ্রিয় ও শরীর প্রস্তরবৎ স্থির হইল, পত্রিকা হস্ত

হইতে স্খলিত হইল এবং মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ দুঃখের চিহ্নে অভিলক্ষিত হইল। বসন্তকুমারী সহোদরের এতাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণে উৎকণ্ঠিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রিকা কোথা হইতে আসিয়াছে? বিশেষ কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে কি? না কোন প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে যাইবার অনুমতি পত্র?" ইন্দ্রভূষণের উত্তর নাই। কুমারী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর নাই। তাহাতে অতীব উৎকণ্ঠিতা হইয়া স্নেহপূর্ণ লোচনে সহোদরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকুমারের নয়নদ্বয় তাঁহার প্রতি পতিত হইল। কুমারী জিজ্ঞাসিলেন, "এ রূপ উৎকণ্ঠার কারণ কি?"

ইন্দ্রভূষণ। "কিসে আমার উৎকণ্ঠা অনুভব করিলে?"

বসন্তকুমারী। "আমাকে গোপন করিলে কি হইবে? আপনার উৎকণ্ঠা দেখিয়া আমার মন অতিশয় অস্থির হইতেছে।

ইন্দ্র। "অন্তঃকরণকে বৃথা শঙ্কায় আক্রান্ত করো না। আমার কিছুমাত্র বিপৎপাতের সম্ভাবনা নাই। যাহার নিমিত্ত এরূপ গাঢ়চিন্তা করিতেছিলাম, তাহা তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই।"

বসন্ত। "আমার নিকট কখন কোন বিষয় আপনার অপ্রকাশ্য ছিল না, এক্ষণে এরূপ মহৎ চিন্তার কারণীভূত বিষয় আমার নিকট অপ্রকাশ্য রাখিবার অভিপ্রায় কি? ইহা প্রকাশ করিয়া অন্তঃকরণের উৎকণ্ঠা নিবারণ করুন। আপনার মুখমণ্ডলে ও নয়নদ্বয়ে সম্পূর্ণ দুঃখের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আপনি এ সকল গোপন করায় আমার মনোমধ্যে নানাবিধ বিপদশঙ্কায় অস্থিরতা দ্বিগুণ হইতেছে।

ইন্দ্র। ভগ্নি, তুমি বালিকা। আমার এই দুরতিক্রম্য বিপৎপাতের কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাতরা হইবে, অথচ শুনিয়া কোন উপকার করিতে পারিবেনা; এই নিমিত্ত তোমার নিকট বলিতে ইচ্ছা করিতেছি না।" ইহা বলিতে বলিতে অত্যন্ত বিমনা হইলেন। এই রূপে মৌনাবলম্বনে রজনী এক প্রহর অতীত হইলে চমকিতের ন্যায় বলিলেন, "ভগ্নি, এক্ষণে আমার সম্পূর্ণ বিপদ উপস্থিত, ইহার প্রতিবিধানের কোন উপায় দেখিতেছিনা।" ইহা কহিয়া উপবনের সমুদায় ঘটনা বলিলেন। বসন্ত-

বসন্ত কুমারী।

অতি পূর্ব্বকালে মগধদেশে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব দুই প্রধান বংশ ছিল, সেই বংশদ্বয়ের চিরবৈরিতা প্রযুক্ত পরস্পর বৈরনির্যাতন ব্রতে ব্রতী হইয়া সুযোগ মতে কেহ কাহারও অনিষ্ট সাধন করিতে অনুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। অধিক কি, উহাদিগের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে, বাক্‌যুদ্ধ হইতে হইতে দণ্ডপারুষ্যে প্রবৃত্ত হইয়া বসুমাতাকে শোণিতে প্লাবিতা করিতেন। ইহাদিগের উপদ্রবে কি নগরবাসী, কি পথিক, এমন কি স্বয়ং নরনাথ পর্য্যন্ত অত্যন্ত উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন।

একদা উক্ত বংশদ্বয়ের এক বংশের দলাধিপতি, সৎকুলীন ভদ্র সন্তান ও নবীনা কামিনীগণের নিমন্ত্রণ করিয়া মহাসমারোহ পূর্ব্বক ভোজনের আয়োজন করিলেন। এই নিমন্ত্রণোপলক্ষে মগধরাজ্যস্থ সমুদায় সম্ভ্রান্ত যশস্বী ব্যক্তিগণ এবং যাবতীয় সুন্দরী রমণীগণ আগমন করিলেন। কিন্তু বিপক্ষ পক্ষীয় কোন ব্যক্তি আসিতে পারিলেন না। উক্ত রমণীগণের মধ্যে চন্দ্রভানু নাম্নী অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী এক কামিনী ছিল। কোন সময়ে বিপক্ষ দলাধিপতি পুত্র বসন্তসখা নামক পরম রূপ গুণ সম্পন্ন যুবা উক্ত তরুণীকে নয়নগোচর করিয়া তদীয় রূপলাবণ্য অনবরত চিন্তা করত, অতীব অধীর হইয়াছিলেন।

ককুঞ্জল নামা তাঁহার এক প্রিয় সুহৃদ্ তাঁহাকে ঐ নবীনা রমণীর প্রণয়পাশচ্ছেদনের নিমিত্ত যথেষ্ট অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনরূপেই সেই মনোহারিণী মূর্ত্তি তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর হয় নাই। ককুঞ্জল বিপক্ষপক্ষীয় ভোজে রাজ্যস্থ সমুদায় মহিলাগণের সমাগম বার্ত্তা অবগত হইয়া বসন্তসখাকে বলিলেন,

প্রিয় সুহৃদ্, যদিও আমাদের ভোজসমাজে গমন করিলে বিরোধের সম্ভাবনা, তথাপি আমরা ছদ্মবেশে গমন করিব। সেই স্থানে যাবদীয় পরমাসুন্দরী রমণীগণের সমাগম হইয়াছে, তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে শিখীর সহিত বায়সীর ন্যায়, স্বীয় প্রেমাস্পদ প্রণয় পবিত্রা প্রিয়তমা চন্দ্রভানুকে নিতান্ত অপকৃষ্টা জানিতে পারিবে তাহার অনুমাত্র সংশয় নাই। বসন্ত-সখার মনোমধ্যে ইহা বিশেষরূপে দেদীপ্যমান ছিল যে কামদেব প্রণয়িনী কামকলা স্বনাথসহ বিবাদ করত ধরাতলে চন্দ্রভানু রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চন্দ্রভানু রূপে অদ্বিতীয়া ভোজ সমাজে গমন করিলে, হরিণাক্ষীকে নয়নগোচর করত, চিত্ত-চকোর চরিতার্থ ও অন্তরাত্মা প্রভূত আনন্দরসে আপ্লুত করিব, এই আশায় বয়স্য সমভিব্যাহারে গমন করিতে সম্মত হইলেন। বসন্তসখা আহার নিদ্রা পরিহার পুরঃসর দিবানিশি একান্ত চিত্তে চন্দ্রাভানুকে ধ্যান করিতেন, কাহারও মুখে চন্দ্রভানু নাম শ্রবণ করিলে তাঁহার নয়ন হইতে প্রভূত হর্ষবারি বিগলিত হইত যদিও বসন্তসখা মনে মনে চন্দ্রভানুকে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রভানু বসন্তসখাকে অনুমাত্র ভাল বাসিতেন না ও কখন অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ করিতেন না। ক্রমে দিবাবসান হইল। ভাস্করের কিরণ ক্রমান্বয়ে, ধরাতল, কমল বন, তরুশিখর ও তদন্তর পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করাতে বোধ হইল যেন পর্ব্বত-শিখর সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। সুগন্ধশীতল সন্ধ্যাসমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। শুকশারী প্রভৃতি বিহগশ্রেণী কলরব করিতে২ নানা দিগ্‌দেশ হইতে আপন আপন কুলায়ে আসিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বিভাবরী অন্ধকার রূপ কৃষ্ণাম্বর পরিধান পূর্ব্বক অবনীতলে অবতীর্ণা হইলেন। চক্রবাক মিথুনের

পরস্পর বিরহ কাতর স্বর মানব মণ্ডলীর শ্রুতি পথারূঢ় হইতে লাগিল। দিবাকরের প্রবল প্রতাপে গ্রহগণ তস্করের ন্যায় ভয়ে লুক্কায়িত ছিল, এক্ষণে অন্ধকার সন্দর্শনে সকলেই আহ্লাদিতা-ন্তঃকরণে সহাস্যে গগণমার্গে বহির্গত হইল। নবোদিত চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণ-মালা অন্ধকারের মধ্যে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন ভাগীরথীর তরঙ্গমালা কালিন্দীর সলিলের সহিত সংমিলিত হইয়াছে। সুধাংশু প্রকাশ প্রকাশিত হওয়াতে সমুদয় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। কুমুদিনী বিকশিত, হীরকখণ্ড অসংখ্য তারকাবলী দীপ্তি প্রাপ্ত হইলে বসন্তসখা ছদ্মবেশ পরিধান ও মুখাবরণপূর্ব্বক প্রিয়বয়স্য ককুঞ্জলের সহিত বিপক্ষদিগের ভোজসমাজে গমন করিলেন। বিপক্ষ দলাধিপতি তাঁহা-দিগকে বিপক্ষ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, অভ্যাগত জ্ঞানে সমুচিত অভ্যর্থনানন্তর বলিলেন, আপনারা উৎসবের অবসান পর্য্যন্ত অবস্থিতি করত নৃত্যগীতাদি দর্শন করিয়া চির কিঙ্করের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। অনন্তর দলাধিপ নিমন্ত্রিতগণের মুখাচ্ছাদন দর্শন করিয়া কহিলেন, অনিত্য যৌবন দশায় আপনা দিগের ন্যায় মুখাবরণ করিয়া, ভদ্রসমাজ মধ্যে কত শত অনুপম রূপলাবণ্যবতী কামিনীগণের সহিত বাক্য প্রসঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিতেছি। তদনন্তর নৃত্য গীতাদি আরম্ভ হইল। বসন্তসখা নৃত্যকারিণী কোন কামিনীর অনুপম রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া একবারে বিমোহিত হইলেন।

শশিকলা দর্শনে জলনিধির জল যেরূপ উল্লাসিত হয়, বসন্ত-কুমারী দর্শনে বসন্তসখার হৃদয় তদ্রূপ উল্লাসিত হইল। তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা কি রমণীয় রত্ন! বোধ হয় কমল নিবাসিনী, ভূতভাবন নারায়ণ সহ বিবাদ

করত মানভরে কমল বন পরিহার পুরঃসর, কিম্বা ভগবতী ত্রৈলোক্যনাথপত্নী ভগবান চন্দ্রশেখরোপরি অভিমান করত মনোদুঃখে সুপবিত্র কৈলাশধাম পরিহার পুরঃসর, কিম্বা কামকলা সদসদ্বিবেচনা নিরপেক্ষ বিরহীজন-জীবন-নাশক কামায়ুধসহ বিবাদ করত ও ভূতভাবন, অনাথনাথ, অনন্যগতি, বিশ্বপাতা বিশ্বনাথের অত্যাশ্চর্য্য শিল্প চাতুর্য্য মানবমণ্ডলীকে সন্দর্শনার্থ স্বনাথ সহবাস পরিহার পুরঃসর নারীরূপে ধরাতল দেদীপ্যমান করিতেছেন। আজি নয়নযুগল সফল ও চিত্তচকোর মোহিনীর সুপবিত্র বদন সুধাকর সন্দর্শনে চরিতার্থ হইল। জন্মান্তরীন নয়ন যুগলের পুণ্যবলেই বুঝি এই রমণী-রত্ন আমার নয়নপথের পথিক হইলেন। আহা! যতবার মোহিনীর বদন সুধাকর নিরীক্ষণ করিতেছি, তত নব নব আনন্দোদয় ও চিত্তচকোর চরিতার্থ না হইয়া এই ভুবন-মোহিনী কামিনীর বদন-সুধাকর সন্দর্শনার্থ আগ্রহাতিশয় সহকারে সচেষ্টিত হইতেছে। জগদীশ্বর যে সকল রূপাতিশয় নির্ম্মাণের পরমাণু দ্বারা ইহার রূপলাবণ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বোধ হয় সেই পরমাণুর অবশিষ্ট অংশদ্বারা পারিজাত, কুমুদিনী, গোলাপ প্রভৃতি সুকোমল পুষ্পের সৃজন করিয়া থাকিবেন।

তখন বসন্তসখা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা! এই বিদ্যুদ্বর্ণা, পঙ্কজনয়না, কামিনীর ইন্দীবর-বিনিন্দিত, বিপুল উজ্জ্বল চঞ্চল লোচনের কি আকর্ষণ! পূর্ব্বকালের ত্রিলোকপূজিত অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কবিগণ একাধারে এতাদৃশ নিরূপম রূপরাশির সম্ভব হইতে পারে তাহা না জানিয়া ভ্রমবশতঃ বলিয়া গিয়াছেন, ব্রজবালাদিগের বচন-সুধা পান করিলে অন্তঃকরণে অপার আনন্দ জন্মে, অযোনিসম্ভবা, ভুবনমনোলোভা, জনকরাজদুহিতা বৈদেহী, হরিণনয়নে ধরাধামের সকলকে পরাজয় করিয়াছেন, বঙ্গবিলাসিনীগণ দন্তপংক্তিতে কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় বিরহিজনজীবননাশক, ফুলায়ুধের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যদি সেই মহাত্মাগণ এই ভুবনমোহিনী কামিনীকে একবার সন্দর্শন করিতেন, তাহা হইলে এক স্থানে বসিয়া রূপের বিচার হইত, এবং বিচারে এই ভাবিনীই রূপে, গুণে, বাক্যবিন্যাসাদিতে সর্ব্বোৎকৃষ্টা হইতেন তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। নবজলধর, মোহিনীর চারুচিকুর দর্শন করত মনোদুঃখে বৃষ্টিচ্ছলে রোদন করিতেছে ও কঞ্চুকালগণ তদীয় অনুপম কেশপাশ দর্শন করতঃ দুঃখিতান্তঃকরণে বিবরবাসী হইয়াছে। আহা! কি সুকোমল ভুজবল্লী, হে অনাথনাথ আশুতোষ! আমার আর মানবজন্মে প্রয়োজন নাই, আমি আপনার নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই যাচ্ঞা করিতেছি, আমার প্রাণাকর্ষণ পুরঃসর মদীয় আত্মার অমূল্য বলয় প্রস্তুত করত অভাগার মানস পূর্ণ করুন, তাহা হইলে আমি পরম সুখে মোহিনীর হস্তে বেষ্টিত থাকিয়া বিরহযাতনা দূর করি। ভৃঙ্গগণ অরবিন্দভ্রমে মোহিনীর মুখপঙ্কজে অনবরত উপবেশন করিতেছে, মোহিনী হস্তচালনা দ্বারা দূরীকরণের যত চেষ্টা করিতেছেন, ততই ইহারা অধিকতর সচেষ্টিত হইয়া গুণ গুণ ধ্বনিপূর্ব্বক ভামিনীর বদনোপরি উপবেশন করিতেছে। হে ভৃঙ্গগণ! পৃথ্বীতলে তোমরাই ধন্য! ধন্য তোমাদিগের প্রতিজ্ঞা! রে কঠিন প্রাণ! তুমি এখনি দেহ হইতে অন্তরিত হইয়া ভৃঙ্গরূপ ধারণ পুরঃসর চারুহাসিনীর বদনারবিন্দে বাসস্থান নিরূপণ কর, নতুবা এই মুহূর্ত্তেই আমি স্বহস্তে তোকে আকর্ষণ করিব। যদি প্রত্যহ এই সুবর্ণমুখী, সরোজনয়না, বিভবশালিনী, চম্পক-

বর্ণা বিশ্ববিনোদিনীর বদনাম্বুজ অবলোকন করিতে পারি, তাহা হইলে কুমুদিনী নায়কের সুস্নিগ্ধ কিরণ, কমলিনীনাথের প্রখর জ্যোতিঃ, ও প্রমোদকাননের নয়নানন্দদায়িনী শোভা, কিছুরই প্রয়োজন থাকেনা। আহা! এই পবিত্রবদনা যোগভঙ্গিনীরূপিণীর সহিত তুলনা করিলে, কুমুদিনী, কুমুদিনীনাথ, কমলিনী, সৌদামিনী, শারদকৌমুদী, সিন্দুরশোভা-মনোহারিনী, উষা, পরিমল-আমোদিত মলয়পবন প্রভৃতি প্রীতিকর বস্তু সমূহও তুচ্ছ বোধ হয়। এতদিনের পর আমাকে জনক জননীর মায়া বিস্মৃত হইতে হইল। দুরন্ত মদন! তোর অসাধ্য কর্ম্মই নাই, তোর ফুলবাণ কি এতই কঠিন! সে যাহা হউক, কৈলাশনাথ বিশ্বেশ্বর গিরীন্দ্রনন্দিনীর নিমিত্ত যেরূপ ভূধরচূড়ায় অনবরত ধ্যান করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ বাঘছাল, অক্ষমালা, বিভূতিকলাপ, করঙ্গ, আষাঢ়দণ্ড ও জটাদি ধারণ পূর্ব্বক যোগী হইয়া নির্জ্জনে, শিখরিশেখরে মুদিতনয়নে এই মৃগাক্ষীকে অনবরত ধ্যান করিব। আর আমার সংসারধর্ম্মে প্রয়োজন নাই। আহা! এই ভুবনমোহিনী কামিনী, কামিনীকুলের অহঙ্কার, কামিনীকুলের শ্লাঘা। বাহুদ্বয় মৃণাল অপেক্ষাও সুকোমল, অঙ্গুলিগুলি চম্পকাবলী, করতল অতি কোমল, স্বভাবতঃই অলক্তকসিক্ত। কি সুন্দর দৃশ্য! মোহিনী যখন মরালগতিতে গমন করেন, আর একা বেণী পদ চুম্বন করিতে থাকে। এই বিপুলনিতম্বিনী, গজেন্দ্রগামিনী, তরুণতপনবর্ণা গৌরবরঙ্গিনী বিলাসিনী যাঁহারে পতি বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন, তাঁহারই জীবন সার্থক, তিনিই যথার্থ সুখী। বসন্তকুমারীও বসন্তসখার ভুবনমোহন রূপ অবলোকন করত বিমোহিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, কি মনোহর রূপ! কি অপূর্ব্ব শোভা! তৃষিত

নয়ন! জীবন সার্থক কর! ক্রমে ক্রমে উন্মাদিনীর ন্যায় একবার ক্রন্দন, একবার হাস্য ও একবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উচ্ছলিত শোকাবেগ সম্বরণপূর্ব্বক মৃদুমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, রে অবোধ হৃদয়! রে ক্ষিপ্ত মন! রে পাগল প্রাণ! কাহার নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইতেছ! মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতাকে ব্যঙ্গ করা পরিতাপের কারণ। এ ব্যোমকুসুমবৎ দুরাশয় পরিত্যাগ কর। ইনি নিঃসন্দেহ ব্রহ্মলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক হতভাগিনীকে দুস্তর বিপদবারিধিজলে নিক্ষিপ্ত করণাশয়ে ভুবনমোহন রূপ ধারণ পুরঃসর অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রে দুরন্ত, দুর্দ্দান্ত ফুলায়ুধ, তোর ফুলবাণ কি এতই কঠিন, এই অভাগিনীর নিমিত্তই কিতোর বাণের সৃষ্টি হইয়াছে। আহা! কতশত অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কুলকামিনী, তোর বিষম শরাঘাতে জর্জ্জরিতা হইয়া কুলে জলাঞ্জলি প্রদান পুরঃসর নায়কের সহিত বনে বনে কত কষ্ট সহ্য ও অবশেষে দৈব বিড়ম্বনায় নাথ বিহীনা হইয়া, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, কিয়দ্দিন কষ্ট ভোগ করত অকালে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমি পবিত্র অন্তরে এই পুরুষরত্নের গলদেশে প্রণয়-মালা অর্পণ করিলাম। অদ্যাবধি এই মহাত্মার নির্ম্মল চরণই আমার সংসারের একমাত্র সম্বল। যদি এই মহাভাগকে পতি বলিয়া সম্ভাষণ করিতে না পাই, তাহা হইলে তুষপ্রজ্বলিত অনলে প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিব। বসন্তসখা আর নিস্তব্ধ থাকিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওরে দুরন্ত মদন, হরকোপানলে ভস্মীভূত হইয়া এখনও ক্ষান্ত হইতেছিস্ না, আয় অদ্য স্বহস্তে তোর পাণিকর্ষণপূর্ব্বক ফুলবান হইতে স্বদেহকে রক্ষা করিব,

তোর বাণাঘাত আর সহ্য হয় না।” দলাধিপপুত্র পুণ্ডরীক দূর হইতে এই সমুদায় বাক্য শ্রবণানন্তর বসন্তসখার সমীপবর্ত্তী হইলেন ও বিপক্ষ বলিয়া চিনিতে পারিলেন, তখন ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া করে করবারি ধারণ পূর্ব্বক ঘুর্ণিত লোচনে গম্ভীর বচনে, কহিতে লাগিলেন, অরে দুরাশয় বসন্তসখা! তুই মনে মনে অনুমান করিয়াছিলি, “আমি ছদ্মবেশ ধারণ পুরঃসর সভামধ্যে গমন করি, তাহা হইলে আমাকে কেহ বিপক্ষ বলিয়া অনুমান করিতে পারিবে না”; তুই কি ইহা জানিস্ না যে, এখন পর্য্যন্ত এই সভায় অস্ত্রে ভৃগুরাম, শাস্ত্রে পরাশর, পরাক্রমে দীধিতি পুণ্ডরীক বর্ত্তমান আছেন? রে পাপাত্মা! যে বংশের নামোচ্চারণ করিলে চিরকাল দুঃখ ভোগ করত অন্তে নিরয়গামী হইতে হয়, তাহাদের আগমনে এ সভা যে কলুষিত হইল, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু পাপাত্মাদিগের রক্তে অদ্য এই সভামণ্ডপ পবিত্র করিব; এই বলিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বসন্তসখার সমীপবর্ত্তী হইলেন। বসন্তসখা বসন্তকুমারীর বিরহবিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া আপনিই প্রাণ পরিত্যাগের উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন, সহসা শমনের আগমন দর্শন করত অতীব আনন্দিত হইয়া পুণ্ডরীককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ওরে পুণ্ডরীক, আমি মৃত্যুকে অণুমাত্র ভয় করিনা, কারণ এ ধরণীতলে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, মানব কি ছার, অটল অচলও সময় বিশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ধরাধামে এক কালে বিলীন হয়। কিন্তু আমি তোদের বিপক্ষ-দলাধিপতির পুত্র। দেখ্ যেমন বংশ সবংশে ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে পুষ্পধারণ করে, সেই রূপ তুই আমাকে সভামধ্যে অবমাননা করিলি, সময় বিশেষে ইহার ফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে আমায়

বঙ্গ ভাষার প্রতিমা।

সূর্য্যদেব পৃথিবী হইতে রস ও ধূম আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীকেই তাহার সার প্রদান করেন। নিজের জন্য অথবা দেবলোকের জন্য পৃথিবীর কোন সত্ত্ব গ্রহণ করেন না। সেইরূপ আমরা বাঙ্গালী,—বাঙ্গলা দেশে ভাল মন্দ যাহা কিছু করি, তৎ সমস্তই বাঙ্গালা দেশের জন্য; আর যদি কোন ‘জন্য’ থাকে, তাহা গৌণকল্প। এক্ষণে দেখা উচিত, ঐ প্রকার ভাল মন্দ কার্য্য করিবার সাধন কি? উত্তর,—জ্ঞানের প্রভাব ও জ্ঞানের অভাব। অভাবের কার্য্য সর্ব্ব প্রত্যক্ষ, প্রভাবের কার্য্য সীমাবদ্ধ নহে, এক্ষণে সীমাবদ্ধ। সেই প্রভাব ভূয়োদর্শনে প্রভা প্রাপ্ত হইয়া মঙ্গল সাধন করে। এখন দেখিতে হইবে, কিসে সেই প্রভার বৃদ্ধি হয়? উত্তর,—চর্চ্চায় ও অনুশীলনে। সেই চর্চ্চা ও অনুশীলনের মূল ভাষা। যে দেশে যে লোক বাস করে, সেই দেশে সেই লোকের অবলম্বন দেশভাষা। আমরা বঙ্গবাসী, আমাদিগের অবলম্বন বঙ্গভাষা। এই বঙ্গভাষার যথাদৃষ্ট প্রতিমা চিত্র করিয়া দেখা মন্দ হইতেছে না।

বাঙ্গালা ভাষা কত দিনের, তাহা নিরূপণ করা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ এটি যে দেশের ভাষা, সেই বঙ্গদেশের নাম কত দিন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সত্য নিরূপণ হয় না। পুরাণে যে অঙ্গ বঙ্গের নাম আছে, সেই বঙ্গ এই কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ দূর হয় নাই। যাহা হউক, বঙ্গ ভাষাটি যে আধুনিক, তাহাতে সন্দেহাভাব। প্রমাণ অন্বেষণ করিলে বিস্তর সংগ্রহ করা যায়। এই ভাষার লিখিত প্রাচীন সাহিত্য একখানিও নাই। কাব্যের মধ্যে কীর্ত্তিবাসের ‘রামায়ণ’ ও কাশীরাম দাসের ‘মহা-

ভারত' কেবল এই দুই খানি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেও ভাষার পূর্ণত্ব লক্ষিত হয় না। অধিকন্তু যাঁহার যেরূপে ইচ্ছা, তিনি সেইরূপে বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, এরূপ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিতাবতী ও আদালতী লেখা পড়া তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। ভাষার বন্ধন থাকিলে এরূপ কখনই হইত না। যদিও ক্রমশঃ লিখন প্রণালী শোধিত হইয়া আসিতেছে, তথাচ এপর্য্যন্ত বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় নাই। সংশোধিত রীতি অনুসারিণী যে সকল রচনা আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, যাহা শ্রবণ করিলে শ্রুতিপ্রিয় বোধ হয়, যাহা পাঠ করিলে অন্তঃকরণে তৃপ্তি জন্মে, তৎসমস্তই সংস্কৃতের রূপান্তর মাত্র। অধিক কি, আধুনিক এক এক খানি পুস্তকের ভাষা এরূপ দেখা যায় যে, তাহাকে কেবল অনুস্বার বিসর্গ বর্জ্জিত সংস্কৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যালয়ে যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা নামে পাঠ্য, তাহার পদ সাধনাদি সমস্তই সংস্কৃত অনুযায়ী। যে সকল ব্যাকরণ বাঙ্গালা নামে পরিচিত, তাহার এক একখানিকে অবিমিশ্র সংস্কৃত এবং এক একখানিকে বিমিশ্র অথবা খিচুড়ি বলিলেও হয়। ভাষার যেখানে এরূপ অবস্থা, সংস্কৃতের আশ্রয় ব্যতীত যেখানে একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই, সেখানে কেবল দেশের অনুরোধে ভাষার নাম দেওয়া হইয়াছে, আমরা ত এরূপ বোধ করি। সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃত ভাষা ছিল, সে ভাষা অবিমিশ্র এবং তাহার স্বতন্ত্র ব্যাকরণও আছে। বাঙ্গালা ভাষা আজিও সে অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং আমরা সংস্কৃতকে মূল ভিত্তি না করিয়া কখনই বাঙ্গালাকে সুসজ্জিত, এমন কি, স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া পরিচয় দান করিতে পারিব না। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, সে সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এখন যে অবস্থা, তাহাতে আমরা

কি কি রত্ন সংগ্রহ করিতেছি, তাহা একবার গণনা করা আবশ্যক কিন্তু গণনার অগ্রে আর একটী গুরু বিষয় দেখা আবশ্যক। বঙ্গদেশে বঙ্গ ভাষা কতদূর পরিব্যাপ্তিনী হইয়াছে? যদি এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে হয়, তবে একথা অবশ্য বলিতে হইবে, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে সহস্রের মধ্যে এক ব্যক্তিও রীতিমত বাঙ্গালা শিক্ষা করেন নাই। ১০ বৎসর পূর্ব্বে সহস্রে পাঁচজনের অধিক মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা চারি কোটি। ইহার মধ্যে যে যে অংশে বাঙ্গালা ভাষা চলিত, সেই সেই অংশে শতকরা ১ একজন মাত্র এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছে শুনিলে যথেষ্ট বোধ হয়, দেখিলে আহ্লাদও জন্মে। অথচ পরিমাণাংশে ইহা নিতান্ত অল্প। এই অভাব পূরণের একটি আশা বসন্তকালীন বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাইতেছে। এদেশের ইংরাজ রাজা এতদিন এদেশীয়দিগকে ইংরাজী শিক্ষা দানে অনুরাগী ছিলেন। বর্ত্তমান রাজ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লার্ড মেয়ো বাহাদুর সাধারণ বাঙ্গালী জাতিকে বাহুল্যরূপে মাতৃভাষা শিক্ষা দানের বাসনায় অথবা ছলে ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাহায্য সঙ্কোচ করিতেছেন এবং ইংরাজী শিক্ষার ব্যয়াধিক্য করিয়া গৃহস্থগণের শিক্ষার পথ প্রকারান্তরে রুদ্ধ করিতেছেন। যদি তাঁহার এই বাসনা ফলবতী হয়, অমঙ্গলের পার্শ্ব দিয়া কিঞ্চিৎ মঙ্গলের আশা প্রকাশ পাইতে পারে। এক্ষণে বর্ত্তমান রীতিতে ও বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার কি কি ফল হইতেছে, তাহা পর সংখ্যায় লিখিত হইবে।

বিশ্ব-বিনোদিনী।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুর নগর-প্রান্তর, জয়পুরাধিপতির শিবির।

[বিশ্বরঞ্জন আসীন।]

বিশ্বরঞ্জন *। উচাটন কেন হেন হলে মম মন
বুঝিতে নারিনু কিছু। ভ্রমিয়াছি, এই
বয়সে আমার, কত দেশ, হেরিয়াছি
কত সুরূপা কুমারী; কিন্তু হেন নব
ভাব হয় নাই কভু আবির্ভূত মম
মানস মন্দিরে। সদা ইচ্ছা হয় মনে,
বাস করি অহোরাত্র প্রিয়ার নিকটে,
হেরি সে মুখারবিন্দ, নিষ্কাশিত করি
মোর নয়নের তৃষা; পান করি পুনঃ
সদা অধরেরসুধা, মানস পূরিয়া,
তাঁর চন্দ্রানন হ'তে;—উল্লাসিত হই
মনের হরিষে।—হায় হবে কি সে দিন!

[দূরে চিত্রপট হস্তে বিজয়ের † প্রবেশ]

বিজয়। (স্বগত) এই যে আছেন এই স্থানে। অনুমানি
মগন কোন গভীর চিন্তায়; বিষণ্ণ
হেরি বুঝি সেই হেতু বদনকমল?

বিশ্ব। আহা! কি বা অনুপম রূপ! শরতের
নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশশী, ত্যজি ব্যোমদেশ,
নারী রূপ ধরি, যেন ধরায় উদিত!—

* জয়পুর রাজকুমার। † বিশ্বরঞ্জনের বন্ধু।

কিম্বা মদন সহিত করিয়া কোন্দল,
মানভরে ত্যজি স্বর্গপুরী, রতি দেবী
করিছেন অবনীতে অজ্ঞাত আবাস!—
কিম্বা, কোন অপ্সরা, হ'তে ইন্দ্রধাম,
এসেছেন হেরিবারে, এই ধরাতলে,
স্বভাবের শোভা!—টলে সে, রূপ হেরিলে
সব দেবতার মন!—আমি ত মানব।
কেমন সুহাস্য আস্য খানি! মনোহর
কিবা, স্বর্ণলতা ন্যায়, (কিবা শোভা পায়)
করপল্লব দুখানি, উচ্চতর বক্ষ-
পার্শ্বে! মনোহর কিবা কেশের বিন্যাস!
স্বভাব, হেরিয়া শোভা সুরূপ-প্রিয়ার,
মনোদুঃখে, পেয়ে লাজ, রহে অধোমুখে।
হেরিয়াছি যদবধি সেই পদ্মানন,
হইয়াছে উচাটন মম পঞ্চ প্রাণ;—
যেমন চকোর পাখী, সুধাপান আশে,
সদাই চাঁদের পানে এক মনে ধায়;—
সেই রূপ মম মন চকোরের ন্যায়,
হইয়াছে অতিশয় ব্যাকুল, সদাই,
হেরিবারে পূর্ণ-সুধা সেই আস্য খানি।

বিজয়। (স্বগত) বন্ধু দেখ্‌ছি কুমারী বিনোদিনীর চিন্তা-তরঙ্গে মগ্ন হয়েছেন; একবার চক্ষে দেখেই এই রূপ! বোধ করি, কথাবার্ত্তা হলে বদ্ধ পাগল হতেন।—তা না হবেই বা কেন? (চিত্রপট দেখিয়া) এমন ভুবনমোহন রূপ কি আর আছে, না হবে?—এরূপ মনোহর রূপলাবণ্য দেখ্‌লে মুনিদেরও মন টলে, বন্ধুর এরূপ হওয়া ত অসম্ভব নয়; (প্রকাশ্যে) কি বন্ধু, ভেবে ভেবে যে পাগল হলে।

বিশ্ব। (সচকিতে) অাঁ, না, না,—

বিজয়। বলি একবারেই এই, না জানি, দুবার হ'লে পৃথিবী শূন্য দেখ্‌তে। যা হোক্, আবার দেখেছ, এক সামগ্রী এনেছি—এ দেখাব না—

বিশ্ব। (আগ্রহাতিশয়ে) কি হে, সখা, দেখি, দেও না,—

বিজয়। না, তা হবে না।

বিশ্ব। (চিত্রপট কাড়িয়া লইয়া স্বগত) এ যে দেখ্‌ছি সেই রাজনন্দিনীরই প্রতিমূর্ত্তি। কি নিরুপম রূপ! মনোহারিণী কান্তি! সুনির্ম্মল মুখশ্রী! সুচিকণ ভ্রূদ্বয়! মসৃণ কেশবিন্যাস! আরক্ত কপোল দেশ!—বোধ করি বিধাতা আপনার নির্ম্মাণ-কৌশল দেখাবার জন্যই এ রমণী রত্নকে নির্ম্মাণ করেছেন!—

বিজয়। (ঈষৎ হাসিয়া) তুমি যে একেবারে স্পন্দহীন হ'লে! এরূপ হ'লে সকলে তোমাকে উন্মাদ বল্‌বে। এত চিন্তা কচ্চো কেন? ভয় কি বন্ধু! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে।

বিশ্ব। বল কি ভাই, আমি এ রত্নকে লাভ কত্তে সমর্থ হব?—এঁর রূপ লাবণ্য দেখে, বোধ হয়, সহস্র সহস্র দেবতারাও এঁর পাণি গ্রহণে অভিলাষী; ইনি তাঁদের ত্যাগ করে কি আমাকে পতিত্বে বরণ কর্‌বেন?—

বিজয়। এত ব্যস্ত হও কেন? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি যথা সাধ্য চেষ্টা কর্‌বো।

বিশ্ব। ভাই, স্রোতস্বতী যখন প্রবলবেগে একদিকে প্রবাহিত হয়, কার সাধ্য তার সেই গতি পরিবর্ত্তন করে?

বিজয়। ভাল, ভাই, দেখ না কেন, আমি তাঁর মন-নদী তোমার দিকে ফিরাতে পারি কি না।

বিশ্ব। (সোৎসুকে) কেমন করে ফিরাবে ভাই?

বিজয়। তা, এখন বল্‌বো না। আমি রাজবাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার গুপ্তপথ সন্ধান করে এসেছি; এখন, তোমার প্রতিমূর্ত্তি খানি দেবে চল।

বিশ্ব। প্রতিমূর্ত্তি নিয়ে আবার কি কর্ব্বে?

বিজয়। তা পরে জান্তে পার্‌বে।

বিশ্ব। বল না ভাই।

বিজয়। যেরূপে তোমার মন জান্‌লেম, সেইরূপে কুমারী বিনোদিনীরও মন জান্তে পার্ব্বো।

বিশ্ব। ভাই, কেমন কোরে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌বে?

বিজয়। কেন, স্ত্রীবেশে।

বিশ্ব। তবে এস, চিত্রপট দিই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[উদয়পুর,—নগর তোরণ।]

উদয়পুরের সৈন্য চতুষ্টয় দণ্ডায়মান।

প্রথম। ও হে ভাই, সেনাপতি মহাশয় এই যাচ্চি বলে আমাদের এগুতে বল্লেন; আমাদেরও ত প্রহর প্রায় শেষ হয়ে এল, তাঁর যে আর দেখা নাই।

দ্বিতীয়। হাঁ ভাই, আমিও তাই মনে ভাব্‌ছিলাম।

তৃতীয়। বোধ করি, তিনি এখনও সেই দূতের সঙ্গে কথা কচ্ছেন।

চতুর্থ। কোন্ দূতের সঙ্গে হে?

তৃতীয়। সেই যে, যাঁকে শত্রুদের সম্বাদ জান্তে পাঠিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয়। তাঁর কথা কি এখনও শেষ হয় নি?

তৃতীয়। তা কেমন করে জান্‌বো; বোধ করি এখনও শেষ হয় নি, তা হ'লে এতক্ষণ আস্‌তেন।

দ্বিতীয়। ভাল ভাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি এযুদ্ধটা কোন্ রাজার সঙ্গে হচ্চে বল্‌তে পার ?

তৃতীয়। তাও কি শুননি ? জয়পুরের রাজার সঙ্গে।

দ্বিতীয়। আঁ! বল কি ? জয়পুরের রাজার সঙ্গে ! কেন, তাঁর সঙ্গে আবার হলো কি ?

তৃতীয়। তোমরা বুঝা না ত কিছু ভাই,—রাজাদের কখন্ কি মনের গতি হয়, কে বল্‌তে পারে ? তাঁদের কাণ্ড বুঝে ওটা ভার।

চতুর্থ। ওহে তোমরা চুপ কর, সেনাপতি মহাশয় আর মন্ত্রী মহাশয় আস্‌ছেন।

(মনোবিজ্ঞান (১) ও সেনাপতির (২) প্রবেশ।)

সৈন্য চতুষ্টয়। উদয়পুর মহারাজের জয়।

মন। তার পর দূত আর কি বল্লে ?

সেনা। আর বল্লে, শত্রুরা কখন্ যে আক্রমণ করে, তার কিছু স্থির নিশ্চয় নাই; রাত্রে আক্রমণ করা অধিকতর সম্ভব।

মন। রাত্রে আক্রমণ কর্‌বে; তা হ'লে ত তোরণে অধিক সৈন্য উপস্থিত রাখ্‌তে হবে।

সেনা। হাঁ, আমি সে সব বন্দবস্ত করেছি!

মন। তার পর, আর কি বল্লে ?

সেনা। আর বল্ল, বোধ হয় দুই চারি বার সম্মুখ যুদ্ধ করে, তারা নগর অবরোধ কর্‌বার চেষ্টায় আছে।

মন। তার প্রতিবন্ধক এখন থেকেই করা উচিত।

সেনা। কাজে কাজেই। ভাল, মন্ত্রি মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

মন। কি, বলুন না।

সেনা। না, এমন কিছুই নয়;—বলি, এ যুদ্ধের কারণটা কি বল্‌তে পারেন ?

মন। মহাশয়, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করেন কেন!—আমাদের মহা-

১ উদয়পুর রাজমন্ত্রী। ২ উদয় পুরের।

স্বকীয় উন্নতি।

ব্যক্তি মাত্রেরই শিক্ষা দ্বিবিধ, অপর-প্রদত্ত, ও স্বচেষ্টা-সম্পাদিত—

শারীরিক, মানসিক ও সাত্ত্বিক গুণের উন্নতি সাধনের নামই স্বোৎকর্ষসাধন। কি শরীর, কি বুদ্ধি, কি আত্মা, সকলেরই পরিণতি সাধন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু একের অপনতি করিয়া অন্যের উন্নতি করা কখনই উচিত নয়; একের উৎকর্ষ অপরের উন্নতির কারণ হওয়া উচিত। কেবল ব্যায়াম চর্চ্চা কর, মল্লযোদ্ধা বা পরুষ পশু হইবে; সাত্ত্বিকগুণের উৎকর্ষ সাধনে একান্ত হও, বিবেকশক্তি-বিহীন ভক্তিচণ্ড হইবে; মানসিক গুণের পরিণতি বিষয়ে অনন্য-মনা হও, বিকৃপাকৃতি কৌতুকস্থান হইবে; আমরা কেবল এই ত্রিবিধ গুণের সমভাবে পরিণতি সাধন দ্বারা মনুষ্য নামের যথার্থ উপযুক্ত হইতে পারি, লোকে পুরা কালে শারীরিক উৎকর্ষ সাধনে অতিশয় আস্থা প্রদান করিত। গ্রীক ও রোমানেরা, যাহার শরীর রোগশূন্য, তাহারই বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করা বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিতেন। তাঁহারা বালকদিগকে দণ্ডায়মান করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন। কবিবর মিল্‌টন বলেন যে, তিনি শীত কালে পরিশ্রম বা পূজার শঙ্খ ধ্বনি হইবার পূর্ব্বেই এবং গ্রীষ্মকালে পক্ষিগণের সুললিত শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইতেই পুস্তক পাঠ বা শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিতেন, এবং তৎপরে মনোযোগ স্বায়ত্ত হইলে ও স্মৃতি শক্তি যথোপযুক্ত ভোজ্য পাইলেই বল-সঞ্জীবনী পরিশ্রম পুরঃসর মন ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধন এবং দেশের স্বাধীনতা সম্পাদন বিষয়ে অনন্যমনা হইয়া পরিশ্রম করিতেন। তিনি তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থায় আয়ুধক্রীড়া বালক

গণের পক্ষে স্বাস্থ্য ও বল-প্রদায়িনী এবং শরীরের বৃদ্ধি-সাধিকা বলিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

ইদানীং লোকের ব্যায়াম চর্চ্চার প্রতি আর তাদৃশী আস্থা নাই। শরীর জীর্ণ ও অপনত করিয়া মনের পুষ্টি সাধন করা যেন এক্ষণে বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে; হস্ত পদাদি ধ্বংস করিয়া মস্তিষ্কের উৎকর্ষ সিদ্ধ হইতেছে। মানসিক তৃষ্ণা শারীরিকের বিপরীতানুপাতে দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকের উদরই নিস্তেজ, হস্ত সার-বিহীন ও অকর্ম্মণ্য, পদ নিঃসত্ত্ব ও জঙ্ঘা পিণ্ড-বিহীন, শরীর শিথিল ও স্থিতি স্থাপকতা বিবর্জ্জিত।

এই প্রকার করিলে যে কেবল মাত্র শারীরিক স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এমন নয়, মনও অসুস্থ হয়, বিদ্যাচর্চ্চার পদে পদে বিঘ্ন হইতে থাকে এবং যৌবনকালেই শরীর শুষ্ক, আকুঞ্চিত ও বামনাকৃতি হয়। শরীর সঞ্চালনে এইপ্রকার অবহেলা বশতঃই অনেক অধ্যয়ন-পরায়ণকে অসন্তোষ, অসুখ, আলস্য, ও বুদ্ধিবিলাসাভিমুখে ধাবমান হইতে দেখা যায়, অপরিণত অবস্থায় তাহাদের প্রচলিত জীবন প্রথায় বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে, অনেক ছাত্রই নিরাশা-বিদ্যালয়ের ছাত্র হইয়া উঠেন। ব্যায়াম চর্চ্চা বা শারীরিক পরিশ্রম এই মহা রোগের একমাত্র ঔষধ।

পাদরি জেরিমি টেলর বলেন, মনের অবসর দেখিলেই রত্যাভিলাষ ধীরে ধীরে বিসর্পণ করে, কারণ, কোন সুখবিলাসী, সুস্থ ও কার্য্য পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে কখনই জিতেন্দ্রিয় বা অব্যভিচারী দেখিতে পাওয়া যায় না অতএব আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সময়ের সমস্ত বিভাগই কঠিন পরিশ্রমে পর্য্যবসিত করা উচিত;

কিন্তু সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রম অপেক্ষা কায়িক শ্রম সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় এবং ঐ পিশাচ দূরী-করণের সর্ব্বোত্তম ও সুখলব্ধ উপায়।

সুখে জীবন যাপন করিবার জন্য কায়িক পরিশ্রম যাদৃশ প্রয়োজনীয়, অনেকেই তাদৃশ অনুভব করেন না। কোন ব্যবসায়ে নিয়ম-নিষ্ঠপরিশ্রম করা সুন্দর পরিপাকের অপেক্ষা করে এবং এই কারণ বশতঃ মানসিক পরিশ্রম করিবার জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ের বালকগণ যে সুস্থ, বলবান্ ও পুরুষাকৃতি, বোধ হয় বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চ্চা ও শারীরিক পরিশ্রম তাহার একমাত্র কারণ। এই প্রকার কথিত আছে যে, যখন মহোদয় ডিউক অভ্ ওয়েলিংটন, ইটননামক বিদ্যালয়ের বালকগণকে ক্রীড়ারামে কুর্দ্দন করিতে দেখেন, তখন তিনি সাহ্লাদে বলিয়া উঠেন যে, "এই স্থানেই ওয়াটার্লু যুদ্ধ জিত হইয়াছিল"।

অনেকে বোধ করিতে পারেন স্নায়ু সঞ্চালন অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বর্ণিত হইল। কিন্তু যুবকগণের যে অবাধে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালনা করিতে অভ্যাস করা উচিত, ইহা কখনই সন্দেহস্থল নয়। ইদানীং বিদ্যালয়ে অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত কায়িক পরিশ্রম উপেক্ষিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই গ্রীক, লাটিন, ইংরাজী, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী, কিন্তু হস্তপদাদি সম্বন্ধে এক প্রকার নিঃসহায় বলিলেও হয়; ব্যাসবাক্যে ও ধাতুরূপে অনেকেই বিচক্ষণ কিন্তু দর্শন শক্তি অনুসারে একজন সামান্য হলধর অপেক্ষাও নীচ। মনুর ব্যবস্থা লাইকগসের নিয়ম, আক্‌বরের চরিত্র পিলপনিসান যুদ্ধের ঘটনা, অনেকেরই নয়ন-পথে দেদীপ্যমান,

কিন্তু বিংশতি হস্ত অন্তরে গো বা অশ্ব দণ্ডায়মান ইহা স্থিরীকৃত করা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। অত্যুচ্চ উপাধি বিভূষিত হইয়া ও অনেকেই সাংসারিক বিষয়ে সামান্য সূত্রধর বা কর্ম্মকার অপেক্ষাও অকর্ম্মণ্য; তাহারা সমুদ্রে অসাগরদর্শী, পল্লীতে পুরবাসী, নগরে গ্রামচারী, কার্য্যে অতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, শাস্ত্রে নির্ব্বোধ, রসালাপে ক্লীব হৃদয়——

উপদেষ্টারা যতই অভিজ্ঞ হয়েন, তাহারা সাংসারিক বিষয় শিক্ষাদানে ততই আস্থা প্রদান করেন, বালকগণকে সাংসারিক জীবনে সমুপযুক্ত এবং তাহাদিগকে জন-সমাজের কার্য্যাবলী অবগত হইতে সমর্থ করা শিক্ষাকার্য্যের অপরাপর উদ্দেশ্যের ন্যায় সম প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করেন।

সাংসারিক বিষয়ে শিক্ষা দান করিলে মানসিক উৎকর্ষ-সাধনে কোন বিঘ্ন জন্মেনা, বরং পোষকতা হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শিল্পশালায় বা প্রাবেশনে যন্ত্র ব্যবহার শিক্ষা করিলে, হস্ত-ভুজের ব্যবহার শিক্ষা, স্বাস্থ্যপ্রদায়িনী কার্য্য-কলাপের অভ্যাস সুগমতা লাভ হয়, এবং স্পৃষ্টব্য ও বাস্তবিক বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি নিযোজিত হইলে যন্ত্রবিদ্যার কার্য্যিক জ্ঞান, সাংসারিক বিষয়ে দক্ষতা এবং শারীরিক পরিশ্রমে দীর্ঘ-প্রযত্নতা জন্মে।

বুদ্ধিজীবী অপেক্ষা শ্রমজীবীরা এই প্রথাই ভোগ করিয়া থাকেন; বাল্য কালে শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা বশতঃ তাহারা হস্ত চাপল্য ও কলেবর দক্ষতা লাভ করে। অনেকে জীবনোপায়-শারীরিক-পরিশ্রম দেহাজীবগণের অপকার বলিয়া অনুভব করিতে পারেন।

[ক্রমশঃ।]

চন্দ্রোদয়ে ভাগীরথী।

(১)

গাঙ্গিনীর বুকে শোভে চন্দ্রের প্রতিমা—
স্বর্ণময়ী, ঝলমলি বিবিধ আভায়।
চৌদিকে স্রোত সে যেন ছড়ান প্রীতিমা;
চিত্ত-হারী চন্দ্রকান্তি নীরে শোভাপায়॥

(২)

সোণার ত্রিতয় স্তম্ভ জলের মাঝার,
কম্পমান শশি বিম্বে হয়েছে নির্ম্মিত।
কল্পনা খুঁজিয়া ক্লান্ত তুলনা তাহার;—
বিচিত্র সে শিল্প শোভা উপমা রহিত॥

(৩)

প্রশান্ত প্রদোষে কিবা সুস্থির সংসার,
ভুলিয়াছে নিজ বেগ সন্ধ্যাসমীরণ।
প্রশান্ত প্রশস্ত নদী প্রবাহ বাহার—
বিস্তারিয়া রঙ্গভঙ্গে করিছে গমন॥

(৪)

অপূর্ব্ব তীরের কান্তি; পাদপের দল—
সর্ব্বাঙ্গে ধূসর জ্যোৎস্না করিয়া লেপন।
দর্শক মানসে ভ্রান্তি বিতরে প্রবল;
রয়েছে কি এরা সবে ধ্যানেতে মগন?

(৫)

চন্দ্রের মোহিনী শোভা বিমল গগণে—
গঙ্গার যে চারু চিত্র করিছে প্রকাশ।

বর্ণের তেমন শক্তি আছে কি বর্ণনে ;
চিত্রিতে সে চারু ছবি চিত্তের সকাশ ? ॥

(৬)

নৌকার ছাদের'পরে যুবা এক জন,
স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া নিশ্চল নয়ন।
গঙ্গার তীরের শোভা করিয়া ঈক্ষণ ;
নাহি জানি কি অপূর্ব্ব ভাবেতে মগন ॥

(৭)

নেত্র পথে বারিধারা যেন বাহিরায়,
হস্ত পদ একেবারে ভুলেছে স্পন্দন।
হঠাৎ ভাঙ্গিল যেন অদ্ভুত স্বপন ;
কম্পিত মস্তকে যুবা চারিদিকে চায় ॥

(৮)

"জনমে এহেন ছবি হেরেনা নয়ন"
নিজে নিজে বাক্য তার হইল উদিত।
"কিছু দিন পূর্ব্বে কিন্তু তমিস্রা যখন ;—
একান্ত তীরের কান্তি ঢাকিয়া রাখিত,

(৯)

সে সময়ে হেন শোভা কাহার নয়ন,
গলিত প্রেমাশ্রু সনে করিত বন্ধন ?
এই যে বিচিত্র ছবি করিছি ঈক্ষণ ;
তখন বিস্মিত হত কাহার নয়ন ?

(১০)

বহিছে প্রবাহ যানে সতত গাঙ্গিনী,
একার্চন্দ্র এত শোভা করিছে প্রকাশ।

বহিছে সময় যানে জীবন গাঙ্গিনী ;—
হেন চন্দ্র নাই শোভা যে করে প্রকাশ।

(১১)

সংসার তমিস্রা হায় ! রেখেছে ঢাকিয়া—
সেই চাঁদে শোভা যেই করিত প্রকাশ।
সন্দেহ গভীর মেঘে রেখেছে ঢাকিয়া ;—
সেই চাঁদে শোভা যেই করিত প্রকাশ ॥

(১২)

সে সুখ শরৎ হায় হবে কি উদয়,
মোহ মেঘ শূন্য হবে মানস-গগণে।
সংসার তমিস্রা পক্ষ হবে গেলে ক্ষয় ;
ঈশ্বর সুধাংশু কান্তি রঞ্জিবে জীবনে ॥

কবি ও কোকিল।

একদা বিজনে বসে কবি এক জন।
কল্পনা যতনে করে তাঁহার সেবন ॥
হেন কালে বসি এক তরুর উপর।
কুহু কুহু রবে ডাকে কোকিল সুন্দর ॥
প্রশান্ত বনস্থল দেশ কোকিলের গানে।
কি ভাব ধরিল যেই শুনেছে সে জানে ॥
কবির শ্রবণে সুধা-ধারা বরষিল।
আনন্দেতে সুকোমল হৃদয় গলিল ॥

হেরি কোকিলেরে কবি ফিরায়ে নয়ন।
মিষ্ট স্বরে করিলেন এই সম্ভাষণ॥
"আমরি আমরি পাখি তোমার কূজন।
আনন্দের সোণার শিকলে বাঁধে মন॥
কিন্তু ভাই বল দেখি করিহে জিজ্ঞাসা।
বিজন স্থানেতে কেন এহেন সুভাষা॥
সহরেতে কেন তুমি না কর গমন।
তুষিবারে তথা লক্ষ মানবের মন"॥
এতেক কহিল যদি তারে কবিবর।
হাসিয়া কোকিল তবে করিল উত্তর॥
"কি কহিলা কবিবর! জিজ্ঞাসা এমন।
না পারিলে জানিতে হে মোরা কোন জন॥
প্রকৃতির প্রিয় পাত্র আমরা গায়ক।
তাঁরে ছাড়ি কভু নহি কাহারো সেবক॥
বিচিত্র শোভায় শোভে স্বভাব যখন।
হৃষ্ট চিতে গান মোরা করিহে তখন॥
নিজের গানেতে মোরা নিজে হই প্রীত।
মানবের প্রশংসা ত না চাই নিশ্চিত॥
কভু নাহি করি মোরা কাহারো অর্চ্চন।
যথা ইচ্ছা হয় তথা করিহে গমন॥
শঠ নরে যবে করি বিবিধ কৌশল।
পিঞ্জর ভিতরে দেয় পায়েতে শিকল॥
আদরেতে সুমিষ্টান্ন খেতে করে দান।
তখন কি করি মোরা পঞ্চমেতে গান"?

মাসিক প্রকাশিকা।

"———————সময় পাইলে
যতনে করিব কর্ম্ম কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাঝে,
না করিব লাজ ভয় নিষ্ফল হইলে।"

১ম খণ্ড।] [২য় সংখ্যা।

বঙ্গভাষার প্রতিমা।

বঙ্গদেশে এখন শ্লাঘার সীমা নাই। কবি, গ্রন্থকার, সম্পাদক এবং নাট্যকারের সংখ্যা হয় না। বঙ্গদেশ অধুনা যে সকল সৌভাগ্য বহন করিতেছেন, তুলামানে পরিমাণ করিলে তাহার যদি কোন গুরুত্ব অনুভূত হইত, তবে আমরা বঙ্গবাসী বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারিতাম। কিন্তু সৌভাগ্যের সহচর দুর্ভাগ্য আমাদিগকে অসহ্য-ভাবে আক্রমণ করিতেছে। ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর আবাসস্থান বট বৃক্ষ-মূল যদি রাজধানীতে অপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে আমাদি-গের অশ্রুধারার সহিত ধারাবাহিক সপ্ত সমুদ্রের তুলনা হইত না। বঙ্গ দেশের সীমা নিরূপণ করা ভূগোলবেত্তাদিগের কার্য্য। সেই সীমাভাগের সৌভাগ্যের অথবা অবনতির গণনা করা বৈজ্ঞা-নিক পরিব্রাজকদিগের কার্য্য। বর্ষে বর্ষে, অয়নে অয়নে, মাসে মাসে, পক্ষে পক্ষে, (বলিলে হয় দিনে দিনে,) নূতন নূতন পত্রিকা ও নূতন নাটকের উদ্ভব হইতেছে। প্রসিদ্ধ সমাচার পত্র সমূহে নূতন সাহিত্য কাব্যাদির সমালোচন দর্শন করিয়া সর্ব্বদাই আমরা স্বদেশোন্নতিতে গর্ব্বিত হইতেছি; কিন্তু বিশ্রামকালে যখন চিন্তা

করি, গর্ব্বের চির-শত্রু হতাশ সেই অবসরে আমাদের চিত্তকে দারুণ দুঃখে আলোড়িত করে। কলিকাতায় যে কয়েক খানি প্রাচীন সংবাদ পত্র ছিল, তাহা অঙ্গুলি দ্বারা গণনা করিলে অঙ্গুলি অধিক হইত। আজ কাল সংবাদ পত্র পায়ে ঠেকে। যতগুলি গ্রন্থ দশবৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এখন তাহার কতগুণ অধিক হইয়াছে সংখ্যা করা দুরূহ। সংক্ষেপে যতদূর জানি, তাহার নাম যদি লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে কেবল নামেই (বোধ করুন ক্যাটলগে) একখানি ক্ষুদ্র রামায়ণ হয়। লোকে বলেন, ভারতবর্ষের উন্নতি হইতেছে! কিন্তু আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠরাজ্য ভারতবর্ষের অন্তর্বহির-বস্থায় আমূল বৃত্তান্তে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। সম্ভবপক্ষে বঙ্গদেশের ন্যূনকল্পে চাক্ষস প্রত্যক্ষ্যে রাজধানীর কথঞ্চিৎ প্রকৃতি আমাদ্বারা আলোচিত হওয়া সম্ভব। সেই সম্ভাবনানুসারে আমি বুঝিতেছি, অধুনা যত নাটক, যত কাব্য, যত উপাখ্যান, যত বিজ্ঞান, যত সংবাদ পত্র অথবা যত সাময়িক পত্র প্রস্তুত হইতেছে, তন্মধ্যে শত-করা পাঁচ খানি নাম করিবার যোগ্য, পাঠ করিবার যোগ্য, গল্প করিবার যোগ্য এবং তাহা উল্লেখ করিয়া লোকের নিকট গর্ব্ব প্রকাশের যোগ্য হয় কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ অধিকাংশই অসার ও কিছু মাত্র মূল্য বিহীন।

গ্রন্থ আলোচনা করিয়া তৃপ্তিলাভ হয় না, নাটক পড়িয়া নাটক বোধ হয় না, কাব্য পাঠ করিয়া কবিতার প্রতি অরুচি জন্মে, সংবাদ পত্রে ঘৃণা হয় এবং সাময়িক পত্রে কি হইতেছে আদৌ বুঝা যায় না। ইহার মধ্যে যে গুলি দর্শনযোগ্য ও পাঠ্য তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বঙ্গদেশে যে পরিমাণে বিদেশীয় রাজার দ্বারা শিক্ষার চর্চ্চা বৃদ্ধি হইতেছে, সেই পরিমাণে শিক্ষার অনুরূপ কার্য্য অন্বেষণ করিলে বীজ গণিতের গণক মহাশয়েরাও স্বরূপ

লম্পটের প্রতি।

তত্ত্বহীন মত্ত সদা যৌবনের ভরে,
ভ্রমিছ লম্পট তুমি আনন্দ অন্তরে।
অবলা কুলের-কুল করিবারে নাশ,
অকুল ভাবনা ভাবি সদা কর আশ।
করিয়া বাঁশরী শব্দ ব্যাধেরা যেমন—
হরণ করিয়া আগে হরিণীর মন।
শাণিত শায়কে তারে বিদ্ধ করে পরে;
কৃতান্ত সোদর ভাষে সুখের সাগরে।
তেমতি দেখায়ে লোভ তুইরে দুর্ম্মতি,
মজাস্ কুলের বালা সরলা যুবতি।
সুমধুর স্বরে কত দিয়ে প্রলোভন,
আকর্ষণ কর আগে অবলার মন।
নারীর সর্ব্বস্ব ধন কুল, চুরি করে,
পলায়ন কর ওরে কিছুদিন পরে;
সতীর সতীত্ব নাশ ব্রতে হয়ে ব্রতী,
সন্ধান করিছ সদা সরলা যুবতী;
কত ঠাঁই কতরূপে হও হতমান,
হৃদয়ে উদয় তবু নাহি হয় জ্ঞান?
নিশির সময়ে ধরা অন্ধকারময়-
প্রবল ঝটিকা আর বৃষ্টি যদি হয়,

জীব জন্তু সকলের সশঙ্কিত মন,
তথাপি না রোধ হয় তোমার গমন !
এই অন্ধকার পথে কোথায় চলিলে ?
নিজের যুবতি কার কাছেতে রাখিলে ?
হরিতে পরের কুল আকুল অন্তর।
কিন্তু নাহি ভাব কভু আপনার ঘর ! !
পারহ যেমন তুমি পরঘরে যেতে—
পরেতো আসিতে পারে তোমার ঘরেতে ?
অতএব ত্যাগ করি লম্পটাচরণ।
বিবাহিতা রমণীরে করহ রক্ষণ ॥
ঈশ্বর আদেশ ইহা করহ পালন।
পবিত্র সুখেতে যাহে যাপিবে জীবন ॥

সংসার-অসার।

১

" কে তোমার তুমিকার " এইকথা সার
বলিল যে বুঝিল সে সংসার অসার
অনিত্য সংসার, দুঃখের ভাণ্ডার
সুখ কোথা দেখ ভাই ?
দুঃখ বিনা কিছু নাই,
কেন তবে মিছের সংসার ?

২

আইস, কৌপীন পরি ছাড়হে সংসার
পাপের আকর এই পাপের আধার ;
মায়া মোহ বশে, স্নেহ প্রেম রসে
মানস মগন ভাই
পাপ পানে সদা যাই ;
কেন তবে সংসার বড়াই ?

৩

আইস, আইস, ত্বরা করি ওরে ভাই
গহন বিপিনে এখনি পলায়ে যাই,
ঐ সে মহাপাপ, ছাড়ে হাঁপ দাপ,
হাতে পাপের শিকল
কাড়ি নিবে সব বল,
কেন তবে না ছাড় গরল ?

৪

ছাড়হে দুরমতি সহবাস বাসনা
দেখাব সুখের পথ, কাননে এসনা,
পাইবে সন্তোষ ঘুচি যাবে দোষ,
ধুয়ায়ে পাপের কাদা
দেখাব সকলি সাদা
কেন তবে না ঘুচাও ধাঁধাঁ ?

৫

ত্যজ, ত্যজ্, ত্যজ, ভাই অর্থের লালসা,
কেন মিছামিছি মিছা অর্থের বচসা
না মিটিবে সাধ, ঘটিবে প্রমাদ,
কেবল সঞ্চয় সার
পরমার্থ লাভ ভার
কেন তবে মিছের সংসার ?

৬

পরি হরি পাপ-পুরী পর্ব্বত সদনে
চল ভাই ত্বরা করি গভীর কাননে ;
ঘুচিবে অনর্থ, জানিবে কি অর্থ
দূর হবে অন্ধকার,
পরমার্থ লাভ সার
কেন তবে মিছের সংসার ?

৭

চিকণ প্রাসাদে বসি কাটাও হে দিন,
ভাব দেখি ভাই আছে আর কতদিন ;
কাঁপিবে শরীর, হইবে অস্থির
হবে ভাবনা অপার
সব দেখিবে আঁধার
কেন তবে মিছের সংসার ?

৮

জাগে সদা হৃদি মাঝে অযুত বাসনা,
এ সংসারে সুখ নাই, তাও কি জাননা ?

প্রেয়সীর মুখ, দূর করে দুঃখ,
বলে এই চরাচর,
নহে তাও কি নশ্বর ?
কেন তবে আকুল অন্তর ?

৯

প্রণয়িনী-প্রেমময়, মধুমাখা ভাষা
জুড়াবে শ্রবণ সদা, কর এই আশা
পরিয়ে সুবেশ, ধরি গলদেশ,
আমুদিবে নিরন্তর ;
তাও কি হে নিরন্তর ?
কেন তবে তৃষিত অন্তর ?

১০

প্রেমময়-প্রণয়িণী সুধামাখা-প্রেম,
তড়িত বরণ, আভায় ঝক্‌মারে হেম,
রবে কতদিন, হইবে মলিন,
ঐযে মনোচোরা হাঁসী
কেবল পাপের ফাঁশী।
কেন তবে না অরণ্যবাসী ?

১১

গেরুয়া বসন পরি এই বেলা সাজ,
এখন সময় আছে, কেন ভুল কায,
নর্ম্মদার তটে, পর্ব্বত নিকটে
গাইব পবিত্র নাম,

সিদ্ধ হবে মনস্কাম
কেন তবে বৃথা এই ধাম।

১২

কুল-মান, যশ, পদ, সুন্দর গঠন
অচির, নশ্বর সব, মায়া আবরণ
সম্পদ বিভব, অতুল গৌরব
কেবল কালের চর,
লয়ে যায় তার ঘর
কেন তবে আকুল অন্তর?

১৩

কেবলে গড়িল বিধি পঞ্চভূতে ধরা,
মায়ারূপ একভূত না হ যায় ধরা,
সব শূন্যাকার, বিধির আকার
নয়নে তাহার তনু,
মেঘে যথা ইন্দ্র ধনু,
কেন তবে ধাও ভ্রম অনু?

১৪

বিবিধ রতন ভূষা, রাজ পাটে বসি
শাসেন রাজত্ব ভূপ, কটি দেশে অসি,
মাথায় মুকুট (কত দেশ লুঠ)--
দণ্ড ছাতা কর শীরে,
অনর্থের বোঝা শীরে!
কেন তবে মান সম্পদরে?

বিনাশ কর, আমি বধার্থে প্রস্তুত হইয়াছি। দলাধিপ সহসা সভা-মধ্যে ঈদৃশ গোলযোগ শ্রবণ করিয়া পারিপার্শ্বিকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও তাহাদের প্রমুখাৎ সমুদায় অবগত হইয়া, দ্রুতপদে পুণ্ডরীকের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, বৎস! শান্ত হও, সভামধ্যে গোলযোগের প্রয়োজন নাই; তাহা হইলে নিমন্ত্রিতগণের বিরক্তি জন্মিতে পারে, আর তুমি যাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া এতদ্রূপ আস্ফালন করিতেছ, তিনি সুশীল সুবোধ, মিষ্টভাষী, বদান্য, অকপট বলিয়া প্রসিদ্ধ। সে যাহা হউক, বৎস! এক্ষণে ক্ষান্ত হও, পিতৃব্যের বাক্য লঙ্ঘন করিও না। পুণ্ডরীক পিতৃব্যের বাক্যে অগত্যা শান্তমূর্ত্তি ধারণ ও শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন "সময়ান্তরে দুরাত্মাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিব।" বসন্তসখা পুণ্ডরীকের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া এক দৃষ্টে বসন্তকুমারীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে তৌর্য্যত্রিক সম্পন্ন হইল, নর্ত্তকীগণ স্ব স্ব স্থানে ও সমাহূত ভদ্রমণ্ডলী ভোজনাদি সমাপন পুরঃসর স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। তখন কপিঞ্জল বসন্তসখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মিত্র, অধীর হইও না, মাধবীলতা কি সকল সময়েই সহকার তরুর আশ্রয় পাইয়া থাকে? আর অনর্থক এস্থলে কাল হরণ করিবার প্রয়োজন নাই, গৃহে প্রস্থান করি চল, নচেৎ মহা বিপৎপাতের সম্ভাবনা। বসন্তসখা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর অগত্যা প্রিয় সুহৃদ ককুঞ্জল ও কপিঞ্জলের সহিত গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, ও প্রণয়িনীর বিরহ বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া বন্ধুদিগের অজ্ঞাতসারে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এক উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে কন্দমূলফলাশী তাপসগণ সরোবর হইতে কমণ্ডলু পরিপূর্ণ করিয়া সলিল গ্রহণ করিলে, অম্বু মধ্যে শশধরকে

যেরূপ বিচঞ্চল দেখিতে পাওয়া যায়, বসন্তকুমারীর বদনারবিন্দ বিহনে বসন্তসখার মনভৃঙ্গও সেইরূপ বিচঞ্চল হইল। তখন বসন্তসখা দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "কত দেশে শত শত অনঙ্গরঙ্গিণী, ত্রিদেব ঈশ্বরী কুলকামিনীকে সন্দর্শন করিয়াছি, কিছুতেই আমার মন বিচল হয় নাই। এই অসীম ধরণীধামের সর্ব্বপ্রকার রত্নরাজি দর্শন করিতে কাহার মন উচাটন না হয়? বোধ হয় সকলেই দেখিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী ভুবনমোহিনীগণের কুন্তলে মনোহর মণিপুঞ্জ বিরাজিত থাকিলে যেরূপ নয়নানন্দদায়িনী শোভা হয়, তদ্রূপ মনোহর কমলাতরুগণ, সুপক্ক, সুবর্ণবর্ণ ফলভরে অবনত হইলে, কে না তাহা দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। যখন ময়ূর ময়ূরীগণ নয়নরঞ্জন পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকে, সে শোভা সন্দর্শন করিয়া এ ধরণীধামে কে না মোহিত হয়? কিন্তু সেই সুধাংশুবদনীর সহিত ইহাদিগের তুলনা, শশধরের সহিত দীপালোক ও লবণাক্ত মহাসাগরের সহিত কূপের ন্যায়। এতাদৃশ অলৌকিক রূপ মাধুরী দর্শন করিলে কে না পাগল হয়?

যখন বসন্তসখা মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতেছিলেন, তখন, হা হতোস্মি! রে দগ্ধ মন্মথ! এই বাক্য তাঁহার শ্রবণগোচর হইল, বুঝিতে পারিলেন ইহা রমণার কণ্ঠধ্বনি। তখন তিনি নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, যে অতুল রূপ রাশির নিমিত্ত তিনি পুণ্ডরীকের সহ বিবাদ করত কৃতান্তের করাল কবলে পতিত হইতে আগ্রহাতিশয় সহকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে ভুবনমোহিনীর পদতলে শত শত সুধাংশুর উদয় সন্দর্শন করিয়াছিলেন, যে কামিনীকে কামিনী কুলের অহঙ্কার বলিয়া তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি ছিল, যাহার নয়নবাণে বসন্তসখা হিতাহিত বিবেচনাক্ষম ও উন্মাদের

ন্যায় এতক্ষণ কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, কখন বা মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, যাঁহার মোহিনী প্রতিমূর্ত্তি বসন্তসখার চিত্রপটে চিরাঙ্কিত ছিল, যাহার অদর্শনে বসন্তসখা এতক্ষণ মেদিনী শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ধরাধামের সমুদায় সুখ এক কালে তিরোহিত হইয়াছিল, যাহার প্রণয় পথের পথিক হইয়া বসন্তসখা জনকজননীর মায়া বিস্মৃত ও বন্ধু বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক গভীরা যামিনীতে একাকী এই উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্ট হইাছিলেন, সেই ভামিনীই করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন।

নিশীথ কাল উপস্থিত। বিরহিগণের জীবন নাশ আশয়েই বুঝি নিশাপতি হীরক খণ্ড সদৃশ অসংখ্য তারকাবলি পরিবেষ্টিত হইয়া, স্নিগ্ধ (বসন্ত কালের নিশীথকাল কি প্রমাদকাল) কিরণ বিতরণ পূর্ব্বক বিরহিগণের বক্ষে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিরহিণীদিগকে একবারে বিরহবিষে জর্জ্জরীভূত ও কুলবধূগণের কুল নাশ করিবার আশয়েই ও মানবমণ্ডলীকে মিলনসুখ সন্দর্শনার্থ কুমুদিনী মনোহর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, প্রফুল্ল বদনে মলয় মারুতে আন্দোলিত হইয়া কমলিনীকে উপেক্ষা করত হাস্য ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। নির্ম্মল নীলিমা-লঙ্কৃত নভোমণ্ডলে অসংখ্য তারকা-কলাপ পরিবেষ্টিত কুমুদিনী-নায়ককে সন্দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন ত্রিদিবেশ্বর অপ্সরাগণের নৃত্য দর্শনাভিলাষে শ্যামল নব নব শষ্পোপরি মুক্তাকলাপ বিস্তৃত ও মধ্যদেশে স্বীয় সুবর্ণ মণ্ডিত গোলাকার সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন। স্বভাব স্বভাবের অনুপম শোভা মানবমণ্ডলীকে সন্দর্শনার্থ প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ পুরঃসর স্থিরচিত্তে জগৎপাতা জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছেন।

নিশাচর দ্বিজাবলী দুর্দ্দান্ত তপন ভয়ে এতক্ষণ তস্করের ন্যায় লুক্কায়িত ছিল। এক্ষণে তাহারা বসুমাতাকে প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে আহার অন্বেষণার্থ দিগ্ দিগন্তরে যাত্রা করিতে লাগিল। তস্করগণ অভীষ্ট প্রসাধনোদ্দেশে যাত্রা করিয়া কেহ কেহ নগরপাল কর্ত্তৃক ধৃত, কেহ কেহ রিক্ত হস্তে ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাগমন, কেহ কেহ গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সন্দিগ্ধ চিত্তে বারম্বার পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আবাসে আগমন করিল। সুরাপায়ীগণ সুরাপানে বিগতসঙ্গ হইয়া ও বসন্তের গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে পদভরে বসুমাতাকে উৎপীড়ন ও চীৎকার করত ঈষৎ নিদ্রিত দম্পাত্তী বক্ষে বজ্রপাত ও গর্ভিনীর গর্ভপাত করিতে লাগিল। লম্পটগণ, নায়িকা মনোহারিণী বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া নায়িকা সন্নিধানে যাত্রা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই মহাত্মাগণ ইহা একবারও মনে করেন না যে, তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নীগণের কি দুর্দ্দশা হইতেছে। এই নিমিত্তই কত শত কুলবধূ কুলে জলাঞ্জলি দিতেছেন ও কত শত সতীত্বময়ী সাধ্বী অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছেন। নিশানাথের অপূর্ব্ব শোভা, মৃদু মন্দ মলয় সমীরণ ও কুমুদিনীকে প্রস্ফুটিত দেখিয়া বসন্তসখা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, হে দগ্ধ মন্মথ! হর. কোপানলে দগ্ধ হইয়া এখনও তুই আবার অহঙ্কার করিতেছিস্? অভাগাকে দুস্তর বিপদ-বারিধি-জলে নিক্ষিপ্ত করণাশয়ে তুই শশাঙ্কের সহিত সংমিলিত হইয়াছিস? হে ভগবন্ নিশাপতি! আর কেন সুস্নিগ্ধ কিরণজাল বিস্তার করত অভাগার উচ্ছলিত শোকাবেগ দ্বিগুণ প্রবাহিত করেন! মলয় মারুত! তুমিও কি প্রবাহিত হইবার আর স্থান পাইলে না? কুমুদিনী বিরহবিষে জর্জ্জরীভূত, হিতাহিত বিবেচনাক্ষম নরাধমকে কেন আর ব্যঙ্গ করিতেছ? এই কুসুমারণ্যে

কুসুমবাণ আমার প্রাণাপনয়ন হেতু স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রণয় কি প্রীতিকর পদার্থ! কিন্তু অকৃত্রিম প্রণয় জগতে দুর্লভ। যে মহাত্মাগণ ধরণী ধামে যথার্থ অকৃত্রিম প্রণয় রসের আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য! অকপট প্রণয়ীগণের কিছুই অভাব নাই। সেই মহাত্মাগণ স্বীয় প্রণয়পবিত্র মিত্রের সহিত অকূল সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী বালুকাময় জলশূন্য দ্বীপে বাস করিতেও সঙ্কুচিত হন না। বিভবশালিগণ প্রস্তর নির্ম্মিত মনোহর প্রাসাদোপরি বাস, সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ন, অভিলাষানুযায়ী ভোজন করিয়াও চিরদিন ক্ষুব্ধ মনে কাল যাপন করিতে থাকেন। কিন্তু অকপট প্রণয়িগণের মনস্তাপ নিরাকরণের মিত্রই এক মাত্র উপায়। মিত্রের পবিত্র বদন সুধাকর সন্দর্শন মাত্রেই তাঁহাদের সকল মনস্তাপ অন্তর হইতে অন্তরিত হয়। লম্পটিগণ বিষয় বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া বিষয় কারণ অকালে মানব লীলা সম্বরণ করেন। কপট প্রণয়ীগণ স্বার্থপর, নির্লজ্জ ও পামর বলিয়া ধরাধামে প্রসিদ্ধ। যথার্থ প্রণয়পথের পথিক না হইলে কেনইবা বসন্তকুমারী অপরিচিত যুবককে সন্দর্শন করিয়া একবারে মোহিত ও তাঁহার চরণারবিন্দ জগতে সার বিবোচনা করিবেক? আর বসন্তসখা কেনই বা অপরিচিতা ভামিনীকে সন্দর্শন করিয়া একেবারে মোহিত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইবেক? জগৎপাতা জগদীশ্বর যে উভয়ের অন্তরে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দিয়াছেন, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বসন্তসখা স্থিরনয়নে বসন্তকুমারীর মুখচন্দ্রিমা দর্শন ও তদীয় প্রলাপ বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বসন্তকুমারী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর বলিতে লাগিলেন, হারে হতবিধে! কামিনীর কোমল মনে ব্যথা দিবার নিমিত্ত তুই কি কামিনী কুলকে অবলা করিয়া সৃজন করিয়াছিস্? হারে কঠিন প্রাণ! সেই ভুবনমোহন মূর্ত্তি ভিন্ন এখনও জীবিত আছিস্? রে বসন্তসখা!

কেন আর কুহু ধ্বনি করত বসন্তকুমারীকে দুস্তর বিপদ বারিধি জলে নিক্ষিপ্ত কর। অভাগিনীর অন্তিমকাল উপস্থিত ও বিরহ বিকারে শরীর নিতান্ত জীর্ণদর্শন করত এই সুখময় প্রমোদ কাননে, বসন্ত ও ফুলায়ুধ স্বয়ং বিরাজিত হইয়া অভাগিনীর প্রাণাপহরণ মৃদু মন্দ মলয় সমীরণ, বসন্তসখার কুহুধ্বনি, ও ফুলবাণ সন্ধান করিতেছে। প্রাণেশ্বর! কুমুদিনী আমায় বারম্বার ব্যঙ্গ করিতেছে, আর সহ্য হয় না, আপনি উপস্থিত হইয়া প্রতিকারের চেষ্টা করুন, নতুবা তুষানল প্রজ্বলিত করিয়া আপনার চরনার-বিন্দ ধ্যান করিতে করিতে পরম সুখে কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইব। মধুরিকা নাম্নী তাঁহার এক সহচরী দূর হইতে এতাদৃশ কাতর স্বর শ্রবণ করত দ্রুতপদে বসন্তকুমারীর নিকট আগমন করত কহিলেন, সখি! কি নিমিত্ত তুমি একাকিনী এস্থানে উপবেশন করিয়া রোদন করিতেছ? প্রণয়িজনের প্রতি ভাগ করিয়া দিলে দুঃখের অনেক লাঘব হয়, অতএব আমার নিকট তোমার মনবেদনা গোপন করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। আমরা সকলে সংমিলিত হইয়াই এতক্ষণ একত্রে নৃত্যগীত করিতেছিলাম; কি মোহিনী শক্তি দ্বারা তোমার মন এতাদৃশ বিহ্বল হইল, তাহার কারণ তো আমরা এখন ও অনুভব করিতে পারিতেছি না। যদি অভাগিনীর দ্বারা তোমার আকস্মিক উদ্বেগ নিরাকরণের কোন উপায় থাকে, জানিতে পারিলে, প্রাণপণে প্রতিকার করিতে যত্নবতী হই। তখন বসন্তকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর কহিলেন, মধুরিকে! আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ অবগত করাইয়া কেন তোমাকে দুস্তর শোক সাগরে নিমগ্ন করিব? আমি যে ভ্রান্তিময় মৃগ-তৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইয়াছি, তুষানলে দেহ প্রজ্বলিত করিতে না পারিলে, তাহার প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা নাই। অভাগিনীর প্রাণাপনোদন হেতুই বুঝি নাট্যমন্দির

সেই রূপ রাশিকে বক্ষে করত হাস্য ও বিরহ বিধুরা কুলবালাকে বিরহ বিকারে জর্জ্জরীভূত করণাশয়েই সেই জগজ্জন-মনোমোহনকে কটাক্ষ-পাত করিতে উপদেশ দিতেছিল। এইকথা বলিয়া করতলে কপোল বিন্যাস পুরঃসর অকূল চিন্তাজলধিতরঙ্গে প্লবমান হইতে লাগিলেন। মধুরিকা বসন্তকুমারীর এতাদৃশ ভাব সন্দর্শন করত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়সখি! তুমি কি অতুল রূপরাশি সন্দর্শন করিয়াছ? আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত মন যে কি পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে তাহা অন্তরাত্মাই জানেন। বসন্তকুমারী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর বলিলেন সখি! যদি আত্মাকে একান্ত ব্যথিত করিতে তোমার অভিলাষ থাকে তবে শ্রবণ কর। নৃত্য করিতে করিতে অকস্মাৎ এক অপরিচিত যুবাপুরুষ আমার নয়ন পথের পথিক হইলেন। দর্শন করিবামাত্র নয়নযুগল স্থিরভাবে মনোমোহনের মনোমোহন মূর্ত্তি অবলোকন করত চরিতার্থ হইতে লাগিল। শ্রবণ যুগল তদীয় সুমধুর বচন বিন্যাস শ্রবণাশয়ে আগ্রহাতিশয় সহকারে সেই দিকেই শ্রবণ মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিল, মনোভৃঙ্গ নরবর বদন সুধাকরোপরি উপবেশনাশয়ে বারম্বার সচেষ্টিত হইয়াও দুর্দ্দান্ত লজ্জা মারুতে গতিহীন হইয়া একস্থানেই বসিয়া রহিল। অন্তর পবিত্র অন্তরে সেই অপরিচিত পুরুষরত্নের গলদেশে প্রণয়মালা অর্পণ করিল, আহা কি মনোহর বর্ণ! কি অলৌকিক লাবণ্য! কি অনুপম গঠন! কি নয়নানন্দদায়িনী মুখশোভা! কি নয়ন ভঙ্গী! কি গাম্ভীর্য্য! বোধ হইল যেন ঐ অপরিচিত যুবাপুরুষ আমার প্রতি নির্নিমেষলোচনে চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া রহিয়াছে। তাঁহার বদন-কমল সন্ধ্যাকালীন সুধাংশুর ন্যায় অরুণ বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, নৃত্যভঙ্গ হইলেই তোমরা আমাকে গৃহগমনের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আহ্বান

করিতেছিলে, ইত্যবসরে সেই মনচোর প্রাণ মন অপহরণ পুরঃসর কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল বলিতে পারি না। তখন মধুরিকা ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন, প্রিয়সখি! আমি যদি কোন মায়া বা মন্ত্রবলে তোমার মনচোরের সহিত তোমার সংমিলন করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তুমি আমাকে কি প্রদান কর। বসন্তকুমারী ঈষৎ কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর প্রদান করিলেন, মধুরিকে! পরিহাস সময় বিশেষে বিষ অপেক্ষাও বিকট বোধ হয়, এখন পরিহাসের সময় নয়। তখন মধুরিকা কহিলেন, প্রিয়সখি মনক্ষোভ দূর কর। আমিও সেই ভুবনমোহন পুরুষরত্নকে নাট্য মন্দিরে অনেকবার দর্শন করিয়াছিলাম, কল্য প্রভাতে সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করত যে রূপে পারি তোমার মনচোরকে বাহুপাশে বদ্ধ ও নয়নদ্বয়কে প্রহরী করত তোমার নিকট আনয়ন করিব। তখন বসন্তকুমারী আনন্দ-বিস্ফারিত নয়নে গদ্গদবচনে কহিলেন প্রিয়সখি! যাহাকে আমি বিভীষণ কঞ্চুকাল বোধে ভীত হইয়াছিলাম, সেই কি অভাগিনীর পক্ষে বিচিত্র পারিজাত মালা রূপে পরিণত হইল, যাহাকে আমি হলাহল মনে করিয়া পান করিতে ভীত হইতেছিলাম,তাহা কি এক্ষণে অমৃত হইয়া উঠিল! প্রিয়সখি! তোমায় আর অধিক কি বলিব, অভাগিনীর দুঃখে দুঃখী হইয়া কল্য প্রাতে বসন্তকুমীরর মনক্ষোভ নিরাকরণের উপায় অন্বেষণ করিও। তখন মধুরিকা কহিলেন, প্রিয়সখি, একবার আমাকে বিদায় দাও, আমি মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রত্যাগমন করিব। এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন বসন্তকুমারী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত কহিতে লাগিলেন। হৃদয় চোর! আর কেন অভাগিনীকে দুস্তর বিপদ বারিধি জলে নিমগ্ন কর? প্রাণনাথ তোমার হৃদয় পিঞ্জেরর শারিকা তব অদর্শনে কি রূপে জীবনধারণ করিবে! হৃদয়েশ! অভাগিনীর হৃদয় রাজ্য

"But to see her was to love her,
Love but her, and love for ever.
Had we never loved so kindly,
Had we never loved so blindly,
Never met or never parted,
We had ne'er been broken-hearted."

Burns.

১

ঝিকিমিকি করে রবি, বেলা যায় প্রায়,
চাহিতেছে চক্রবাক প্রেমের বিদায়।
শোভাময় চারিদিক, শোভাময় বন,
শোভাময় নীলনভ, শোভন ভুবন;
নাহি আর তপনের আতপ প্রখর,
উজলে জাহ্নবীজল কিরণ নিকর।
সেই জাহ্নবীর কূলে জানকী সুন্দরী
ভেবেছেন পতিপদ রঘুকুলেশ্বরী;
কোথা সেই প্রাসাদের হেম সিংহাসন,
বসিয়ে নদীর তীরে মুদিয়ে নয়ন!
লহরী ক্ষালন করে চরণযুগল,
কিছু জ্ঞান নাই, সতী বিষাদে বিহ্বল;
হরিণ হরিণী আসি চকিত নয়নে
চেয়ে দেখে তাঁর সেই বিষাদ বদনে;
জপমালা কমণ্ডলু রয়েছে ভূতলে,
শোকময় কুলুরবে জাহ্নবী উথলে!

সেই নয়নের নীর হীরক উজল,
প্রণয়ের নিদর্শন, স্বভাব সরল ;
যাহা দেখি একেবারে গলে যায় মন,
সঁপে কামিনীর তরে সকলি তখন ;
একেবারে হয়ে যায় স্বভাবে অভাব,
অন্তরে থাকে না কোন বিপরীত ভাব ;
হ'কনা কেন সে চির শত্রুর রমণী,
তারি তরে প্রাণ দিতে উদ্যত তখনি ;
রমণীর নয়নের সে নীর, তপন,
হেরিয়াছ হেনকালে হইতে পতন !
হেরিয়াছ নীলময়ী যমুনার তীরে
বিরহ বিকলা [illegible] ব্রজ-গোপিনীরে।
হায়রে প্রদোষে শুনি মুরলীর ধ্বনি,
চেয়েছে চপলচিতে চপলা রমণী ;
বলেছে তোমারে অস্ত যেতে, দিনপতি,—
"চলে যাও, বিভাকর, এস নিশাসতি !"

২

প্রমোদ কানন শোভে ভাগীরথীতীর,
করে তথা প্রেমকেলি মেদুর সমীর।
গোলাপ কপোলে খায় প্রেমের চুম্বন,
জাতির সুবাস করে উরসে ধারণ ;
নিভৃত নিকুঞ্জে লয়ে গোপিনী-নিকর,
খেলে যেন প্রেমখেলা শ্যাম নটবর।

কেঁপে বহে তরঙ্গিণী ধবল লহরী,
মৃদু মৃদু হেলে দোলে লতিকা সুন্দরী।
বিকসিত হাসিমুখে কুসুম সকল,
সৌরভেতে আমোদিত সেই বনস্থল।

৩

এমন সুন্দরসেই কানন ভিতরে
ধীরে ধীরে একাকিনী ললিতা বিহরে।
বিলোল-লোচনা বালা ষোড়শী রূপসী,
হায়রে ভূতলে যেন উদিয়াছে শশী !
মধুর ত্রিদিব রূপ, মধুর নয়ন,
কেমন মধুর মরি সহাস আনন !
সে মধুর রূপ যার মন আল করে,
ভাগ্যধর সেই থাকে প্রফুল্ল অন্তরে !

৪

দেখিতে উজল যথা গিরিরাজ-বালা
ভবেশ-ভাবিনী, করে পারিজাত মালা,
সহাস বদন খানি, লাজুক নয়ন,
তরুণ অরুণ প্রায় সুতনু বরণ ;
দেখিতে সুন্দরী, যথা সহাস অধরে
মধুর স্বপননারী হৃদয় উপরে ;
প্রতিহত প্রণয়ের মতন কোমল ;
শৈশবের দেব চিন্তা স্বরূপ সরল ;

স্নিগ্ধ, যথা বান্ধবের প্রবোধ বচন
অমিয় ধারার মত জীবন তোষণ ;
সর্জ্জনের গুণগান ন্যায় মধুময় ;
সতত পবিত্র, যথা জননী হৃদয় ;
কমণীয়, কামিনীর প্রণয় মতন,
নাহি কিন্তু চপলতা, চিরবিমোহন ;
মনোহর, যৌবনের ভাবনা স্বরূপ,
যখন হৃদয় দেখে নিজ প্রতিরূপ,
ছিল সে নবীনা বালা, সেই বিনোদিনী
যৌবনের শোভাদলে ভুবনমোহিনী !

৫

অহো ! কথাতেই কিগো বিবরিত হয়
সুষমায় বিভূষিত রূপ শোভাময় ?
কেগো আছে এ জগতে দেখি দুনয়নে
বর্ণিবারে রূপরাশি পারে একাননে ?
কেনা অনুভবে চারু স্বরগের শোভা,
কেগো নহে মুগ্ধ, হেরি রূপ মনোলোভা,
যবে পরিতৃপ্ত মন, ভূমানন্দ ভাব,
আদরে স্বীকার করে সুষমা প্রভাব ?
কমণীয় এরূপ সে কামিনী কমল,
এই রূপ চারিদিকে নব শোভাদল,—
সেই নারী বিনা সবে করে নিরীক্ষণ,—
প্রেমের আলোক সেই সুষমা কিরণ,

সেই বদনের প্রভা লাবণ্য নিলয়,—
কি শোভন সুধু, মরি, সে লোচনদ্বয় !

৬

যে নারীর রূপ ভাবি মহেশ পাগল,
মধুকালে নিধুবনে কেশব বিকল ;
বাজে আজো ব্রজপুরে রাধা রাধা রব,
যমুনা লহরী খেলে—প্রণয়-উৎসব ;
শোনা যায় দূরদেশে নুপুরের ধ্বনি,
উজলে কদম্বতলে চারু চূড়ামণি ;
নাহি তথা কালাচাঁদ, বাজিছে বাঁশরী,
কুহরে কোকিলকুল " কোথা প্রাণেশ্বরী !"
দেখা যায় শ্যামরূপ শশীর কিরণে
প্রেম অভিমান যেন সাধেন চরণে ;
যে নারীর রূপ ভাবি আপনি বাসব,
পরিহরি ত্রিদিবের ঐশ্বর্য্য বিভব,
আগত কুটীর দ্বারে জটিল বামন,
গুরুপত্নী প্রণয়েতে মানস মগন ;
সেই রমণীর রূপ চির শোভাময়,
উজল লাবণ্য রাশি, পূর্ণ চন্দ্রোদয় ;
সেই রূপ যাহা করে মানস মোহিত,
আনন্দে মাতায়ে দেয় প্রফুল্লিত চিত,
সেই রূপে রূপবতী রাজে সে রমণী,—
বোধ হয়, বসি বিধি বিরলে আপনি,

দেখিতে বাসনা করি শোভার আধার,
গড়েছিল হেন নিধি জগতের সার!

যখন রাজিত হাসি সেই বিম্বাধরে,
ফুটিত গোলাপ রাশি কপোল-উপরে;
শোভিত পল্লবে নব পুণ্ডরীক দল,
হাসিত জগত, শশী হইত উজ্জ্বল;
অমনি বহিত হাসি অনিল আকুল,
ধাইত কমল ভ্রমে মধুকর-কুল!

আর সেই আঁখি দুটি? কেমন সরল,
কেমন মধুর, মরি, হরিণ চপল!
বদন গগণে সেই কেমন শোভন,
শুক তারা দুটী ধরে যুগল লোচন;
সেই দুটী তারা আলো হৃদয়ে বিতরে
আনন্দের প্রতিনিধি মনোহর করে!

যে জন বাসেন ভাল সুকৃত্রিম শোভা,
পরিপাটী বেশ হয় যাঁর মনোলোভা,
এরূপসী রূপ তবে তাঁহার নয়নে
লাগিবেনা ভাল, ভয় হইতেছে মনে।
এলান কুন্তলজাল ঢেকেছে বদন,
কাল মেঘে ঢাকা শশী দেখিতে কেমন!
তনুখানি আবরিত বাসন্তী বসনে,
উজল কুণ্ডল দোলে যুগল শ্রবণে;

ফুলের কঙ্কণ হাতে, গলে ফুলমালা,
কুন্তলে আবদ্ধ ফুল, করে ফুলবালা,
পয়োধরে ফুল-হার-এই মাত্র বেশ—
আমরি কেমন শোভা—সরেশ—সরেশ!

৭

এমন রূপের রাশি, এমন যৌবন,
করেছিল বিধি বশে আত্ম সমর্পণ,
কোন অভাগার করে, যাহার অন্তর
বুঝিত না কামিনীর সুষমা নিকর।
যাহারে আদরে রাখি বুকের ভিতরে,
পূজিয়াও তুষ্ট কেহ হয়না অন্তরে;
নিরন্তর সেবিয়াও যাহার চরণ,
পরিতোষ পায় নাক কভু কারো মন,
সেই নিধি, জগতের আনন্দ সমান,
ভুলিতে যাহারে কভু পারেনা পরাণ,
হয়েছিল দুর্বৃত্তের স্বেচ্ছাচার বলি,
সঁপেছিল তার করে নিজ শোভাবলী।
প্রচণ্ড বালুকাময় ঘোর মরুস্থল,
ফুটিল তাহাতে চারু কুসুম কোমল;
প্রবল ভীষণ বায়ু বহিল অমনি,
ছাইল বালুকাজাল গগণ তখনি;
বিষম রবির তাপে বিশীর্ণ বদন,
জর জর হইয়াছে কুসুম রতন।

এমন সময়ে দেখা দিল মধুকর,
প্রণয় প্রবোধে তোষে কুসুম অন্তর।
অপগত হল সেই মরুর যাতনা,
নিদয় বায়ুর সেই বিঘোর বেদনা।
ভাবিল কুসুম অলি প্রাণের সমান,
ললিতা ললিত করে সঁপিল পরাণ।

৮

দেখিতে দেখিতে শশী উদিল গগণে,
একাকিনী একামিনী এখনো কাননে?
দেখিতে স্বভাব-শোভা হেথা আগমন?
তবে কেন রহে ধনী আনত আনন!
কোকিলের কলরব শুনিছে শ্রবণে?
তবে যে চপলমত কেন রহে মনে!
দেখিতে কুসুম শোভা বুঝি থমকায়?
তবে কেন চারিদিকে নয়ন ঘোরায়!
করিবে কি হেথা তবে দেব আরাধন?
থেকে থেকে কেন তবে শুকাবে বদন!
হেরিছে কি দাঁড়াইয়ে নিশাকর-কর?
তবে কেন কেঁপে কেঁপে উঠিবে অন্তর?
কল্লোলিনী কলধ্বনি শুনিতে যতন?
তাহা নয়!—হবে কিছু উহার মতন!
মর্ম্মরে নীরস পত্র—চমকিল ধনী—
পদশব্দ-বিনোদিনী শীহরে অমনি।

রাজমানুষটী বড় ভাল নন।—এই বৃদ্ধ হয়েছি, ওঁর দুই তিন পুরুষ রাজত্ব কর্ত্তে দেখ্‌লেম;—স্বর্গীয় রাজারা মন্ত্রি আর সভাসদ্‌গণের মত লয়ে কর্ম্ম কর্ত্তেন; কিন্তু, ইনি তা, করেন না;—আপনার মনে যা ইচ্ছে হয় তাই করেন।

সেনা। কেন, হয়েছে কি?—

মন। এই দেখুন্ না, বড় বিস্তর দিন হয় নি, দিল্লীর বাদসাহ মহারাজের রাজ্য কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছিলেন।

সেনা। হাঁ, তাত জানি;—কেবল জয়পুরের রাজার আনুকূল্যেই বাদসাহ সে বিষয় হতে ক্ষান্ত হয়েছেন; তারপর আবার কি হয়েছে?

মন। তার পর, আমাদের মহারাজ, সে উপকার ভুলে গিয়ে, জয়পুরের প্রতিনিধি পুষ্করের শাসনকর্ত্তাকে অপমান করেছিলেন,—সুতরাং জয়পুরের রাজা নগর আক্রমণে সৈন্য পাঠিয়েছেন।

সেনা। মহারাজ এ অত্যন্ত কৃতঘ্নের কর্ম্ম করেছেন—মহাশয়, এ কাল ফণি!

মন। তা আর একবার করে!—যাহোক, এখন এ বিপদ হোতে শীঘ্র উদ্ধার হতে পাল্লে হয়।

সেনা। এখন সন্ধিস্থাপনে মহারাজের মন লওয়াতে যত্ন করুন।

মন। মহারাজ যদি আমাদের কথা শুনে কর্ম্ম কর্ত্তেন, তা হলে কি এসব হতো?—এখন চল্লেম, আপনি এ দিকে সাবধান থাক্‌বেন।

সেনা। নমস্কার্য

মন। নমস্কার।

(প্রস্থান।

সেনা। ওহে, তোমরা এই স্থানে থাক; প্রহর শেষ হলে প্রস্থান করো,—অন্য সেনারা আস্‌বে।

সৈন্য চতুষ্টয়। যে আজ্ঞে।

সেনা। তোমরা খুব সাবধানে থেকো।

(প্রস্থান।

দ্বিতীয়। ওহে ভাই, যুদ্ধের কারণটা শুন্‌লে।

তৃতীয়। ও অনেক কাল জানা আছে!—রাজাদের কি ভাই, আপনাদের নিজে ত আর যুদ্ধ কর্ত্তে হয় না। আপনারা বাধাবেন, শেষকালে মর বেটা সেনারা মর!—যা শত্রু পরে পরে!—আপনাদের যদি রামচন্দ্রের (নমস্কার) মত স্বয়ং যুদ্ধ কত্তে হতো, তা হলে জান্তে পাত্তেন কত ধানে কত চাল।

চতুর্থ। ভাই, ও সব কথা রেখে দাও: কে আবার কোথা হতে শুন্‌বে, আর আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি কর্‌বে।

প্রথম। আ!—প্রাণের আশা যদি থাক্‌বে, তবে আর সৈন্য হয়েছি কেন?

চতুর্থ। তবু যুদ্ধে মরা আর অম্‌নি মরা অনেক ভিন্ন।

তৃতীয়। ওহে, আর শুনেছ, যুদ্ধ কর্ত্তে কে কে এসেছেন!

প্রথম। কৈ না।

দ্বিতীয়। কে কে এসেছেন হে?

তৃতীয়। জয়পুরের সেনাপতি, রাজকুমার আর মন্ত্রী মহাশয়ের পুত্র।—আমি ভাই, রাজকুমার আর মন্ত্রী মহাশয়ের পুত্রকে একদিন দেখেছি;—আহা! তাঁদের দুজনার কি রূপ! কি সুন্দর রং যেন চাঁপা ফুল!

(নেপথ্যে প্রহরবাদ্য)

প্রথম। ওহে চল, প্রহর বেজেছে।

চতুর্থ। এট্টু অপেক্ষা কর, অন্য সেনারা আসুক।

দ্বিতীয়। আর ভাল লাগে না।

চতুর্থ। তবে চল।

(সৈন্য চতুষ্টয়ের প্রস্থান।

(স্ত্রীবেশে বিজয়ের প্রবেশ।)

বিজ। এই যে ঠিক সময়ে এসেছি।—আর এট্টু পরে এলে আর নগরে প্রবেশ কর্ত্তে পেতেম না।—সমস্ত দিনই তোরণে প্রহরী থাকে; কেবল প্রহর পরিবর্ত্তনের সময় কেউ থাকেনা, তাই প্রবেশ কর্ত্তে

পাই, তা না হ'লে নগরে প্রবেশ করা ভার হতো।—আবার এক প্রহর কাল নগরে থাক্‌তে হবে, তা না হ'লে আর শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন কর্ত্তে পাব না। ভাল, এত কষ্ট স্বীকার কচ্ছি, তবু কি রাজকুমারীর মন লওয়াতে পার্‌বো না?—যা করেন অনাথ নাথ দীনবন্ধু!—আহা! নগরের কি মনোহারিণী শোভা! কেমন উত্তম উত্তম অট্টালিকা! কি সুপ্রশস্ত রাজপথ! দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী থাকাতে পথে সূর্য্যতাপ প্রবেশ কর্ত্তে পায় না --এই যে আবার প্রহরী আস্‌ছে। যাই, এখন স্বকার্য্য সিদ্ধির উপায় দেখি গে।

(প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

[তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।]

রাজবাটীর অন্দর, বিনোদিনীর মন্দির।

(আস্তে ব্যস্তে মদনিকার প্রবেশ)।

মদ। দেখি, রাজকুমারী কি লিখ্‌ছিলেন, (শয্যাতল হইতে লিপি লইয়া)
করিব কি, মদনিকা, সেরূপ বর্ণনা—
নাহি হেরি অবনীতে সেরূপ তুলনা।
হেরিলে সে রূপরাশি, নাহি থাকে জ্ঞান,
মনোহর শোভা তাঁর কাড়ি লয় প্রাণ;—
সুবর্ণ, সুবর্ণ অতি, অতি চমৎকার,
সুবর্ণ তথাপি নহে, নিকটে তাঁহার;

চম্পাক, সুগন্ধ পুষ্প, অতি মনোলোভা,
তথাপি সে রূপ কাছে নাহি পায় শোভা ;
হরিতাল বর্ণ শ্রেষ্ঠ, অতি সুদর্শন,—
হেরিলে লো একবার কাড়ি লয় মন,—
তথাপি সে রূপ কাছে শোভয়ে তেমন,
ভানুর বিরণে শোভে প্রদীপ যেমন।
একবার হেরিলে, লো সেরূপ মোহন,
এসব হেরিতে, সখি, নাহি সরে মন।
অনুমানি অবনীতে উদিত মদন
অবলা নারীর মন করিতে পীড়ন।
নাহি জানি কোন কালে, কি তাঁহার নাম,
কিম্বা কোন্ জাতি তিনি, কোথা তাঁর ধাম,
একবার দর্শনেতে করেছেন চুরি.
আমার যৌবন মন করিয়া চাতুরি।
তাঁর লাগি প্রিয়সখি, দেখ বিনোদিনী,
সদাই উতলা প্রাণ, যেন পাগলিনী !

[লিপি শয্যাতলে পুনঃস্থাপন]

কথায় বলে বুকফাটে-তো মুখ ফোটে না,তাই হতেছে আমাদের রাজনন্দিনীর। পত্রখানি লিখেছেন, তবু আমাকে দেখাতে লজ্জা কল্লেন। যাই হোক, এ নিয়ে একটা রঙ্গ কত্তে হবে ; আমার সঙ্গে যেমন চাতুরি করেছেন, আমিও তেমনি চোরের উপর বাটপাড়ি খেলেছি।

(বিনোদিনীর প্রবেশ।)

বিনো কিলো মদনিকে! আপন মনে কি বক্‌চিস্ ?
মদ। "হেরিলে সে রূপ রাশি নাহি থাকে জ্ঞান,

মনোহর শোভা তাঁর. কাড়ি লয় প্রাণ"—
বিনো। কি বক্‌চিস ?—
মম। "সুবর্ণ, সুবর্ণ, অতি অতি চমৎকার
সুবর্ণ তথাপি নহে নিকটে তাঁহার "--
বিনো। কি, হয়েছে কি ?
মদ। " একবার হেরিলে, লো সেরূপ মোহন
এসব হেরিতে, সখি, নাহি সরে মন।"—
বিনো। কেন ?--অমন কচ্ছিস্ কেন ?--
মদ। " অনুমানি অবনীতে উদিত মদন
অবলা নারীর মন করিতে পীড়ন"।
বিনো। কে পীড়ন কচ্চে ?
মদ। " নাহি জানি কোন কালে, কি তাঁহার নাম,
কিম্বা কোন্ জাতি তিনি, কোথা তাঁর ধাম,
একবার দর্শনেতে করেছেন চুরি,
আমার যৌবন মন করিয়া চাতুরি !"
বিনো। তাতে হয়েছে কি ?
মদ। "তার লাগি, প্রিয়সখি দেখ বিনোদিনী
সদাই উতলা প্রাণ যেন পাগলিনী !"
বিনো। ঐ যা ! পত্রখানি পড়েছ ! আমার সর্ব্বনাশ করেছ !
মদ। করি নাই সর্ব্বনাশ তব, প্রিয়সখি ;
ভয় কি তোমার বল ওলো বিধুমুখি।
নেপথ্যে। ওখানে মদনিকা আছিস্‌লা ? মহিষী তোকে একবার ডাকচেন।
মদ। বস্ আমি এখনি আস্‌ছি।

(প্রস্থান।)

বিনো। মদনিকা তো সব জান্তে পেরেছে ; তা তাতে উপকার বই আর অপকারের সম্ভাবনা নাই। তাইতো, অপরিচিতের প্রতি

আমার মন এরূপ আসক্ত হলো কেন?—আমি কেবল দৈবাৎ তাঁকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেম, ইঙ্গিতেও পুনর্দ্ধিৎ পেয়েছিলেম;—একবার ভাবি যে তাঁকে ভুলে যাই, পোড়া মন তাঁকে আর ভুলতে চায়না—একি সহসা আমার বাম চক্ষু নাচ্‌তে লাগ্‌লো কেন?—অভাগিণীর কি কিছু লাভ হবে?

(স্ত্রীবেশে বিজয়ের দূরে প্রবেশ।)

বিজয়। এইত আইনু আমি স্ত্রীলোকের বেশে
রক্ষিগণে দিয়া ফাঁকি রাজ অন্তঃপুরে;
সুকুমারী বিনোদিনীর আবাস মন্দিরে।
ইঁতে কি হ' বেনা সিদ্ধ, বিভুর কৃপায়,
যে কারণে মোর আজ অত্র আগমন?—
কেনই না হবে পূর্ণ? কেনরে ভাবি'ছ
মন? পাইবে এখনি, বুদ্ধির কৌশলে,
জানিবারে বিনোদিনী রাজকুমারীর
কিবা মন ভাব—এরে দেখাইয়া পট!
কি কায দণ্ডায়মানে, হওরে সত্বর,
(নিকটে পাইয়া)
আনিয়াছি তব লাগি, আমি চিত্রকরি,
বাছিয়া বাছিয়া এই চিত্রপট খানি;
কৃতার্থ কর দাসীরে লইয়া এখানি।

[চিত্রপট প্রদান]

বিনো। (দেখিয়া স্বগত) আমি একেই না গবাক্ষের ভিতর হতে দেখে ছিলাম? ইনিই না আমার চিত্তচোর! হাঁ, ইনিই বটে!—আহা! এমন নারী মনমোহিনী রূপ কি আর হবে? বোধ হয় রমণীকুল মজাতে বিধাতা এঁকে সৃজন করেছেন; যাহোক যত

মূল্য লাগে এখান ক্রয় কত্তে হবে। [প্রকাশ্যে চিত্রকরীর প্রতি] মূর্ত্তিখানি কোন মহাত্মার বলতে পার!

বিজ। রাজকুমারি, তা আমি সবিশেষ অবগত নই কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি, এ খানি কোন রাজকুমারের প্রতিমূর্ত্তি ও তিনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন। অনুমতি হলে, অনুসন্ধান করে, সমস্ত সমাচার অবগত কত্তে পারি।

বিনো। এখানি লওয়া আমার অভিমত। চিত্রকরি! এখানির মূল্য কত?

বিজয়। রাজনন্দিনি! এখানি মহামূল্য অমূল্য বল্‌লেও হয়; অধিনীর বাসনা, আপনার শ্রীচরণ যুগলে অর্পণ করে জীবন সার্থক কর্ব্বো রাজকুমারি, আমি অর্থের আশা করিনে।

বিনো। (ঈষৎ হাসিয়া) সেকি? তাকি ভাল হয়?

বিজয়। রাজকুমারি! আপনি কি দাসীর উপহার গ্রহণে অনিচ্ছুক? যদি হনতো—

বিনো। চিত্রকরি, তোমার বাসস্থান কোথায়?

বিজয়। সুন্দরি, আমি এই নগর প্রান্তে বাস করি।

বিনো। (স্বগত) আমার মনে হচ্চে, এই চিত্রকরি দ্বারা প্রাণপতির সহিত মিলন হবে, তা না হলেই বা তাঁর প্রতিমূর্ত্তি ও পেলে কোথায়? (প্রকাশ্যে) চিত্রকরি! আমার এক নিবেদন—

বিজয়। সেকি রাজকুমারি? আপনার নিবেদন! আমাকে আর অপ্রতিভ করেন কেন? যাকে যা সম্ভবে তাকে তা বল্লেই ভাল শুনায়। আমাকে কি আজ্ঞা করেন বলুন।

বিনো। (হাস্যমুখে) যদি আমার জন্যে তুমি এটু ক্লেশ স্বীকার কর।

বিজয়। চপলে! ক্লেশ স্বীকার কি, আপনার অনুমতি পালনে প্রাণ পর্য্যন্ত ও স্বীকার কত্তে পারি; তা কি আজ্ঞা কর্‌বেন করুন।

বিনো। (সপরিতোষে) না, এমন কিছুই নয়; তুমি যদি অনু গ্রহ করে এই মহাত্মার নাম ধামাদি জেনে আমাকে বলে যাও, কেননা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তা কি বোল্‌বো।

বিজয়। (স্বগত) কি চতুরা! "যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে"! কে আর জিজ্ঞাসা কর্‌বে? মন বই আর কেউ নয়—

জেনেছি জেনেছি আমি উভয়ের মন।
উভয়ে বেঁধেছি দিয়া সুপ্রেম বন্ধন॥

(প্রকাশ্যে) রাজবালা! আপনার আজ্ঞা শীরোধার্য্য। তবে কোথায় আসিলে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ হবে।

বিনো। তুমি আমার উপবনে এলেই আমার দেখা পাবে।

বিজয়। রাজনন্দিনি! অনুমতি হয় তো এখন বিদায় হই।

বিনো। সেকি "বিদায়" কেমন কোরে দেব!

বিজয়। (স্বগত) আমার দেখা পেয়েই এই; না জানি বন্ধুর দেখা পেলে কি কত্তেন (প্রকাশ্যে) সুকুমারি! আমি একটা গৃহকর্ম ফেলে এসেছি; তবে এখন আসি।—

বিনো। আমার কথা মনে থাকে যেন।

বিজয়। বিনোদিনি! ও কথাকি ভুলতে পারি?

(প্রস্থান।)

বিনো। (পট দেখিয়া স্বগত) আহা! কি মধুর মূর্ত্তি? সেই দেখেছিলাম, আর এই দেখ্‌লেম। সে চক্ষে দেখেছিলেম, কিন্তু এ পটে চিত্রিত দেখ্‌ছি; যাহোক ক্ষীরের পিপাসা ঘোলে মার্ত্তে হলো, তবু দুগ্ধের অংশতো বটে!—এখন কি করি? মন যে সহসা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উট্‌লো!—ইচ্ছে করে মনকে প্রবোধ দিই, কিন্তু কি বলে যে প্রবোধ দেব, তা ভেবে ঠিক কর্ত্তে পাচ্চিনে। আর মন প্রবোধ মান্‌বে বা কেন? ভাল, একবার চেষ্টাই করে দেখিনা! (চিন্তা)

মন! কেন এত ব্যাকুল হলে? কেন তুমি অজ্ঞাত-কুল-শীলের রূপে মোহিত হয়ে তাঁর প্রতি এরূপ অনুরক্ত হলে?—অগ্রে তোমার চিত্ত-চোরের মন জান, পরে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ো। যাঁর জন্যে তুমি এত ব্যাকুল, তিনি কি তোমার জন্যে

মাসিক প্রকাশিকা।

"————সময় পাইলে
যতনে করিব কর্ম্ম-কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাঝে,
না করিব লাজ ভয় নিষ্ফল হইলে।"

২য় খণ্ড।] বৈশাখ [১ম সংখ্যা।

সংসার-অসার।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

১৫

প্রতাপে অবনী কাঁপে, বিহগ আকাশে
সাগরে পলায় যাদ, প্রাণের তরাসে
অগণ্য প্রহরী কাল শস্ত্র ধরি
সতর্ক তাঁহার তরে;
কাল ছুরি কে রাখেরে?
কেন তবে মান বিভব রে?

১৬

হৃদয় উন্মাদি ঐ রণ ডঙ্কা বাজে
কালের সোদরবীর, অমনি গরজে
প্রকাণ্ড শরীর, অজ্ঞান অস্থির

না মানে প্রাণের ভয়।
কাল অসি রণ নয়॥
কেন তবে কর জয় জয়?——

১৭

বিদরে পরাণ, শ্রবণে পশিল যদি
অধীনতা নাম, তেজে অমনি উন্মদি
সাহস অপার, কত অহঙ্কার
দেখাও উদ্দিপ্ত রাগে।
জোড়-হস্ত রিপু আগে!
কেন তবে না স্মর বিরাগে?

১৮

গভীর নিনাদে ভেরী, ঘোষে রণ জয়
আমোদে উথলে মূঢ়পাষাণহৃদয়
দেখিপরাজয় না হয় উদয়
পতন আশঙ্কা হৃদে।
শাসে মোহ সদা হৃদে
কেন তবে মত্ত জয় মদে?

১৯

ভ্রময়ে চাতক যথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া
তেমতি আকুল মনে উপাধি লাগিয়া
কর তোষামোদ—তাতেও আমোদ—
এ ভ্রম বুঝানভার
ভূষা নয় ফণিহার!

কেন তবে এত অহঙ্কার?

২০

কি ফল ফলিবে মানী, এমানপাদপে
কল্পতরু সম জ্ঞান কেন এ বিটপে
তার আলবালে, জীবন সিঞ্চিলে
শুখাইল শাখা শেষে,
কিম্বা পরিণত বিষে,
কেন তবে মাতিছ হরিষে?

২১

ভীম রূপে মেঘমালা গগনে বিচরে
কাঁপায়ে পরাণ গর্জ্জে ঘন ভীম স্বরে
অমনি হঠাৎ ভূমিতে নিপাত,
গড়াগড়ি ধরাতলে,
মানবে শিখাবে বলে
কেম তবে সম্পদে মাতিলে।

২২

উজলে সুন্দর কিবা, তটিনী হৃদয়,
সোণার বরণ অরুণকিরণ চয়;
নাহতে যামিনী, জলদ অমনি
আধারিল সে নদীমদ,
তেমতি জীবন হ্রদ
কেন তবে আহ্লাদে গদগদ?

২৩

ভাতিল পশ্চিম পুনঃ, ঘুচিল জলদ,
বিস্তারে গগণে বরি কিরণের মদ
রবি অস্তকালে, তটিনী কপালে
ক্ষণশোভা বিস্তারিল
হৃদি অমনি মানিল
কেন তবে জীবন সলিল ?

২৪

উজ্জল মাণিক শোভে যামিনী সুন্দরী,
ঝলমল করে রূপ হৃদয়বিকারি,
প্রভা হলো ক্ষীণ, রতন বিলীন,
গেল সুন্দর ভূষণ ;
হলো অমনি স্মরণ
কেন তবে বসন শোভন ?

২৫

ফলফুলে শোভে তরু, সুন্দর কাননে
শোভয়ে শীতল পাতা হরিত কিরণে
কুঠারি আঘাতে, পড়িল ধরাতে
অমনি আমার মন
বলে নিস্ফল জীবন
কেন তবে আপন আপন ?

২৬

অনল দহিল তাহা, দেখিনু নয়নে
উঠিল আকাশে ধুম, দেখিলাম মনে
ছাড়িয়া শ্মশান, করিল উত্থান

অনশ্বর দিব্যাকার
দরে গেল মায়াকার
কেন তবে মিছের সংসার-
সমাপ্ত।

স্বকীয় উন্নতি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কায়িক পরিশ্রম দেহাজীবগণের কোনক্রমেই অপকারক নহে, তাহারা যে অনন্য কর্ম্ম হইয়া কেবল শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকে এবং তন্নিবন্ধন মানসিক ও সাত্বিক গুণের অপনতি সাধন করে, তাহাই তাহাদের সম্পূর্ণ অপকারক। একদিকে অবকাশ বিলাসী যুবকগণ কায়িক পরিশ্রম ও পরসেবাজীবতা-রূপ লঘুতা উভয়ে চির সম্বন্ধ স্থির করিয়া শারীরিক পরিশ্রম একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং এই কারণ বশতঃই বাস্তবিক ব্যাপারে দিন দিন অনভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছেন; অপরদিকে নির্ধন কায়োপজীবীরা শারীরিক পরিশ্রমে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকিয়া একবারে অধিকতর সংখ্যায় বিদ্যারস বিবর্জিত হইয়া আসিতেছে। বিদ্যাচর্চ্চার সহিত বালকগণকে কিয়ৎ পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করাইতে অভ্যাস করাইলে এবং শারীরিক পরিশ্রমের সমভিব্যাহারে বিদ্যারস দ্বারা মনের উৎকর্ষ সাধন করিলে, এই জগৎব্যাপৃত অপকার পরিহার করা যাইতে পারে।

স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে পরিশ্রম করা যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা স্যার আইজাক্ নিউটনের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি অন্যান্য বালকগণ অপেক্ষা অনেকাংশে হীন বুদ্ধি ছিলেন, কিন্তু যন্ত্র ব্যাবহার বিষয়ে এরূপ যত্ন শীলছিলেন যে তিনি কেবল বাসগৃহের সংস্করণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, সময়ে সময়ে গাড়ি ও অন্যান্য যন্ত্রের আদর্শ প্রস্তুত করিতেন। এমন কি বয়োবৃদ্ধি হইলে তিনি বন্ধুগণের কাষ্ঠাশন ও অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতেন। স্মিটন ওয়াট ও ষ্টিপেন্‌সন্ ইহারা সকলেই মহোদয় স্যার আইজাক নিউটনের ন্যায় যন্ত্র নির্ম্মাণে লঘুহস্ত ছিলেন; এবং বোধ হয় এই জন্য প্রৌঢ়াবস্থায় এতদূর-কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যে সকল মহাত্মারা নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই বাল্যকালের শিক্ষা এতদ্বিধ।

যে সকল ব্যক্তিরা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া ক্রমশঃ উন্নত অবস্থায় উত্থিত হইয়াছেন তাহারা সকলেই বাল্যকালে হস্ত পদাদি সঞ্চালনের উপকার বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন। কৃতকার্য্যতার সহিত অধ্যয়ন করিবার জন্য শারীরিক শ্রম যে প্রয়োজনীয় ইহা ইলিহুবরট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কয়েকবার স্বাস্থ্য বৃদ্ধির বাসনায় বিদ্যালয় ও অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকার গৃহে পরিশ্রমে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আর এমম্ লিনেস্ বলেন যিনি উৎসাহ, পরিশ্রম ও পারিপাট্যের সহিত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তিনি মানসিক পরিশ্রমে সুখ্যাতি লাভ করেন। যিনি সাংসারিক ব্যাপারে পারদর্শী ধীশক্তি সম্পন্ন হইলে, মানসিক ব্যাপারে বিলক্ষণ দক্ষ হইতে পারেন; এবং বোধ হয় এই কারণ বশতঃ তাহারা শারীরিক পরিশ্রম বিমুখ ব্যক্তি বর্গ হইতে কাহাকেও কোনকালে উন্নত অবস্থায় অধিরোহণ করিতে দেখেন

নাই, কেবল যে সকল ব্যক্তি যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে দক্ষ, পরিশ্রমী ও যত্নবান তাহাদিগকে উন্নতাবস্থায় আরোহণ করিতে অবলোকন করিয়াছেন। মানসিক উৎকর্ষ সাধনের এই দুইটি প্রধান শত্রু—অধিক ও অনধিক পরিশ্রম! মানসিক পরিশ্রম ভিন্ন অন্যতর বিষয়ে নিযুক্ত থাকা মনের উৎকৃষ্টতা সম্পাদন বিষয়ে কখনই বিঘ্নকর নহে। উন্নত অবস্থার ব্যক্তি সমাজ নিরীক্ষণ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রমশীল, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও দেশ প্রয়োজনীয়।

কোন ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে হইলে উৎকৃষ্ট শারীরিক শক্তি ও ইন্দ্রিয়গণকে বলবান করা নিতান্ত অপহরণীয়। ব্যবহার জীব ও রাজনীতি বিশারদ ব্যক্তিমাত্রেরই পরিণত ধীশক্তি যেরূপ প্রযোজনীয়, উৎকৃষ্ট কণ্ঠধ্বনি ও সেইরূপ। ব্যবহার জীবগণকে, ব্যবসায়ের উচ্চতর সোপানে অধিরোহণ করিতে হইলেই ক্রোধপরবশ বিচারালয়কে নিরস্ত করিবার ক্ষমতা উপার্জ্জন করিতে হয়; নীতি বিশারদ গণ জন সমাকীর্ণ গৃহ মধ্যে বহুক্ষণ ব্যাপী ও অসহ্য ফল-জ্ঞান-বিলম্ব তর্ক বিতর্কের ক্লান্তি ও উদ্দীপনা সহ্য করিতে না পারিলে কখনই সুখ্যাতি ভাজন হয়েন না; এই জন্য সম্পূর্ণ রূপ কার্য্য করিতে ব্যবহারজীব হইলেও, সভাধ্যক্ষগণের শারীরিক সহনশীলতা ও অসাধারণ কার্য্য দক্ষতা নিতান্ত আবশ্যক।

লর্ড পামারষ্টেনর তরুণ বয়সের অসামান্য শ্রমশীলতা বহুকাল অবধি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। নৌকাচালন ধারণ ও উল্লম্ফন তাহার যৌবনকালের অহঙ্কারের বিষয় ছিল। তিনি যেমন ক্রীড়াকালে ক্রীড়ারামে অগ্রগণ্য হইতেন পার্লিয়ামেণ্ট নামক মহা সভায় তদ্রূপ অগ্রগণ্য হইয়াছেন। বুদ্ধিমান ও সাত্ত্বিক গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি শারীরিক শ্রমশীল ব্যক্তির অভ্যন্তরে

লুক্কায়িত থাকে। আত্মা শারীরিক ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কার্য্য করে। শরীর আত্মার আবাস, আস্থান ও আধান। উপকরণ দ্রব্য অনুসারে যেমন আলোকের গন্ধ নাসারঞ্জক ও জ্যোতিঃনয়ন সুখকর হয় সেই প্রকার আত্মা ইন্দ্রিয়গণের অবস্থানুসারে উত্তম বা অধমরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন বারি পাত্রের অনুগন্ধময়, আত্মা ও তদ্রূপ শরীরানু ফল প্রদায়ী।

অধ্যয়ন শীলগণের শরীর ভিত্তি প্রথমত দৃঢ়ভূত করা যেরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অভিনিবেষ স্বায়ত্ত করা তদ্রূপ অপরি হার্য্য। শ্রম সর্ব্ব জয়ী এই কথা সর্ব্বত্র সত্য, বিশেষতঃ বিদ্যার্জ্জন বিষয়ে ইহা সম্পূর্ণ অনৃত। যিনি সংগ্রহোপযোগী শ্রম করেন, বিদ্যার্জ্জন পথ তাহার নিকট চিরকাল মুক্তদ্বার; এই বিষয়ে অধ্যবসায়শীল ছাত্রগণ অতিক্রম করিতে পারে না এই প্রকার কোন বিঘ্নই লক্ষিত হয় না। চ্যাটার্টন বলেন, জগদীশ্বর আমাদের বাহু বিলক্ষণ দীর্ঘ করিয়াছেন, আমরা প্রসারণ করিবার শ্রম স্বীকার করিলেই অভিলষনীয় বস্তু লাভ করিতে পারি। সাংসারিক ব্যাপারের ন্যায় অব্যয়নেও উৎসাহই মূল। কেবল উতপ্ত লোহে আঘাত করিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে, আঘাত দ্বারা উহাকে উতপ্ত করা উচিত। "লোকে বলে সাহস যার সকল তার" যিনি অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে পারেন না, তিনি দগ্ধ করিতে অসমর্থ।

যাহারা সুযোগ পাইলেই অভিলাষ সিদ্ধি করিতে পারেন। অব্যবসার শীল ও উৎসাহ সম্পন্ন হইলে তাহারা যে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আলস্য পরায়ণেরা যে সময় বিভাগ অনায়াসে ব্যয়িত করেন প্রমশীল বুদ্ধি মানেরা তাহার সুনিযোগ দ্বারা বিলক্ষণ সকল-প্রযত্ন হয়েন।

ক্রমশঃ

কুমারী যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলিনী হইলেন। শোকে তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ, শ্রুতিপথ স্থিরীকৃত ও সর্ব্বশরীর স্বেদে অভিষিক্ত হইল। শোকে বালার এতাদৃশ অবস্থা অবলোকনে ইন্দ্রভূষণ সিংহ অন্তঃকরণে অতীব অনুতাপ পাইয়া সস্নেহে বলিলেন, "ভগিনি, ভীতা হইওনা" আশ্বাসিতা হও, আমার প্রতি এই অভিযোগ হইয়াছে, আমি ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিব, কিন্তু মিথ্যা কহিব না। সত্যই বলিব, যদি নিতান্তই আমাকে এই হত্যার দণ্ড পাইতে হয়, আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রযত্ন করিতে বাধিত হইব। "কুমারী ব্যাগ্রতা সহকারে বলিলেন, "আপনার এ বিবেচনা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না, অশুভ ঘটনার পুর্ব্বেই তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। আমার বিবেচনায়, এই রাত্রেই আমাদের পলায়ন করা বিধেয়। এক্ষণে আমরা পিতৃহীন; সহায়, ভরসা সকলি গিয়াছে; এমন কেহই নাই যে, দুঃসময়ে অনুকূল বাক্য দ্বারাও আপনার কিঞ্চিৎমাত্র উপকার করে। নবাব সায়েস্তাখাঁর নিষ্ঠুর প্রকৃতি স্মরণ হইলে, ভয়ে হৃদয় কম্পিত হয়। তিনি যেরূপ অহঙ্কারী, স্বার্থপর ও নির্দ্দয়, তাহাতে স্বীয় তনয়া ঘটিত কোন বিষয় জানিতে পারিলে, আপনার কিছুতেই নিস্তার নাই। খোজার হত্যার নিমিত্ত, আপনার নবাবপুত্রীর সহিত সন্দর্শন, সকলেই সহজে অনুভব করিয়াছে; এ বিষয় কখনই গোপন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অগ্রেই আত্মরক্ষার উপায় করা উচিত; এবং সেই উপায় কেবল একমাত্র পলায়ন। "ইন্দ্রভূষণ সহোদরার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে পলায়নে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক মৌনাবলম্বনে রহিলেন। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল ও নয়নযুগল বিকসিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "ভগ্নি, তুমি ইহা মনোমধ্যে কখনই স্থান দিও না যে, আমি জীবনভয়ে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিব। বিনশ্বর অকিঞ্চিৎকর জীবন রক্ষার্থ দণ্ড ভয়ে পলায়ন করিলে, আমি কোন সমাজেই সমাদৃত হইব না। মানব মণ্ডলীতে সম্পূর্ণ ঘৃণিত হইব। এরূপ ঘৃণিত ব্যক্তির জীবনে ফল কি? ঘৃণিত ব্যক্তির জীবন

কেবলমাত্র দেহভার বহনের কারণ। সায়েস্তাখাঁ এই অভিযোগের জন্য যদি নিশ্চয়ই আমার প্রতি গুরুতর দণ্ড বিধান করেন, সাধ্যানুসারে বীর্য্য প্রকাশ করিয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা করিব; নতুবা ঘাতকের কুঠারে মস্তকচ্ছেদন হইবে, তাহাতে বংশ মর্য্যাদার কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিচার গৃহ।

নবাবের সভাগৃহ মানবমণ্ডলীতে পরিব্যাপ্ত, দর্শকগণ ইন্দ্রভূষণ সিংহের বিচার সন্দর্শন মানসে উৎকণ্ঠিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রাজকুমার দণ্ডপ্রাপ্ত না হন. এই ইচ্ছা প্রায় সকলের হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রবল হইয়াছিল। শত্রু পক্ষেরা তাহার দোষ সপ্রমাণ করিবার জন্য অপ্রকাশ্যরূপে উদ্যোগী ছিল। কুমার যোদ্ধৃবেশে নবাবের সম্মুখ-ভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন, অভিমান ও ক্ষোভে তাঁহার অন্তর্দাহ হইতে ছিল।

নবাব পুত্রী নবানুরাগ বশতঃ অধৈর্য্য হইয়া, বিচার দেখিবার জন্য গবাক্ষ সমীপে দাঁড়াইলেন। পিতা কি দণ্ড প্রদান করেন, এই ভয়ে তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল।

নবাব। (নয়নভঙ্গি করিয়া) "কেমন সেনাপতি, তুমি আমার উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলে?"

কুমার। (নির্ভীক চিত্তে) "হাঁ প্রবেশ করিয়াছিলাম।"

নবাব। "যখন অন্তঃপুরচারিণীগণ উদ্যানভ্রমণে গিয়াছিল, তখন তুমি কেন উপবনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলে?

ইন্দ্রভূষণ। "আমি জানিতাম না যে, তাঁহারা উপবন বিহার করিতে আসিয়াছেন।"

নবাব। "খোজা রোমজানি খাঁকে হত্যা করিয়াছ?

ইন্দ্রভূষণ। "করিয়াছি।

নবাব। 'কেন করিলে?

ইন্দ্রভূষণ। "রোমজানি খাঁ আমাকে দর্শন করিবামাত্র অসি উদ্যত করিয়া, আঘাতের উপক্রম করিয়াছিল; আমি প্রথমে অনুনয় করিয়া পশ্চাতে ভয় প্রদর্শন করাইলাম, কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে আত্মজীবন রক্ষার নিমিত্ত তাহাকে আঘাত করিয়াছি। আততায়ী সর্ব্বথা বধ্য, আততায়ীকে বধ করিলে কিছুমাত্র পাতক হয় না।"

নবাব। (অন্তঃক্রুদ্ধ হইয়া) "এক্ষণে তুমি সম্পূর্ণ দণ্ডার্হ হইয়াছ, কিন্তু তোমার পিতৃকৃত উপকার স্মরণ করিয়া, হত্যার সমুচিত দণ্ডপ্রদান করিতে অভিলাষ হইতেছে না। তুমি বালক, সেনাপতি পদের উপযুক্ত নহ; সৈন্যাধ্যক্ষ পদের সম্মানসূচক যে অস্ত্রধারণ করিতেছ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর, এক্ষণে পদচ্যুত হইলে। তোমার বাল্য সুলভ ঔদ্ধত্যাদি দোষের পরিপাক হইলে পুনর্ব্বার বিবেচনা করিব।"

ইন্দ্রভূষণ। অস্ত্রপরিত্যাগের আদেশ শ্রবণমাত্র ক্রোধে অস্থির হইলেন। সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, নয়নযুগল আরক্ত বর্ণ হইল।

নবাবপুত্রী তাঁহার ক্রোধের চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া, ভয়ে অভিভূতা হইলেন। তিনি নিশ্চয় জানিয়াছিলেন, পিতা কোন রূপে ক্রোধের চিহ্ন অনুভব করিতে পারিলে, তাঁহার আর নিস্তার নাই; যেহেতু পিতা কাহারো গর্ব্ব কিম্বা তেজ সহ্য করিতে পারেন না। পিতার কুটিল ও ক্রূরস্বভাব বিশেষরূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম ছিল।

ইন্দ্রভূষণ। (অতিকষ্টে ক্রোধবেগ সম্বরণ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন) "যদি আপনার বিচারানুসারে দণ্ডার্হ হইয়া থাকি, তবে দণ্ড প্রদান করিতে প্রস্তুত হউন, আমার পিতৃকৃত উপকার স্মরণ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, আমার প্রতি উচিত দণ্ড প্রদান করিবার

অনুমতি হউক। অস্ত্রহরণ করিয়া বংশের অবমাননা করিবেন না। অস্ত্র রাজপরিচ্ছদের প্রধান অঙ্গ, ইহা আমরা বংশপরম্পরায় ধারণ করিতেছি। যখন রাজপুত্রবংশের রাজ সম্মান বিলুপ্ত হইবে, তখনই অস্ত্রপরিত্যাগের আদেশ সম্ভাবিত হইতে পারে; অধিক কি, দিল্লীশ্বরও রাজপুত্রবংশের অস্ত্রহরণ করিতে ক্ষমবান হয়েন না।"

এই গর্ব্বযুক্ত বাক্য শ্রবণে দর্শকগণের অন্তঃকরণ ব্যথিত হইল। তাহারা সকলেই ইন্দ্রভূষণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তৎকালে সভাস্থ সকলেরই বিবেচনা হইল, সেনাপতি আপনার মৃত্যু ইচ্ছাপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন আর নিস্তার নাই, নবাব কখনই এ গর্ব্ব সহ্য করিবেন না। ইন্দ্রভূষণ বুঝিয়া ছিলেন, সম্পূর্ণরূপে বিনয় করিলেও অস্ত্র রাখিতে পারিব না, কেন অকারণ অনুনয় করিয়া, কাপুরুষত্ব প্রকাশ করিব।

সায়েস্তা খাঁ চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রভূষণ সাবধান! সাবধান! আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া যাহা আদেশ করিয়াছি, তাহার আর অন্যথা হইবে না। যদি আপনার মঙ্গল বাসনা থাকে, তাহা হইলে সাবধান হইয়া বাক্য প্রয়োগ করিও। আমার আজ্ঞার অপ্রতিবিধেয়তা স্মরণ করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিও।"

ইন্দ্রভূষণ। (সগর্ব্বে) "সকলই স্মরণ আছে, আপনার স্মরণ করিয়া দিবার প্রয়োজন হইতেছে না। কিন্তু কদাচই অস্ত্র পরিত্যাগ।—

এই বাক্য অর্দ্ধ নির্গত হইতে না হইতেই সায়েস্তখাঁর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, মুখমণ্ডল দুর্নিরীক্ষ্য হইল। "সেনাপতি মহাশয় অস্ত্র পরিত্যাগ করুন, অস্ত্র পরিত্যাগ করুন, আমি আপনার নিতান্ত অনুগতা আমি বিনয় করিতেছি, বিতণ্ডা করিবেন না" এই শব্দ সভাস্থ সকলেরই কর্ণগোচর হইল, অনেকেরই বোধ হইল যে উহা রমণীর কণ্ঠস্বর। বস্তুত এই ধ্বনি অন্তঃপুরের গবাক্ষ ভেদ করিয়া বিনিঃসৃত হইয়াছিল। তৎকালে প্রায় সকলেরই দর্শনেন্দ্রিয় ঐ গবাক্ষোপরি অর্পিত হইল। নবাব ক্রোধে অধীর হইয়া অন্তঃপুরের প্রতি তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

কিন্তু ক্রোধ সংযত করিবার তাঁহার এরূপ অভ্যাস ছিল, যে তিনি তৎক্ষণাৎ লোকনিন্দাভয়ে ক্রোধবেগ উপশম করিলেন।

ইন্দ্রভূষণ সিংহ দর্শকমণ্ডলীর হৃদয় ক্ষেত্রে বিস্ময়রসে অভিষিক্ত করিয়া নবাবের আদেশ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সভাগৃহ হইতে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন; চারিজন প্রহরী নবাবের ইঙ্গিত ক্রমে অসি উদ্যত করিয়া, তাহার গমন পথ অবরোধ করিল। তিনিও অসি নিষ্কোষিত করিয়া, আপনার পথ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। এই অসীম সাহসের কার্য্য সন্দর্শন করিয়া সভামণ্ডল হইতে একমাত্র ইন্দ্রভূষণের প্রশংসাবাদ সমুত্থিত হইল।

সায়েস্তাখাঁ তদ্দর্শনে অতীব কুপিত হইয়া তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। এই আদেশ মাত্রতঃ অন্যূন পঞ্চদশ সশস্ত্র পুরুষ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। ইহাতে কুমারের কিছুমাত্র উদ্যম ভঙ্গ হইল না। তাঁহার অতি প্রিয় অনুগত কতিপয় সেনানী নবাবকে উপেক্ষা করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাহায্যার্থে সমরাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইল। ক্ষণকাল মধ্যে প্রায় সকলেই সমরশয্যায় শয়ন করিল, পঞ্চদশ পুরুষের মধ্যে তিনজন মাত্র জীবিত ছিল, কিন্তু তাহারাও আহত হইয়া রুধিরস্রাবে হীনবল হইয়া ছিল। ইন্দ্রভূষণ চারিজন সেনানীর সাহার্য্যে গমন পথ পরিষ্কার করিয়া নবাবের ভুজবীর্য্যের বহির্নিঃসৃত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুতাপ।

নবাব যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "একজন বালক সেনাপতির নিকটে আমি পরাভূত ও

অপদস্থ হইলাম! এরূপ প্রভুতা নাই যে এক বালককে দণ্ডপ্রদান করিতে পারি। আমার ক্ষমতা কি একবারে বিলুপ্ত হইল? এক্ষণে এই অপকারীকে না সহকারীর সহিত দণ্ড প্রদান করিলে, পুত্রের নিকটে কিঞ্চিন্মাত্র প্রভুতা থাকিবে না। হা জগদীশ্বর! এক বালক আমার অপ্রতিহত প্রভাব বিনষ্ট করিল। এই অনুতাপ ও ক্রোধে দগ্ধ হইয়া সেনাপতিকে পুনর্ব্বার করকবলিত করিবার উদ্যম করিলেন। কুমার সভাভবন হইতে নির্গত হইয়া পিতৃ সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দীনতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া আক্রমণ নিবারণের উপায় করিতে লাগিলেন? সেই দিবস তৃতীয় প্রহরের সময়ে সহস্রাধিক এক দল সৈন্য, রাজপুত সেনার উপর আক্রমণ করিল। ইন্দ্রভূষণ সিংহ অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া যবনদিগের আক্রমণ সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ফল করিলেন। মোগল সৈন্য হত, আহত ও ভগ্নোদ্যম হইয়া দূরীকৃত হইল। রাজপুত সেনা জয়োল্লাসে দুরাক্রম্য হইয়া নগর প্রবেশের উপক্রম করিল। বস্তুতঃ কতিপয় সৈন্যাধ্যক্ষ নবাবের সম্পত্তি লুঠ করিয়া স্বদেশে গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইল। তৎকালে বহুতর হিন্দুসেনা রাজপুত সৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া নবাবের বিরুদ্ধে অসি, চর্ম্ম ও শূল প্রভৃতি ধারণ করিতে লাগিল। ফলতঃ সায়েস্তাখাঁ পূর্ব্বেই হিন্দুসমাজে অতি গর্হিতাচরণ করিয়া বর্ত্তমান বিপদের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন। অতিমাননীয় বৈশ্যবংশ সম্ভূত দুই জন যুবার প্রতি বল প্রকাশ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম বিনাশ করিয়া উভয়কে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। যুবাদ্বয় স্বধর্ম্মবিনাশজনিত অনুতাপ ও ক্ষোভে তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা অপবিত্র দেহ বিদীর্ণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

এই শোকাবহ ঘটনায় হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে প্রায় সকলেরই নবাবের প্রতি সম্পূর্ণ বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সায়েস্তাখাঁ পূর্ব্বে হিন্দু প্রজাদিগের প্রভূভক্তির ব্যতিক্রম কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহারা এক্ষণে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অপ্রকাশ্যরূপে নবাবের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে বাধিত হইল। তখন সায়েস্তাখাঁর নয়ন উন্মীলিত হইল,

তিনি বিচারশক্তি দ্বারা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা বর্ত্তমানবৎ দেখিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবি বিপৎপাতের কোনরূপ প্রতীকার দৃষ্ট হইল না. অনুতাপ, ভয়, ও ক্রোধে এককালীন তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র আক্রমণ করিল, সে সময়ে তিনি আর কোন প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না, সন্ধ্যার অব্যবহিত পর ক্ষণেই অতিশয় বিমনায়মান হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ক্রুদ্ধ ও দুশ্চিন্তা পরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে যেরূপ শান্তিলাভ সম্ভবে না ঐ রজনীতে তাঁহারও শান্তিলাভ হওয়া সুকঠীন হইল।

রজনী সার্দ্ধেক প্রহরগত হইলে জয়োল্লোষিত রাজপুতেরা পরস্পর কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া নগর লুণ্টনের উদ্যম করিল।

ইন্দ্রভূষণ সিংহ সেনানীদিগের অভিসন্ধি অবগত হইয়া দ্রুতগতি অশ্বারোহণে তাহাদের গমনপথ অবরোধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হে রাজপুত বংশ মর্য্যাদকগণ! তোমরা অবিলম্বেই এই ঘৃণিত অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও, এরূপ কুকার্য্য দ্বারা রাজপুত কুল দূষিত করা বীরপুরুষদিগের কর্ত্তব্য নহে, বিশেষতঃ ইহাতে তোমাদের একান্ত প্রিয় চিকীর্ষু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা, দিল্লীশ্বর আরঞ্জেবের ক্রোধোদ্দীপণ করিয়া প্রবল বিপক্ষ বৃদ্ধি করা কি মঙ্গলদায়ক? বস্তুতঃ বাদসাহের সহিত শত্রুতা করা আমাদের কখনই কর্ত্তব্য হইতেছে না, আমার আদেশানুসারে এক্ষণে এই অপকৃষ্ট অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও।"

সেনাপতি অমর সিংহ কুমারের বচনাবসানে দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন, "ইহা আপনার উপযুক্ত অনুজ্ঞা হয় নাই, রাজপুতেরা অদ্যাপি কেহই বাদসাহের সর্ব্বকষ প্রভুত্ব স্মরণ করিয়া কোন কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই, যাহা হউক, যখন আপনি এবিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন না, তখন আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিবার প্রয়োজন নাই"। সাহসী সেনানী এই কহিয়া শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলে অন্যান্য সকলেই তাঁহার অনুগমন

করিল, রাজকুমার লজ্জিত হইয়া অপ্রতিভের ন্যায় একাকী স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বকুলকুঞ্জ।

নগরীর পূর্ব্বাংশে রাজপুত সেনাদিগের বাসের নিমিত্ত বহুতর শিবির সন্নিবেশিত ছিল। ঐ শিবির শ্রেণীর মধ্যস্থল সুদৃশ্য প্রাসাদ পরিশোভিত প্রণালী ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত সুরভি কুসুমযুক্ত তরুরাজি দ্বারা উপশোভিত উদ্যান দর্শকগণের প্রীতি উৎপাদন করিতেছিল, মধুকরেরা নিরন্তর কুসুম মধুপানে প্রমত্ত হইয়া গুণ গুণ রবে গুণময়ের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, জলচর বিহঙ্গকুল জলবিহার করিয়া শ্রান্ত হইতেছে, তীরস্থিত তরুগণের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে যেন সরসি মধ্যে দ্বিতীয় উদ্যানের প্রকাশ পাইতেছে, জলবিহারী বিহঙ্গেরা যেন স্থলচর পক্ষিদিগের প্রতি ক্রোধবশতঃ বেগে পতিত হইয়া মিথ্যা দৃষ্ট তরুশাখাস্থিত বিহঙ্গের প্রতি ধাবমান হইয়া নিমগ্ন হইতেছে, এবং শাখাস্থিত পক্ষিরা উড্ডীন হইলে তাহাদের অনুসরণক্রমে জলরাশি হইতে উত্থিত হইতেছে।

ইন্দ্রভূষণ সিংহ সহোদরার সহিত জলচর বিহঙ্গকুলের ভ্রমাত্মক ক্রোধের কার্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে সরোবরের দক্ষিণপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

বসন্তকুমারী কহিলেন, "স্ব স্ব অধিকার রক্ষার নিমিত্ত কীট পতঙ্গ সকলেই পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে, জলচর পক্ষীরা সরসিমধ্যে স্থলচরের আশঙ্কা করিয়া কোনরূপে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না।"

শুনিল সঙ্কেত-বাণী——হাসিল অধর—
একক্ষণে মিলিবেক নাগরী নাগর।
হ'ল তাহা গত—আর প্রেমিক দম্পতী
আলিঙ্গিত প্রেমভরে—মধুর মূরতি!

৮

এখন কি তাহাদের মনের ভিতর
আছে গো এ ধরণীর পদার্থ নিকর?
দেখে কি তাহারা আর সময়ের গতি,
দেখে কুলুরবে বহে স্রোতস্বতী সতী?
সেই আধ-মুকুলিত লোহিত অধর,
আধ নিমীলিত আঁখি, প্রফুল্ল অন্তর,—
আর কি তাদের মাঝে আছে বসুমতী,
এখনো সামান্য চিন্তা ঘেরে আছে মতি?
ডুবুক পৃথিবী দেবী প্রচণ্ড প্রলয়ে,
বহুক প্রবল বায়ু ঘোর ভীম হয়ে,
চারিদিকে একাকার, হাহাকার রব,
আকর্ষিতে পারে মন এখনো সে সব?
কি সুখেই আছে দিয়ে অধরে অধর!
কি সুখেই ভাসে আজি তাদের অন্তর!

মনোহর শরদের শশধর কর,
মনোহর বসন্তের কোকিলের স্বর,

মনোহর নিদাঘের ফুল সমুদয়,
মনোহর চারুতনু ইন্দ্রধনুচয়,
মনোহর শারদীয় শ্যামল গগণ,
মনোহর প্রভাতের নবীন তপন,
মনোহর সরসীর কিশলয়-শোভা,
মনোহর প্রদোষের প্রভা মনোলোভা,
মনোহর বাসবের নন্দন কানন,
মনোহর বসুধার রাজসিংহাসন,
মনোহর অমিত্রের উরস শোণিত,
মনোহর মনোমত বান্ধবের হিত,
মনোহর বিদ্যাদেবী বিনোদিনী বিভা,
মনোহর সুকোমল শয্যা ফেণ নিভা,
মনোহর কল্পনার বিনোদ-বদন,
এদের চেয়েও হায়, প্রেমের মিলন!

৯

যে যৌবনে হেন সুখে সুখী হয় মন,
ললিতের সে যৌবন আগত তখন।
মানসে নবীন তেজ, উৎসাহ প্রবল,
নয়নে উজল জ্যোতি, শরীর সবল।
কিন্তু বয়সের সহ তাহার বদন
ধরিল বিষাদময় আঁধার বরণ।
থাকিত ললিত একা নিরানন্দ চিত,
কহিত না কথা বেশি কাহারো সহিত।

কখন নয়ন জলে ভাসিত বদন,
আপনি আপন পরে কভু জ্বালাতন;
কখন প্রফুল্ল মুখে প্রসারিত কর,
করিবারে আলিঙ্গন বুকের উপর;
কাহারে করিবে? তথা আর কে থাকিত?
তবে কি ভাবনা বশে এমন হইত!

যখন তাহার ছিল কিশোর শৈশব,
শুনিয়াছে এ নাগর প্রণয়ের রব;
পেয়েছিল মনোমত প্রিয়া মনোহর,
মিলে নাই ভাগ্যক্রমে চিরেপ্সিত কর।
ফুরায়েছে নবীন প্রেমের সেই দিন,
সুখের কাহিনী মনে জাগে অনুদিন!
যখন আনন্দে ধরি প্রেয়সীর কর,
চলিয়াছে ছয় ক্রোশ উল্লাস অন্তর;
রাঙিয়াছে চারুমুখ তপন কিরণে,
তবুও অসুখ কোন ভাবে নাই মনে;
কহিতে অন্তর কথা হ'ত সুখবোধ,
ভাবিত অসুখ, হ'লে সেই সুখরোধ;
যখন নবীন প্রেমে হৃদয় নবীন,
সেই একদিন গেছে, এই এক দিন!

১০

সে সুখের দিন আজি এখন কোথায়!

কোথা সে মিলন সুখ, সে প্রণয়, হায় !
কোথায় এখন সেই প্রেমে গলাগলি,
অনুক্ষণ বিলোকন, পূর্ণ কোলাকুলি।
সেই প্রেম বিকসিত লোচন-বিস্ফার,
আনন্দ উদ্বেল হাসি প্রফুল্লতা সার ;
এখন সে সব, হায়, কোথায় গিয়েছে !
হায় ! সে স্বপন সুখ কোথা পলায়েছে !

নির্জন কানন মাঝে দাঁড়ায়ে দুজনে,
হরিণের চারু আঁখি হেরিছে নয়নে।
একবার সে নয়ন করে দরশন,
পুনরায় পরস্পর মুখ বিলোকন।
নয়নে নয়ন পড়ে—মধুময় হাসি—
অমনি বরষে মনে অমৃতের রাশি।
মুখে কথামাত্র নাই, গলা ধরাধরি,
দাঁড়ায়ে প্রেমিকদ্বয়, অপ্সর অপ্সরী।
এমন পবিত্র প্রেম কখনো কি হয় !
এমন শৈশব প্রেম ভুলিবারো নয় !

তুলিয়ে গোলাপফুল বিকেল বেলায়,
যতনেতে পরাইত তাহার খোঁপায়;
চিবুক ধরিয়ে "দেখি, কেমন হয়েছে ;
আমরি, তোমার মুখ কেমন সেজেছে।"
যাইত অমনি বালা জননী সদনে,

দেখাত কেমন শোভা হয়েছে বদনে।
যবে এই ভাবে সেই করিত গমন,
যত দূর চোক্ যেত করিত দর্শন।
হাসিত নাগরী, আর নাগর হাসিত,
অথচ তাহাতে শিশুপ্রেম বিরাজিত ;
শরীরের নাম গন্ধ ছিল না কখন,
শরীরেরো সুখ দোহে জানে না তখন।
এবে সে সুখের দিন কোথায় গিয়েছে !
হেন সে নেশার ঘুম কোথা পলায়েছে !

১১

ধরাতে সকল সুখ উঠেছে তাহার,
সুখ যেন তার মুখ হেরিবে না আর।
প্রাণ তার ভাল থাকে বরঞ্চ বিজনে,
বিহরিতে নাহি চায় মানব ভুবনে ;
করেছে সিদ্ধান্ত স্থির নিজ মনে মনে,
দেখিবে না এজনমে শঠতা আননে।
মিশে বটে নরসনে মৌখিক উল্লাসে,
দেখায় তাদের সনে থাকা ভালবাসে,
কিন্তু তার হৃদয়ের মণিময় ঘরে,
বিরাগ-ভুজঙ্গ বিষ সতত উগরে।
হাসে বটে দেতোহাসি মানুষ সকাশে,
দিবা-দীপ শিখা তাহে বিষাদ প্রকাশে।
নবীন কিশোর কালে হইয়ে বঞ্চিত,

তাহার হৃদয় শ্বেত হয়ে কলঙ্কিত,
বাসে না সে কখনই বন্ধুর প্রণয়,
বন্ধুসম জগতে কপট কেহ নয়!

দেখেছে সে নিজনারী পরবরপাশে,
দেখেছে সে তাহাদের কুসুমউল্লাসে,
প্রেম সুখে একেবারে হয়েছে বঞ্চিত,
সতত যেপেছে কাল হয়ে বিষাদিত,
তখন ও শঠতার বিষমাখা শর,
বিদারিত করে নাই তাহার অন্তর।
ভাসিতে সে ছিল বটে অকূল পাথারে,
পেতেছিল কষ্ট বটে তরঙ্গ মাঝারে,
তখনও ছিল তার নবীন সহায়
একমাত্র বন্ধু প্রেম, তাও গেল, হায়!
কাতর হইল যুবা পড়ি খলকরে,
একেবারে জ্বালাতন হইল অন্তরে!
প্রাণ করে আয়ঢাই, গিয়েও না যায়,
যেন সেই আর জ্বালা সহাইতে চায়;
তখন ও একামাত্র তুমি, হে প্রণয়,
মধুর মোহন বেশে তুষিতে হৃদয়।

১২

অভাগা কপালে পুন বিরস ঘটন,

রূপসীর সনে তার হইল মিলন।
সে বদন লাজ বটে দেয় চন্দ্রমায়,
কিন্তু নহে তাহা, যাহা তার মন চায়।
সে বদন ধরে বটে রবির কিরণ,
উজল হয়না তাহে কিন্তু তার মন।
সে বদন বহে বটে মৃদু সমীরণ,
কিন্তু তাহে উচ্ছলিত হ'ত না কখন
বিষাদ পূরিত তার হৃদয় সাগর,
খেলিত না আহ্লাদের লহরী নিকর।
যাহারে চিন্তায় কভু শয়নে স্বপনে
দেখে নাই, কখনও করে নাই মনে;
এ জীবনে হেরে নাই যাহার বদন,
কহে নাই যার সনে প্রেমের বচন,
দেখে নাই, শুনে নাই, কেমন সে মন;
তাহারি সনেতে হায়, হইল মিলন?
বুঝিতে পারিনা, বিভো, তোমার হৃদয়,
তোমাকেও দোষী ভাবা যুক্তিযুক্ত নয়!!

যবে সে ললিত বালা লাজুক নয়নে,
বসিবে তাহার সনে সহাস আননে;
বাজাইবে ছড়ী তার হৃদয় বীণাতে
চাহিবে তাহার সনে সঙ্গীত মিলাতে;
তখন কি কোরে, বিধি, বাজিবে সে বীণা,

কি করে তাহার সনে মিলিবে নবীনা!

ধরায় অতুল সুখ প্রেমের চুম্বন,
যদি সেই প্রেম হয় প্রেমের মতন——
তুমি মম, আমি তব, যদি তাই হয়,
তবে আর এজগত আর কারো নয়!——
যদি কভু এধরাতে থাকে কোন সুখ,
যদি কভু দেখা যায় তার হাসিমুখ;
বিষাদ-সাগরে যদি থাকে কোন দ্বীপ,
আঁধার আগারে যদি জ্বলে কোন দীপ,
তবে বসুমতী-মাঝে আছে এক ধন,
প্রেমের চুম্বন তাহা প্রেমের চুম্বন!
প্রণয় প্রফুল্ল মনে যবে সে সুন্দরী
চুমিবে অধর, তারে আলিঙ্গন করি;
তখন কি কোরে, ওগো জনক জননী,
প্রণয়ের প্রতিদান পাবে সে রমণী!

যে ভ্রমর এশেছিল কমলের মধু,
ভেবেছিল হ'ব আমি এ কমল বঁধু;
ভাল বেসেছিল তারে প্রাণের সমান,
যেন ইহা বিনা বৃথা হবে মান প্রাণ,
তুষিবে কি কোরে তাহে, অয়ি কর্ণিকার,
কি কোরে করিবে বশ হৃদয় তাহার!

বিরহিণী।

প্রেমকাব্য।

"আবার গগণে কেন সুধাংশু উদয় রে।"
করেতে বিচ্ছেদ বান, লয়ে অতি খরসান
হরিতে অভাগা প্রাণ, আসি দেখা দেয় রে।
গগণ মাঝারে কেন আসি দেখা দেয়রে।
হৃদয় রতন বুঝি এত দিনে যায় রে।
"আবার গগণে কেন সুধাংশু উদয় রে॥"

সুধাংশুর অংশু মালা বিষসম লাগে রে।
সুশীতল সুধাকর, হ'লরে অনলাকর
কেন হলো এ প্রকার, বুঝিতে না পারিরে।
এভাব কি ভাব কিছু বুঝিতে না পারি রে।
মন হরি মন চোর কোথা পলাইল রে;
সুধাংশুর অংশুমালা বিষসম লাগে রে॥

দুরন্ত বসন্ত এবে একান্ত বিমুখ রে।
সহকারে ককুঞ্জল, প্রেমে হয়ে ঢল ঢল
লয়ে নিজ দল বল, সঘনে ডাকিছে রে!
কুহস্বরে মধুস্বরে সুখে ঝঙ্কারিছে রে।
প্রাণকান্ত যায় প্রাণ এসে ত্রাণ কর রে।
দুরন্ত বসন্ত এবে একান্ত বিমুখ রে॥

বসন্তে ধরিত্রী দেবী আহা কি শোভিছে রে।
মল্লিকা, মালতী, যাঁতী, লয়ে ফুল নানা জাতি
হরিষে প্রকৃতি সতী, মরি কি সেজেছে রে।
মলয় হিল্লোলে কিবা সুখেতে নাচিছে রে।
এসহে হৃদয় নাথ হৃদয় বিরাজ রে।
বসন্তে ধরিত্রী দেবী আহা কি শোভিছে রে॥

রতি পতি রতি সনে সুখে বিহারিত রে।
পাইয়া অবলা বালা, সঙ্গে করি কামকলা
কামায়ুধ কত জ্বালা, দিতেছে দিতেছে রে।
থাকি থাকি ফুলবাণ সঘনে হানিছে রে।
কোথাহে জীবনকান্ত জীবনান্ত হয় রে।
রতি পতি রতি সনে সুখে বিহারিত রে॥

আর যে সহেনা প্রাণে বিরহ দহন রে।
বিচ্ছেদ কাল ভুজঙ্গ, হেরি হতেছে আতঙ্ক
প্রেমিক মত্ত মাতঙ্গ, আস্ফালন করিছে রে।
প্রেমানন্দে কত সুখে হেরনা ভ্রমিছে রে।
বিরহ-বিকার পথ্য আসি কান্ত দাওরে।
আর যে সহেনা প্রাণে বিরহ দহন রে॥

বিরহ বিধুরা বালা আর কত সবে রে।
প্রেমে মত্ত নিশামনী, লয়ে কুমুদিনী ধনী,

অনাথিনী পাগলিনী বিরহিণী মরে রে।
ঝর ঝর বারি ধারা দুনয়নে ঝরে রে।
এস কান্ত, প্রাণকান্ত, সুপ্রশান্ত কর রে।
বিরহ বিধুরা বালা আর কত সবেরে॥

বিচ্ছেদ রূপিনী কাল-ভুজঙ্গিনী গ্রাসে রে।
দারুণ বিরহ কাল, নাহি মানে কালা কাল
ফণীরূপ ধরে কাল, ফণা বিস্তারিয়ে রে;
আসিছে গ্রাসিতে ওই ফণা বিস্তারিয়ে রে।
গুণমণী ভুজঙ্গিনী হতে ত্রাণ কর রে।
বিচ্ছেদ রূপিনী কাল ভুজঙ্গিনী গ্রাসে রে॥

পিরীতের রীতি এই কেনা বল জানে রে।
যে যাহারে ভাল বাসে, সে তাহারে ভালবাসে
ভালবাসা বাসা আগে, উভয়েতে ভ্রমে রে।
নাগর নাগরী সনে হৃষ্ট মনে রয় রে।
প্রেমে মেতে প্রেমানন্দে প্রেমালাপ করে রে।
পিরীতের রীতি এই কেনা বল জানে রে॥

জীবন হরিণী তনু বন ছাড়ি যায়রে।
বিহনে প্রাণের পতি-(অবলা গণের গতি)
কেমনে সরলা সতী, জীব ধরি রবে রে?
তুষানলে মনানল করিব শীতল রে।

এস নাথ দয়া করি শেষ দেখা করি রে।
জীবন হরিণী তনু বন ছাড়ি যায় রে॥

সে সুখের দিন আর এলনা এলনা রে।
কি সুখে নিকুঞ্জবনে, থাকিতাম নাথ সনে
প্রেম গদ গদ মনে, সুখে ভাসিতাম রে।
নিকুঞ্জ বেহারী সনে যেন শ্রীরাধিকা রে।
মাঝে মাঝে বংশী ধ্বনি সুস্বরে করিত রে।
সে সুখের দিন আর এলনা এলনা রে॥

নিশামণি নিরখিলে গুণমণি সনেরে।
রতিরে উপেক্ষা করি, প্রাণনাথ হাত ধরি,
এদিক ওদিক করি, সুখে ভ্রমিতাম রে।
সুগন্ধি প্রসুনমালা গলেতে পরিয়ে রে।
মনমত কতমত হাব ভাব করে রে।
নিশামণি নিরখিলে গুণমণি সনে রে।

স্মরিলে সে সব কথা বড় ব্যাথা পাই রে।
মৃদু মন্দ সমীরণে নাচিত লতিকাগণে
দেখাইয়ে জীবগণে কত সুখী তারা রে।
কত যে সুখেতে তারা আনন্দে নাচিছে রে।
নাথসনে হর্ষমনে কিসুখে হেরিতাম রে।
স্মরিলে সে সব কথা বড় ব্যাথা পাইরে॥

ক্রমশঃ।

জীবন স্বপ্ন।

একদিন নিদাঘকালে, দিনমণি ঊর্দ্ধমুখ করনিকর জলদ কালাপে বিস্তৃত করিলে, যখন ধরাতল অসারমুচিত আলোকময় হইয়া উঠিল; যখন প্রকৃতি মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে শান্তি শোভা পরিধান করিবার নিমিত্ত কর্ণ সুখকর নিশব্দে অনুজ্ঞা করিতে লাগিলেন; যখন বিটপমালা কৌতূহলাক্রান্ত সম্বাদ জিজ্ঞাসু সহোদরগণেরে তাহার অনুজ্ঞাবর্ত্তী মধুর বচনে বলিয়া দিতে লাগিল; যখন সমীরণ দুর্ব্বিষহ তপনতাপ দূরীকৃত করিবার বাসনায় সরোবরে গাত্র প্রক্ষালন করিয়া স্নিগ্ধ শরীরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন আমি সাংকৃত্য সম্পাদনও পরমপিতা পরমেশ্বরের আরাধনা করিবার অভিলাষে রেবাতীরে উপস্থিত হইলাম, সুধাংশুর শীতল কিরণে স্নিগ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, নীলময়ী তটিনীর মন্দ মন্দ হিল্লোল কল্লল দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনির্ব্বচনীয় সুখোৎপাদন করিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকই নিস্তব্ধ, আকাশে মেঘমালা মন্দ মন্দ সমীরণ তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল; হীরককায় নক্ষত্র বৃন্দ সংসারের শোভা সন্দর্শন করিবার জন্য আকাশ মার্গে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। বিহগ-গণ প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও অকস্মাৎ হৃদয়-বিকার-হারি-শান্তি ভাব নিরীক্ষণ পুরঃসর বিস্ময়-বদ্ধকণ্ঠ হইয়া বৃক্ষোপরি আসীন হইয়া রহিল।

এই সমুদায় অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় মধ্যে অসংখ্য ভাবনার উদয় হইতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম মনুষ্য জীবন কি অবাস্তবিক, এবং এই প্রকার চিন্তা পরতন্ত্র হইয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলাম মনুষ্য ছায়ামাত্র ও তাহার জীবন স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে আমি অকস্মাৎ অদূরবর্ত্তী ভূধরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম, জনৈক দিব-লোক-রূপরাশী বিভূষিত যুবক এক ক্ষুদ্রকায় বাদ্যযন্ত্র হস্তে করিয়া দণ্ডায়-মান রহিয়াছেন। আমি দেখিবামাত্রই তিনি অধরদেশে বীণা বিন্যাস করিয়া সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীত বিশুদ্ধ তানলয় পরিপূর্ণ মধুর নিনাদ এবং সেই মধুর নিনাদের অনির্ব্বচনীয় শ্রুতি-সুখদায়িনী ক্ষণে পরিবর্ত্ততা শ্রবণ করিয়াই আমার তাঁহাকে অবলোকন সম্ভূত ও অশ্রুত পূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এই প্রকার লোক প্রবাদ আছে, ঐ বিজন পর্ব্বতে দেবযোনিরা বিচরণ করিয়া থাকে, এবং সময়ে সময়ে নিকটগামী পথিকগণকে সুললিত সঙ্গীত দ্বারা আহ্লাদিত ও পরিতৃপ্ত চিত্ত করে। ইতি পূর্ব্বে অনেকেই সেই অমৃত-রসবর্ষী-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কখন সেই কুমার বিনিন্দিত গায়কে সন্দর্শন করেন নাই। তাহার সেই হৃদয় বিকারী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আমার মনে মনে তাঁহার সহিত কথোপকথন সম্ভূত রসাস্বাদনে বাসনা বলবতী হইয়া উঠিলে, আমি বিস্মিত নয়নে তাহার ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিস্ফারিত বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তখন তিনি হস্ত

সঞ্চালন পূর্ব্বক আমাকে নিকটবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত সঙ্কেতে আদেশ করিলেন। আমি দেবোচিত সম্মান পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে গমন করিলাম এবং তাঁহার হৃদয় মোহনকারী সঙ্গীত প্রভাবে নিতান্ত বশী-ভূত হইয়াছিলাম বলিয়াই, তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম তিনি সানুকম্প লোচনে আমাকে দর্শন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার আলোক সম্ভূত সততা তাঁহাকে অনতিবিলম্বেই আত্মীয় বলিয়া প্রতীয়মান করিল, এবং একবারেই আমার হৃদয় কন্দর হইতে সমুদায় ভয় ও চিন্তা নিরাকৃত করিয়া দিল। তদনন্তর তিনি আমাকে ভূমি শয্যা হইতে উত্তোলন করিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, দেবর্ষি আমি তোমার আত্ম কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছি, আমার অনুসরণ কর।

দেব-যোনি তৎপরে আমাকে সেই পর্ব্বতের উচ্চতম চূড়ায় লইয়া গেলেন, এবং তাহার শিখর দেশে উপবেশন করাইয়া বলিলেন, "সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর,এবং যে বিষয় তোমার নয়নগোচর হয়, আমাকে বল। আমি বলিলাম সম্মুখে এক বহু বিস্তৃত উপত্যকা এবং তথায় ভয়ানক বেগে ঘূর্ণায়মান তোয়নিধি সদৃশ জলরাশি দেখিতেছি তিনি কহিলেন,যে উপত্যকা দেখিতে পাইতেছ উহা দুঃখের উপত্যকা এবং তথায় যে জলরাশি দৃষ্ট হইতেছে,উহা অনন্ত স্রোতের কিয়দংশ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন ঐ নয়ন গ্রাহ্য জল-স্রোত একপ্রান্তে নিবিড় কুজ্ঝটিকা বিনির্গত হইয়া অপর প্রান্তে পুনর্ব্বার তৎসদৃশ ঘোর কুজ্ঝটিকায় বিলীন হইতেছে। তিনি উত্তর করিলেন,

তুমি যাহা অবলোকন করিতেছ, উহা কালাভিধান, অনন্ত সময়ের কিয়দংশ, তপন দ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে, এবং জগতের প্রারম্ভাবধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত তিনি বলিলেন নিরীক্ষণ করিয়া দেখ এই জলধির, উভয় পর্য্যন্তদেশে নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন, এবং ঐ জলরাশির মধ্যদেশে যে যে বস্তু তুমি অবলোকন করিতেছ, আমাকে বিদিত কর। আমি বলিলাম ইহার মধ্য ভাগে একটি সেতু বিস্তৃত রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছি। তিনি কহিলেন ইহা মনুষ্য জীবন, বিশেষ অনুধাবন পুরঃসর এই বিষয়ে বিবেচনা কর।

বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করিয়া আমি দেখিতে পাইলাম ইহা শতৈক ময়, তন্মধ্যে দশানুঅশিতিটি অভগ্ন দেহ ও অপর গুলি জীর্ণ ও পতনোন্মুখ।

আমি ঐ গুলি গণনা করিতে আরম্ভ করিলে, দেব-যোনি বলিলেন, প্রথমে ইহাতে একলক্ষ ছিল কিন্তু এক একবার প্রলয়কালে বহুসংখ্যক ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কেবল এই মাত্র অবিশিষ্ট আছে, এবং তন্নিবন্ধনই সেতুর এই প্রকারে ভগ্নদশা। তিনি পুনরায় বলিলেন বৎস! তুমি সেতুর উপরিভাগে কি অবলোকন করিতেছ। আমি উত্তর করিলাম সংখ্যাতীত মানবগণ ইহার উপর দিয়া গমন করিতেছেন, এবং ইহার উভয় পার্শ্বে একখানি কৃষ্ণবর্ণ জলধর দোদুল্যমান রহিয়াছে।

ক্রমশঃ।

মাসিক প্রকাশিকা।

৫ ——— ——সময় পাইলে
যতনে করিব কর্ম্ম কর্ম্ম-ক্ষেত্র মাঝে,
না করিব লাজ-ভয় নিষ্ফল হইলে।"

২য় খণ্ড।] অগ্রিম বার্ষিক ১।০ টাকা [২য় সংখ্যা।

গ্রাহকগণের প্রতি।

"মাসিক প্রকাশিকার নিয়ম নাই" এই কথা বলিয়া অনেক গ্রাহক মহাশয় আমাদের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন ; অনেকে এই জন্যই পুস্তক খানি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। আমরা এই দোষ অস্বীকার করি না, বরং গ্রাহক গণের নিকট পুস্তক প্রেরণ করিতে অতিশয় লজ্জা বোধ করি। কিন্তু মাসিক প্রকাশিকার নিয়ম নাই বলিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মূল্য প্রদানের নিয়ম নাই এই কথাটি ভুলিয়া যাওয়া উচিত হয় না। তাঁহাদের মূল্য দানের শৃঙ্খলতা থাকিলে 'মাসিক প্রকাশিকার' বিশৃঙ্খলতা থাকিত না। ছায়া কায়ানুবর্ত্তিনী ; অষ্টাবক্রের ছায়া কেমন করিয়া সরল হইবে ? গ্রাহক গণেরও যে পথ, আমাদেরও সেই পথ। আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছি বলিয়া, তাঁহারা আমাদের প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন না। লতা যে বৃক্ষ আশ্রয় করে তাহারই সদৃশ বক্র বা সরল হয়। গ্রাহক মহাশয়গণ এই প্রকার দোষারোপ করিবার পূর্ব্বে এই বিষয় স্মরণ রাখিবেন, কোন ভৃত্য জনৈক ধনাঢ্যের বাটিতে

মধ্যে মধ্যে উপঢৌকন লইয়া যাইত, কিন্তু কখনই পুরস্কার স্বরূপ এক কর্দ্দপকও পাইত না। সে ধনাঢ্যের ব্যবহার দর্শনে অতিশয় কুপিত হইল, এবং একদিন উপঢৌকন লইয়া যাইয়া, অতিশয় ক্রোধ ভরে চীৎকার করিয়া কর্কশ বচনে উপঢৌকন আনয়ন সংবাদ দিল। গৃহস্বামী অতিশয় বিরক্ত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং আসন হইতে উত্থিত হইয়া মৎস্যের পাত্র মস্তকে করিয়া বলিলেন দেখ, এই প্রকারে ভদ্র লোকের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। তিনি এই বলিয়া মৎস্যের পাত্র নামাইলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন, মহাশয় ওমুকব্যক্তি এই মৎস্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। ভৃত্য তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিল, তুমি পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ এই আটআনার পয়সা লইয়া যাও। ভদ্রতাভিমান মহোদয় আপনার ফাঁদে আপনি পড়িলেন, এবং তদবধি যে ব্যক্তি উপঢৌকন আনিত তাহাকেই পুরস্কার দিতেন। বোধ হয় মাসিক প্রকাশিকার বাহকগণ আর তিরস্কার সহ্য করিবে না।

অনেক গ্রাহক বিলক্ষণ সংসার ধর্ম্ম বুঝেন, তাঁহারা হাতে না রাখিয়া কোন কাজ করেন না, এক খণ্ড না পাইলে পূর্ব্ব খণ্ডের মূল্য দেন না। তাঁহারা মনে করেন মাসিক প্রকাশিকা তাঁহাদের /০ লইয়া কলিকাতা হইতে উদ্বাস্ত হইবে, এবং তাঁহাদিগকে এজন্মের মত দেউলা করিয়া যাইবে। যাঁহাদের ৪ চারি পয়সার জন্য এত কাতরতা, এত সাবধানতা, এত বিবেচনার খরচ তাঁহাদের পুস্তক পাঠ করিয়া উঠা অতি দুঃসাধ্য। সকলে অনায়াসে দিতে পারিবেন বলিয়া মাসিক প্রকাশিকার মূল্য /০ স্থিরীকৃত হইয়াছিল, এবং বোধ হয় মাসিক প্রকাশিকা তাঁহাদের মহামূল্য /০ আনার যথার্থ প্রতিশোধ করিয়া থাকে। এখন সময় মন্দ, লোকে তোষামোদ প্রিয়, এত স্পষ্ট বলিলে অনেকে চটিয়া লাল হইবেন। কিন্তু স্পষ্ট বলা আমাদের কাজ, আমরা স্পষ্ট বক্তা লোক। যথার্থ কথায় যার কোপ সঞ্চার হয়, তিনি ক্রোধ পরবশ ও বিবেচনা শূন্য।

মাসিক প্রকাশিকা নির্দ্ধন, কিন্তু অল্পেই সন্তুষ্ট, ইহা লাভের প্রত্যাশা করে না। এক্ষণে পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে ইহার উদ্দেশ্য কি? বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধন? না-তবে কি ব্যাগার খাটা? তাও কতক বটে, এবং ব্যাগার খাটা নয় কি তাহা গ্রাহক মহাশয় বুঝিতে পারেন। উদ্দেশ্য এই, অনেক চাপকান গায় বাবু সাহেবের গুঁতো গাঁতা খেয়ে যখন ত্রেতাযুগের বাসায় সুকোমল গাত্র ঢালিয়া দেন, যখন রসময়ী ঝি খরতর বেগে আসিয়া খেলোহুকায় তামাকু দেয় তখন তিনি কি করিবেন ভাবিয়া পান না। আমরা তখন তাঁহাকে এই মাসিক প্রকাশিকা খানি দিই। তিনি পড়ুন, হাঁসুন বা কাঁদুন বা আমাদের উপর রাগ করুন, যাহা তাঁহার অভিলাষ। যে গণ্ডমূর্খ বাবু ঋণগ্রস্ত হইবার ভয়ে জন্মেও কালির আঁকর পাড়েন না-যিনি বুড়ো বয়সে খোকার মত পোসাক করেন; যিনি সংগীতে সঙ্গত হৃদয় ও উন্মত্ত; যিনি অর্থপিশাচের ন্যায় সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য জাল করিবার উপায় ও বিষের আহরণ করিতেছেন;—যিনি অনাথ প্রজাগণকে পীড়ন করিবার বাসনায় চিটায় বাকী টানিবার জন্য পরামর্শ করিতেছেন এবং সকলি অন্ধকার দেখিতেছেন;-যখন তিনি চিন্তার জ্বালায় আকুল হন তখন আমরা এই চারি পয়সার পুস্তক খানি তাঁহার সম্মুখে ধরি যখন পোষ্য পুত্র গ্রহণের চিন্তা হৃদয় দ্বিভাগ করিল, যখন বারবনিতা বিলাস উন্মত্ত করিল; যখন সুরাবিক্রেতার সুধাময় বিলের সমন আসিল, যখনতাঁহার দৌরাত্ম জন্য প্রেয়সির অহিফেণ ভক্ষণের সমাচার আসিল

যখন বৈঠক খানায় বসিয়া সর্ব্ব শরীর অবসন্ন হইল, তখন আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করি। তাঁহাদের সন্তোষ সম্পাদনই আমাদের উদ্দেশ্য। যখন শনিবারে বাটী যাওয়া হইল না; হুকের ব্যাগ হুকেই রহিল; মনের আশা মনেই নিবাইল, যখন সাহেবের উপর অভিশাপ হইতে লাগিল, যখন পরাধীনতা যথার্থ ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইল, যখন প্রেয়সীর বেদনা ও বিধুবিনিন্দিত মুখ মণ্ডল নয়ন পথে উপস্থিত হইল, যখন দুই এক ফোঁটা করিয়া অশ্রু বহির্গত হইতে লাগিল, তখন মাসিক প্রকাশিকা সম্মুখে উপস্থিত। যখন পরসেবা নিতান্ত ঘৃণাজনক বলিয়া বোধ হয়, যখন, কি করিবেন স্থির করিতে করিতে কেরাণী, বাজার সরকার ও মাষ্টার মহাশয়েরা কাপড়ের দোকান হইতে হাঁড়ির দোকানে নামেন, তখন মাসিকপ্রকাশিকা তাহার কার্য্য সিদ্ধ করে। যখন দুঃখের কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে কেরাণী বাবুরা জলখাবার ঘরে একে একে প্রবেশ করেন, যখন তাঁহাদের দুঃখ রবে গৃহ বিদীর্ণ হয়, তখন আমাদের পত্রিকা উপস্থিত, পাঠ করুন; কিন্তু চারি পয়সায় এত কাজ হয় না। মাসিক প্রকাশিকা ঘরে বসিয়া বসিয়া কিছু বড় হইয়াছে অতএব কিঞ্চিৎ অধিক আহার করে।

অনেক দিন বসিয়া বসিয়া পত্রিকা আলস্য ত্যাগ করিতে বিলক্ষণ ইচ্ছুক, আলস্য রোগমূল এক্ষণে ইহার বিলক্ষণ প্রতীত হইয়াছে। পত্রিকার যেমন উদ্যোগ গ্রাহকগণের তদ্রূপ উদ্দীপনা থাকিলে পত্রিকার চীর জীবনের প্রতি অণুমাত্র সংশয় থাকে না। গ্রাহকগণ একবার বিবেচনা করুন যাহা পাইয়াছেন, তাহার মূল্য দিবার প্রতিবন্ধক কি আছে। এই রূপ বিবেচনা বশবর্ত্তী হইয়া বঞ্চনা করা কি ভদ্র লোকের কায? অনেক গ্রাহকগণ বিলক্ষণ ভদ্র, তাঁহাদের সাময়িকতার উপর নির্ভর করিয়া পুনরুত্থান করিলাম।

যদি কোন গ্রাহক বা পাঠক ইহাতে বিরক্ত হন তবে তাহা নিজের দোষ, কারণ আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা কোন প্রকারেই অন্যায় বা দোষার্হ নহে। তবে যে ব্যক্তি দোষী তাহার অন্তঃকরণ ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইতে পারে। তিনি বিরক্ত হউন আমরা কি করিব? তাঁহার মনানুযায়ী হওয়া আমাদের প্রকৃতি-সিদ্ধ নহে।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান (বড়মানুষ) নামধারী ধনিদিগের আচার ব্যবহার।

দেশ ও সমাজ সংস্কারের প্রধান অঙ্গ সদাচার এবং সদ্ব্যবহার। কেবল বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধন সম্পন্ন হইলেই যে, দেশের উন্নতি ও সমাজের হিতসাধন হয়, এমন নহে। কারণ অনেকে বিশেষ বিদ্যাবিশিষ্ট হইয়া, অবশেষে এরূপ ভাবে বিদ্যার পরিচয় দেন যে, তদ্দ্বারা দেশের ও সমাজের বৈপরীত্য ঘটিয়া উঠে। এইরূপ অনেকানেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তাঁহাদিগের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে অহিতকর কার্য্যে পরিণত করিয়া, সমাজের উন্নতির পথে কন্টকস্বরূপ হয়েন; ধনশালী ব্যক্তিগণ গর্হিত ব্যাপারে বৃথা অর্থব্যয় করিয়া, সমাজের শুভসম্বর্দ্ধনে চিত্তকে বিমুখ করিয়া রাখেন। অতএব, কেবল বিদ্যাদির দ্বারাই সমাজের ও দেশের মঙ্গলসাধন কখনই সম্ভবপর নহে। তবে এমন বলি না যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, এবং ধন দ্বারা দেশ ও সমাজের শুভ সম্বর্দ্ধন হয় না, অবশ্য স্বীকার করি, তাহা হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তম আচার ও ব্যবহার বিবর্জ্জিত হইলে, উহাদিগের দ্বারা কোন রূপ উন্নতির আশা নাই। আজ

কাল বঙ্গদেশে যে পরিমাণে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং ধন বৃদ্ধি হইতেছে, যদি তত্তৎসঙ্গে আচার ব্যবহারও বিশুদ্ধ হইত, তাহা হইলে বঙ্গদেশ এবং বঙ্গীয় সমাজকে এরূপ হীনাবস্থায় থাকিতে হইত না। এক মাত্র আচার ব্যবহারের দোষেই আমাদিগের দেশ ও সমাজের ভগ্নশ্রী হইয়াছে।

এদেশের ধনবান ব্যক্তিগণ—আমরা যাঁহাদিগকে (বড় মানুষ,) অভিধানে এই প্রস্তাবের শিরোভাগে উল্লেখ করিয়াছি এবং যাঁহাদিগের বিষয় অদ্য আমাদিগের আলোচ্য-যদ্যপি স্ব স্ব আচার ব্যবহারের দোষানুসন্ধান করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা দেশ ও সমাজের অনেক উন্নতি হইত। কিন্তু ইহাঁদিগের (সকলের নহে) তাদৃশ ইচ্ছা নাই। যেরূপ আচার ব্যবহারে মনের স্ফূর্ত্তি এবং আনন্দবর্দ্ধন হয়, তাহাই ইহাঁদিগের করণীয়। দেশ ও সমাজের উন্নতি হইল কি না হইল, তাহাতে ইহাঁদিগের ক্ষতি কি। কিন্তু তাহাতে যে কতদূর পর্য্যন্ত হানি হয়, তাহা কি ইহাঁরা জ্ঞাত নহেন? দেশ ও সমাজের অনুন্নতিতেই ত অনায়াসে বিজাতীয় শাসনের বশীভূত হইতে হয় এবং আজীবনকালের জন্য ভাবী উন্নতির পথে দুর্ভাগ্যশার্দ্দূল ভ্রমণ করিতে থাকে। অধুনাতন ধনীগণ যেরূপ ইচ্ছালব্ধ আচার ব্যবহারের ক্রীতদাস হইয়াছেন, তাদৃশ স্বার্থপরতন্ত্র আচার ব্যবহারে দেশ ও সমাজের অবনতি বই উন্নতির আশা কোথায়? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে শুদ্ধ ধনীদিগের আচার ব্যবহারের দোষেই কি দেশ ও সমাজের অবনতি হয়? আর মধ্যশ্রেণী প্রভৃতির লোকের আচার ব্যবহারের অপকর্ষতায় কি তাহা হয় না? উত্তর এই, হাঁ তাহা হয়। কিন্তু মধ্যশ্রেণী প্রভৃতির লোকেরা দূষিত আচার ব্যবহার কোথা হইতে শিখিল? শুদ্ধ শ্রেষ্ঠশ্রেণী অর্থাৎ ধনীদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বনে।

আমরা তাহার প্রমাণ স্বরূপ (ভগবদ্গীতা) হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম;

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদ্দে বেতরোজনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, অপরব্যক্তি তাহারই অনুসারক হয়। তিনি যাহার প্রমাণ করেন, অপর লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

অতএব এক্ষণে নিঃসংশয়ে প্রতীতি হইতেছে যে, ধনীদিগের যেরূপ আচার ব্যবহার, সাধারণে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে যদ্যপি ধনীসন্তানেরা আমাদিগের ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন ঋষিগণের শাস্ত্রোপদিষ্ট আচার ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে আপামর সকলেই তাহাই করিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধনীদিগেরই দোষে আমাদিগের বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণী প্রভৃতির লোকেরাও জাতীয় আচার ব্যবহারে অনেকাংশে বর্জ্জিত হইয়াছে। যদ্যপি ধনীসন্তানেরা বিজাতীয় ও স্বেচ্ছাধীন আচার ব্যবহারের অনুগত না হইয়া হিন্দুশাস্ত্রমতে চলিতেন, তাহা হইলে দেশ ও সমাজের বিশেষ উন্নতি সাধন হইত এবং অপর সকলে; তাঁহাদিগের মতপ্রবর্ত্তিত হইয়া দেশ ও সমাজের সৌভাগ্য আরও বৃদ্ধি করিতে পারিত। যদিও সাধারণে এখন পর্য্যন্ত অনেকাংশে বিজাতীয় আচার ব্যবহারের বশীভূত হয় নাই, তথাপি তাহাদিগের দ্বারা দেশ ও সমাজের শ্রেয়ঃসাধনের কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ দেশ ও সমাজের উন্নতির আশা করিলে প্রধানতঃ অর্থের প্রয়োজন

তদ্ব্যতীত যত্ন, অধ্যবসায়, চিত্তের দৃঢ়তা প্রভৃতি অপরাপর বৃত্তির আবশ্যক। সাধারণে যদিও অন্যান্য বৃত্তি দ্বারা দেশ ও সমাজের শুভসাধনে অগ্রসর হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র অর্থাভাবে তাহাদিগের যাবতীয় বাসনার উচ্ছেদ ঘটিয়া পড়ে। সুতরাং দেশ ও সমাজের অবস্থার কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না। এই নিমিত্ত আমরা অস্মদ্দেশের ধনীদিগকে দেশ ও সমাজের বিপক্ষ পক্ষে গণনা করিতেছি। যাঁহারা প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ মনোযোগ হইলে দেশ ও সমাজের আবহমান উন্নতি হইতে পারে, তাঁহারাই বিজাতীয় এবং ইচ্ছালব্ধ আচার ব্যহারের পরতন্ত্র হইয়া দেশ ও সমাজের যার পর নাই অনিষ্টসাধন করিতেছেন। আহা! ঈদৃশ দুর্দৈবদিন কতদিনে আমাদিগের দেশ হইতে প্রস্থান করিবে! কতদিনে এদেশের হীনাচারী ধনীগণকে জাতীয় আচার ব্যবহারের প্রতি মনোযোগী হইতে দেখিব!

এদেশীয় অধুনাতন ধনীসন্তানগণের আচার ব্যবহারে বিজাতীয় ভাব প্রবিষ্ট হইবার ভূরি ভূরি কারণ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব, লোভ ও আলস্যই প্রধান। যতকাল পর্য্যন্ত বিজাতির ক্ষমতা দেশ মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, ততকাল দেশ স্বাধীনাবস্থায় অবস্থিত থাকে। দেশের স্বাধীনত্ব থাকিলেই সেই দেশবাসী মানবদিগেরও স্বাধীনতা থাকে। সুতরাং চিত্ত স্ববশে থাকিলে দেশ ও সমাজের উন্নতির দিকে সকলেরই টান হয়। কিন্তু অপর জাতি কর্ত্তৃক স্বাধীনতা রত্নে বঞ্চিত হইলে ভয়ানক বিভ্রাট ঘটিয়া উঠে। তখন মনের স্থৈর্য্য এবং দেশ ও সমাজের দিকে দৃষ্টি থাকে না। অপর সেই বিজাতীয় জেতৃগণের অধীনে থাকিয়া নানারূপ অত্যাচার সহ্য করিতে হয়।

ক্রমশঃ

বিরহিণী।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

প্রেমে মত্ত হয়ে হায়! কত কি করেছি রে।
জগত জীবন হরি---তারাগণে পরিহরি
কামের দাসত্ব করি কি পাপ করেছি রে।
বিভূগুণ গাণ ছাড়ি কি কাজ করেছি রে।
এখন শমন মোরে কেননা ডাকিছে রে।
প্রেমে মত্ত হয়ে হায় কত কি করেছি রে॥

যৌবন গরবে আমি কি গর্ব্ব করিতাম রে।
হৃদয় রতন ধনে রাখি হৃদি সিংহাসনে
পুলক পুরিত মনে কি সুখে থাকিতাম রে;
ভুলিয়ে শ্যামল নব জলদ বরণে রে।
যেন হেরিতাম ধরা সরাখানি প্রায় রে।
যৌবন গরবে আমি কি গর্ব্ব করিতাম রে॥

এই কি উচিত তার এই কি উচিত রে।
বিরহিণী কুলবালা সহিতেছে কত জ্বালা
বিরহ তরঙ্গ মালা সদাই উঠিছে রে।
উত্তাল তরঙ্গ হেরি আতঙ্কেতে মরি রে।
গুণমণি বিরহিণী ছাড়ি কোথা গেল রে।
এই কি উচিত তার এই কি উচিত রে॥

আমার হৃদয়নাথ তেমন তো নয়রে।
আমার হৃদয়মণী, রসিকের চূড়ামণি
ভাগ্যদোষে অভাগিনী অনাথিনী হোলোরে।
নাথের বিরহবিষে জর্জ্জরিত তনুরে।
হায়ওরে হতবিধি কি বিধি শিখেছরে।
আমার হৃদয়নাথ তেমন তো নয় রে॥

নিধুবনে নাথসনে কতসুখে ছিনুরে।
প্রেমে মেতে নিধুবনে—দিবানিশি দুইজনে
থাকিতাম সুখমনে—রোগশোক ভুলেরে;—
প্রফুল্ল অন্তরে সদা প্রাণনাথ কোলে রে।
সুখ যথা মূর্ত্তি ধরি বিরাজ করিত রে।
নিধুবনে নাথ সনে কতসুখে ছিনুরে॥

অমরাবতীর সুখ ভুবনে পেয়েছি রে।
সুগন্ধি প্রসূনমালা নাথের হাতের মালা।
ভাবি পারিজাত মালা গলেতে দোলাতাম রে।
তালসুরে লয়েমানে পিরীতের গান রে।
নাথের গলাটিধরি সুখে গাইতাম রে।
অমরাবতীর সুখ ভুবনে পেয়েছি রে।

জাহ্নবী জীবনে আমি ত্যাজিব জীবন রে।
আশীর্ব্বিষ মণি বিনে—কভু কি রাখে জীবনে,
জীবন রঞ্জন বিনে জীবনে কি ফল রে।
বিফল জীবন মম জীবন বিহনে রে।

প্রাণেশ বিহনে সতী কতদিন বাঁচে রে।
জাহ্নবী জীবনে আমি ত্যাজিব জীবন রে॥

এস নাথ প্রাণ নাথ শেষ দেখা করি রে।
ধরিয়ে মোহিনী বেশ—চিকুর চাঁচর কেশ
সুসাজে সাজীয়ে বেশ—নাথ বলে ডাকি রে।
নয়নরঞ্জন এস, এস মম কাছেরে।
প্রমহার ধর ধর ধর গলে পর রে।
এসনাথ প্রাণনাথ শেষ দেখা করি রে।

হায় রে যৌবন তরী বুঝি মগ্ন হয়রে।
এই প্রেম পারাবার—বিনে সেই কর্ণধার—
(সুজন রসিক সার) কেবা পার করে রে।
প্রাণনাথ বিনে আর কেবা পার করে রে।
ছয় রিপু ছয় দাঁড়ি প্রতিকূল তার রে।
হায় রে যৌবন তরী বুঝি মগ্ন হয় রে॥

অনাথিনী অভাগিণী গুণমণি বিনে রে।
পতিহারা বিরহিণী—পতিশোকে উন্মাদিনী
শোকাকুলা পাগলিনী এতদিনে মরে রে।
সুধাকর সুধা বিনা চাতকী কি জীয়ে রে?
করিবে নাথের ধ্যান শিখরি শেখরে রে,
অনাথিনী অভাগিনী গুণমণি বিনে রে।

হায় ওরে হত বিধি কি বিধি তোমার রে।
বিরহ বিধুরা বালা পাবে আর কত জ্বালা
বিনে সে চিকন কালা কি জ্বালা আমারে রে।
আমার হাতের নিধি কেমনে হরিলি রে।
কি ভেবে দিলিরে তুই বাড়া ভাতে ছাই রে।
হায় ওরে হতবিধি কি বিধি শিখেছ রে॥

(সুদিন) সে দিন কভুফিরে না আশিবে রে।
যে দিনে নাথের সনে—এইসুখপ্রদ বনে
প্রেম গদগদ মনে একত্রে বসিয়ে রে।
রসালাপে নিশানাথে দিয়েছি বিদায় রে।
(জানাইয়া জীবগণে প্রেমে কত সুখ রে।)
সে দিন (সুদিন) কভু ফিরে না আসিবে রে।

ফুলায়ুধ সনে যেন রতি বিহারিত রে।
কলালাপ সহকারে—বসিয়ে সুমিষ্ট স্বরে,
কুহু কুহু ধ্বনি করে, মাতাত মানসে রে।
প্রণয়ীর মনপ্রাণ কাড়িয়ে লইত রে।
নাথসনে ফুল্লমনে কিসুখে ভ্রমিতাম রে।
ফুলায়ুধ সনে যেন রতি বিহারিত রে।

সন্ন্যাসিনী হব আমি গুণমণি লাগি রে।
ত্যজিয়ে সংসার মায়া আরাধিব মহামায়া

অভয়া যোগীন্দ্রজায়া নৃমুণ্ডমালিনীরে ;—
ত্রিনয়নী সনাতনী জগৎ জননী রে।
একপদে অনশনে শিখরি শেখরে রে।
সন্ন্যাসিনী হব আমি গুণমনি লাগি রে।

ক্রমশঃ

বসন্ত কুমারী।

অধিকার, নবযৌবনরূপ কর গ্রহণ ও বাহু-পাশে বদ্ধকরতঃকটাক্ষশর প্রহার করুন। নাথ! হতভাগিনী আশ্রয় বিহীন হইয়া ছিন্ন-মূল তরুর ন্যায় ধরাবলুণ্ঠিত হইতেছে, এক্ষণে আপনার বাহুদ্বয়-রূপ সহকার তরুর আশ্রয় পাইলেই পরিবেষ্টিত হইয়া পুনর্ব্বার মুকুলিত ও সময় বিশেষে সুফল প্রদান করিবে। তখন অধিকতর চীৎকার করতঃ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, ওরে দুর্দ্দান্ত ফুলায়ুধ! তোর ফুলবাণ কি এতই কঠিন। কামায়ুধ! আর কেন কামকলা সহিত এই কুসুমারণ্যে বিরাজিত হইয়া হতভাগিনীর প্রাণ বায়ু নিঃশেষিত করণাশয়ে, ককুঞ্জল, মারুত, ও সুস্নিগ্ধ অংশুমালা প্রভৃতি সহচরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ফুলবাণ সন্ধান করিতেছ? হৃদয়-বল্লভ! একবার আগমন করত অভাগিনীর হৃদয়াসনে উপবেশন করুন। কামকলা আমাকে পুনঃ পুনঃ ব্যঙ্গ করিতেছে। আপনার দর্শন পাইলেই আমি সদর্পে মন্মথ-প্রণয়িনীর দর্প চূর্ণ করি।

কিয়ৎক্ষণ পরে মধুরিকা প্রত্যাবর্ত্তন ও বসন্তকুমারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়সখি! রজনীর প্রায় এক যাম অতীত হইয়া গিয়াছে, ঐ দেখ শশধর প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ পুরঃসর প্রণয়িনী

কুমুদিনীর প্রতি বারম্বার কটাক্ষপাত করিতেছেন; নিদ্রাদেবী সহাস্য আস্যে জীবগণের হৃদয় অধিকার ও মুখমণ্ডলের অলৌকিক শোভা সন্দর্শনার্থই বুঝি মানবমণ্ডলীকে নয়নদ্বয় নিমীলন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আর এস্থানে অধিক কালহরণের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে শয়ন মন্দিরে গমন পূর্ব্বক দুগ্ধ ফেণনিভ সুকোমল কুসুম শয্যায় সুখে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়দেশে শয়ন করত যামিনী অতিবাহিত কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে ত্রিযামা অস্তমিত হইলেই, সমস্ত নগরী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তোমার নয়ন রঞ্জনের মন রঞ্জন করত সকাশে আনয়ন ও তদীয় করে অর্পণ করিব। তখন বসন্ত কুমারী কহিলেন মধুরিকে! কেন তুমি দুগ্ধ ফেণনিভ কুসুম শয্যায় শয়ন করিবার নিমিত্ত আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিতেছ, তুমি কি জান না যে স্বামীই অবলাগণের এক মাত্র গতি, তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে আমার ঐ সুকোমল কুসুম শয্যায় কামায়ুধ কাম কলার সহ বিহার করণাশয়ে চতুর্দ্দিকে ফুলবাণ বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, আমার নিশ্চয় অনুভব হইতেছে যে ঐ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলে কামদেবের কোপানলে পতিত হইয়া আমাকে নিশ্চয়ই অনতি কাল বিলম্বে কৃতান্তের করাল কবলে পতিত হইতে হইবে। যদি আমার হৃদয়েশ আসিয়া আমার হৃদয় রাজ্য অধিকার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়াসনে উপবেশন পুরঃসর সগর্ব্বে মন্মথ প্রণয়িনীর দর্প চূর্ণ, ও তদীয় বাহুদুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া ফুলায়ুধের ফুলবাণ অগ্রাহ্য করিতাম। নয়ন রঞ্জনের মনোমোহন মূর্ত্তি বিহনে এই নয়নানন্দদায়ী প্রমোদ কানন, যাঁতি যুতি শেফালিকা আমোদিত মলয় পবন, দুগ্ধ ফেণনিভ সুকোমল কুসুম শয্যা, ভগবান কুমুদিনীনায়কের সুস্নিগ্ধ অংশুমালা আমার বিষ অপেক্ষাও বিকট বোধ হইতেছে। হায় কতদিনে হৃদয়েশ আমার হৃদয় রাজ্য অধিকার করত যৌবনরূপ কর গ্রহণ করিবেন, কতদিনে হৃদয় বল্লভের কর-পল্লব নিজ করে ধারণ পুরঃসর যে নয়নানন্দদায়ী প্রমোদ কানন এখন আমার বিষ অপেক্ষাও বিকট বোধ হইতেছে, যে সুখপ্রদ কুসুমারণ্যে স্বয়ং কুসুমবাণ কামকলা সহ বিরাজিত হইয়া অভাগিনীর প্রতি পুনঃ পুনঃ ফুলবাণ সন্ধান করত জীবনবায়ু নিঃশেষ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেছেন, যে মনোহর কাননাভ্যন্তরগত স্বচ্ছ সরোবরে প্রফুল্ল কমল দল মধুভরে ঢল ঢল ও সুসাজে সুসজ্জিত হইয়া প্রফুল্লিতান্তঃকরণে হাস্য বদনে ভগবান মরীচিমালীর প্রতি বারম্বার কটাক্ষপাত করত, অভাগিনীর মস্তকে অশনিপাত করিতেছে, যে সুস্নিগ্ধ সুসৌরভে আমোদিত জনগণ মনোমোহন উপবনে কলালাপ সহকারোপরি উপবিষ্ট হইয়া অভাগিনীর প্রাণ বিনাশ হেতু সুমধুর স্বরে পুনঃ পুনঃ কুহুধ্বনি করিতেছে, সেই নয়নানন্দদায়ী সুখপ্রদ জনগন মনোরঞ্জন প্রমোদ কাননে প্রফুল্লিতান্তঃকরণে প্রেম গদ গদ চিত্তে বিহার করিয়া নয়ন যুগলের চরিতার্থতা, শ্রবণ যুগলের সার্থকতা, করপল্লবের কৃতার্থতা, সম্পাদন করত অন্তরাত্মা প্রভৃত আনন্দ রসে আপ্লুত করিব। কতদিনে যে দুগ্ধ ফেণনিভ সুকোমল কুসুমশয্যায় শয়ন করিতে হইবে বলিয়া অন্তঃকরণ বিষাদ নীরে মগ্ন ও কত প্রকার দুর্ভাবনার উদ্রেক হইতেছে, যে শয্যায় মন্মথপ্রণয়িনী সহ বিহার ও অভাগিনীকে করাল কৃতান্ত সদনে প্রেরণ করিবার আশয়েই দুর্ব্বিষহ ফুলবাণ বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সুকোমল কুসুম শয্যায় প্রাণবল্লভের সহিত সুখে শয়ন করত মানব জন্মের সফলতা সম্পাদন ও মন্মথ প্রণয়িনীকে উপেক্ষা করত বারম্বার হাস্য করিব।

যখন বসন্ত কুমারী ও মধুরিকা এই রূপ কথোপকথন করিতেছিলেন,

তখন, অন্তঃপুর হইতে মধুরিকা মধুরিকা, এইশব্দ তাঁহাদের শ্রবণগোচর হইল, তখন বসন্ত কুমারী অতীব ব্যগ্র হইয়া মধুরিকা সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বসন্তসখা এতকাল পর্য্যন্ত স্থির নেত্রে বসন্তকুমারীর, মুখচন্দ্রিমা অবলোকন ও তদ্গত চিত্তে তদীয় বচন বিন্যাস শ্রবণ করিতে ছিলেন, অকস্মাৎ প্রিয়তমার অদর্শনে মণি-বিহীন ভুজঙ্গিনীর ন্যায় মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। মণি বিহীন ভুজঙ্গিনীর ন্যায়, সহকারাশ্রয় বিহীন মাধবীলতার ন্যায়, বারিবিহীন মীনের ন্যায়, নবজলধর বিহীন চাতকিনীর ন্যায়, কুমুদিনীনায়কসুধা বিহীন চকোরের ন্যায়, হৃদয়েশ বিহীন সতীত্ব ময়ী সাধ্বী নবযৌবনী তরণীর ন্যায় বসন্তসখা একেবারে উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। তখন বসন্ত সখা আশালতা সমূলে ছেদন হইল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, অবস্থার কি অপার মহিমা, কালের কি কুটিল গতি, সংসার কি বিসদৃশ বস্তু, হায় আমি যৌবন সুলভ মোহ মদে মত্ত হইয়া কি যাতনাই সহ্য করিতেছি। যৌবনরাজ যখন সগর্ব্বে আমার হৃদয় সিংহাসনে অধিবেশন করিলেন, তখন দুর্ভেদ্য ফুলায়ুধের ফুলবাণ হইতে সদর্পে স্বদেহ রক্ষা করিয়াছি, হায় অদ্য সেই দুর্দ্দান্ত ফুলায়ুধের ফুলশর শয্যায় শয়ন করত অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হইবার উপায় অন্বেষণ করিতে হইল। কিছু কাল পূর্ব্বে যে বসন্তসখা অবলীলাক্রমে সিংহ, ব্যাঘ্র পরিবৃত নিবিড়ারণ্যে কৃষ্ণাম্বর পরিধানা রজনীদেবীর সম্মুখীন হইয়া নির্ভয় ও নিঃসন্দিহানচিত্তে বিটপী মূলে চক্রবাক মিথুনের সমাগমকাল পর্য্যন্ত উপবিষ্ট অথবা নিদ্রিত থাকিতেন, সেই বসন্ত সখা অদ্য এক ভুবনমোহিনীর ভুবনমোহন লাবণ্য সন্দর্শন করত উন্মাদের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।

বিশ্ব-বিনোদিনী।

যাঁর জন্যে তুমি এত ব্যাকুল, তিনি কি তোমার জন্যে এরূপ?—যদি হয়ে থাকেন, তাঁর প্রেমে প্রেমি হও; নচেৎ দুর্ব্ববনে মুক্তা ছড়ান মত তাঁর সহিত তোমার প্রেম করা হবে (চিন্তা ও পরে হাস্য) মন্‌তো সকলি বুঝ্‌লে—

[দূরে মদনিকার প্রবেশ]

এইযে মদনিকে আস্‌চে! সহসা চিত্রপটখানি ওকে দেখান হবেনা। অঞ্চলে বেঁধে রাখি (অঞ্চলে বন্ধন)।

মদ। (নিকটে আসিয়া) কি গো সখি! অঞ্চলে কি বাঁধ্‌চ?

বিনো। না-না-না-না—তবে, মদনিকে তোমাকে মা কি জন্যে-ডেকে ছিলেন?

মদ। তা পরে বোল্‌বো;—এখন অঞ্চলে কি বাঁধ্‌লে, দেখি-দেখি-আর শাকদিয়ে মাছ ঢাক্‌লে কি হবে?—

বিনো। কৈ, আমি কি করেছি যে তুমি আমাকে—

মদ। (হাসিয়া) বা! আমি আবার তোমাকে কি বল্লেম?—দেখি (অঞ্চল হইতে চিত্রপট লইয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে) সখি! এ চিত্রপটখানি কোথায় পেলে? আহা! এমন রূপ তো দেখিনে যেন মূর্ত্তিমান মদন!

বিনো। (সকৌতুকে) আর তুমি ওঁর সহধর্ম্মিনী "মদনিকা"

মদ। (ঈষৎ হাসিয়া) সখি আমি হই আর না হই, তুমিতো বটে। যাহোক, এ চিত্রপটখানি পেলে কোথায়?—

বিনো। তা এরপর বল্‌বো; কিন্তু এখানি পেয়ে অবধি আমার মন কিছু ব্যাকুল হয়েছে—

মদ। কেন সখি, ইনিই কি তোমার চিত্তচোর?

বিনো। (লজ্জায় অধোবদনা)

মদ। ওকি! বড় যে চুপ্‌করে রইলে? লজ্জাহলো নাকি? এতে আর লজ্জা কি? যাহোক এখন তোমাকে মহিষী একবার ডাক্‌চেন এস।

বিনো। মা ডাক্‌চেন? চলো—

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—রাজ অন্তঃপুরস্থ উপবন।

(বিশ্ব রঞ্জন ও স্ত্রীবেশে বিজয়ের প্রবেশ।)

বিজয়। এই দেখ রাজনন্দিনীর উপবন; মহারাজ সুকুমারী বিনোদিনীর চিত্ত-রঞ্জনের নিমিত্ত ইহা প্রস্তুত করেছেন—

কিব। কৈ, বন্ধু, এস্থানে ত নাই; তোমার কি সকল কথাই মিথ্যা হল?

বিজয়। এত ব্যস্ত হও কেন ভাই? রাজকুমারী এক্ষণেই উপবনে বিহারে আস্‌বেন——এস আমরা এট্টু এইবৃক্ষের তলে বসে বিশ্রাম করি।

বিশ্ব। ক্ষতি কি?

উপয়ের উভবেশন।

বিজয়। কি বন্ধু, ভাব্‌ছ কি?

বিশ্ব। না, কি আর ভাব্ব;—তোমার বুদ্ধির কৌশল আর চতুরতা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি—প্রথমে তো স্ত্রী বেশ পরিধান করিয়ে আমাকে অনায়াসে রাজ অন্তঃপুর মধ্যে আন্‌লে, তারপর আবার আমার নিজবেশ পরালে;—

দেখি আবার কতরূপ বেশ পর্ত্তে হয়। যাহোক্, ভাই, আমার মনে বড় ভয় হচ্চে—

বিজয়। ভয় কিসের?

বিশ্ব। কেউ যদি জান্তে পারে আমরা এস্থানে এসেছি, তা হলেতো বিষম বিপদ!

বিজয়। তার কোন্ চিন্তা নাই; রাজনন্দিনীর অনুমতি না লয়ে এ উপবনে কেউ আস্‌তে পায়না,—পুরুষ তো নই, স্ত্রীলোক ও কদাচ। নেপথ্যে। (বীনাধ্বনি)

ঐ শোন রাজকুমারী সখিদের কহিত সঙ্গীত কচ্চেন।

(নেপথ্যে গীত)

(বিহাগ, মধ্যমান)

একিলো, কি হলো দায়, বল সখিরে আমার।
পাগল হইল প্রাণ হেরিয়া শ্রীমুখ তাঁর॥
আহা! সে মুখের ছাঁদ, যেন শরদের চাঁদ,
ভূতলে উদিত যেন, করিতে শশী বিহার।
তাই বলি বিধুমুখি, আছি সে রূপ নিরখি,
না পাইলে তাঁরে সখি, বাঁচিব না প্রাণে আর॥

বিজয়। আমার কথা সব সত্য কি মিথ্যা, এইবার জান্তে পার্‌বে। এট্টু আর অপেক্ষা কর, এখনি রাজকুমারী উপবনে আস্‌বেন—সখা, তুমি যে বড় অবসন্ন হয়ে পড়লে? তুমি কেন ভাব্‌ছ? তোমার ভয় কি; ঐ দেখ রাজনন্দিনী তাঁর সহচরী মদনিকার সঙ্গে উপবনে আস্‌চেন। এস ভাই এট্টু অন্তরালে থেকে ওঁরা কি কথা কচ্চেন্ শুনি।

(উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি।)

(বিনোদিনী ও মদনিকার প্রবেশ।)

মদ। কেমন, দেখ্‌লে তো, কার কথা সত্য হলো; আমি তো তখ্‌নি বলেছিলেম্, এ কোন রাজকুমারের প্রতিমূর্ত্তি, তুমি আবার কত ন্যায় কল্লে তা এখন তো হলো;—তা—কোন্ রাজার পুত্র দেখ্‌লেম্—এই যে, মনেও আসে না কি, ভাল-

বিনো। এমন মনও দেখিনি, জয়পুরের রাজা অমর সিংহের পুত্র, কুমার—

মদ। বিশ্বরঞ্জন। তা এবল্‌তে আর লজ্জা কি? তিনি তো আর এখন তোমার পতি হন্‌নি।

বিনো। প্রকাশ্য হন্‌নি বটে—যাহোক্, চিত্রশালায় পটখানি দেখে অবধি আমার মনে বড় ভয় হচ্চে।

মদ। কেন সখি, ভয় কেন?

বিনো। জয়পুরের রাজার সঙ্গে আমাদের এখন যুদ্ধ হচ্চে; তা এতে পিতা সম্মত হবেন্ কি?

মদ। আবার বুঝি শোননি—জয়পুরের রাজার সহিত যে সন্ধি হবার কথা হচ্চে—

বিনো। সত্যি, বলিস্ কি?

বিজ। (বিশ্বরঞ্জনের প্রতি) শুন্‌চো তো, বন্ধু! ভাই, আমি এই বেলা দেখা দিই, আমি ইঙ্গিত কল্লে দেখা দিও (বিনোদিনির নিকটে যাইয়া) রাজনন্দিনী চিন্তে পারেন? অধিনীকে কি মনে আছে?—

বিনো। এস! তুমি ভাল আছ?

বিজ। হাঁ, আপ্‌নি ভাল থাক্‌লেই আমাদের ভাল।

মদ। (জনান্তিকে) সখি ইনি-কে গা।?

ক্রমশঃ।

অর্থই অনর্থের মূল।

সাবাসি তোরেরে অর্থ! অর্থ বোঝা তোর।
সারা দিন ভেবে শেষে নিশি করি ভোর॥
তবু ও না পাই অন্ত চিন্তিয়ে অন্তরে।
অনন্ত ক্ষমতা তোর খ্যাত চরাচরে॥
তোর বশে দিগ্‌দশ সতত চলিছে।
তোর তরে নর-মন সংসারে টলিছে॥
তোর রূপে লোভ কূপে ডুবিছে সকলে।
তোর হেতু আশা-সেতু ভাসে পাপজলে॥
তোর আশে পাপ-পাশে নরগণ পশে।
বিভুরে না ভাবে মনে মজে তোর বশে॥
কারু প্রতি হোস্ তুই সুখের কারণ॥
কারু প্রতি মৃত্যু-দণ্ড করিস্ ধারণ॥

২

ওই দেখ কারাগারে, লোহার নিগড় হারে,
পদ বাঁধা বসি এক সুন্দর যুবক।
মারিয়ে হাতুড়ি-বাড়ি, ভাঙ্গিতেছে কাঁড়ি কাঁড়ি,
বিশাল পাতর, ইস্ ছুটিছে পাবক!
দর দর ঘাম ঝরে, সে কেবল তোর তরে,
আর কিছু নহে, অর্থ, রে অনর্থ মূল!
পড়ে তোর লোভ-ফাঁদে, এখন নীরবে কাঁদে,
সহ্য করি অহরহঃ যাতনার শূল।
ও অভাগা চৌর্য্য-আশে, চুপে চাপে কার বাসে,
ঢুকেছিল অকস্মাৎ গেছে ধরা পড়ে।

বিলাতী কলের গুঁতো, খাইয়ে হয়েছে থুঁতো,
ওই দেখ তোর তরে পিঠ গেছে ছড়ে ॥

৩

তরু-তলে কে দাঁড়ায়ে ভীম কলেবর।
হাতে কোরে লাঠিখানি, মনে হেন অনুমানি,
ঠিক যেন দণ্ডপাণি, কিম্বা তাঁর চর ॥
তা নয় লেঠেল ওটা, হাতে করে বেঁশো সোঁটা,
দীর্ঘ প্রস্থ তাহে মোটা, নিদয় হৃদয়।
বধিবে পাইবে যারে, যমালয়ে একেবারে,
পাটাইয়া দিবে তারে, নাহি পাপ-ভয় ॥
ওরে অর্থ তোর তরে, জেনেছি নিশ্চয় ॥

৪

দেখেছি বিচারালয়ে তোর যত জোর।
আশে পাশে তোর আশে ঘোরে ঘুষ্‌খোর ॥
এমনি বিচিত্র কাণ্ড তোর্‌রে তথায়!
সাধু হয় চোর; চোর সাধু হোয়ে যায় ॥
সুবিজ্ঞ বিদ্বান্ যাঁরা বড় বড় পাস,!
তোর লোভে মিথ্যা কহি সত্যে করে ফাঁস ॥
অপূর্ব্ব ক্ষমতা তোর, সবি তোর বশ।
ধর্ম্ম-পথে কাঁটা দিয়ে পিয়ে পাপ রস ॥

৫

এ ঘোর নিশায়, কারা ওরা যায়,
বাজায়ে নাগরা কাড়াদি ঢোল।
জ্বালিয়ে মশাল, হাঁকে মার মার,
শুনিয়ে ব্যাকুল গ্রামের জন।

দেখে উহাদিগে, ধায় চারিদিগে,
"ডাকাত পড়েছে" বলিয়ে যন ॥
ওরে রে অরথ, তোর তরে রত,
দয়া বিসর্জ্জিয়ে উহারা সবে।
বিভব লুঠিছে, কাহারে কাটিছে,
দুখ নাহি হয় করুণ রবে ॥

৬

ওরে জুয়াচুরির প্রিয়! একবার চাও না!
ওই ও পড়েছে ধরা মুক্তি এবে দাওনা?
যমের কাঁধনি সম বাঁধিয়াছে উহারে।
পালাবার রাহা নাই এ দারুণ প্রহারে ॥
আগে ওরে ভুলাইয়ে মনোহর আকারে।
ডুবাইলি পুনঃ, হায়, যাতনার পাথারে।
ছিল ওর কত টাকা ক্রমে সব গেল রে।
মজিয়ে লোভের বশে শেষে এই হলো রে।
এবে পরিত্রাণ নাই, ঘুষ্ দিতে ঘোটে না।
কাজে কাজে পার নাই গুঁ তুনিও ছোটেনা ॥
কোরেছে যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল পাইবে।
তোর তরে, কারাগারে বর্ষ তিন খাটিবে ॥

(৭)

ওই একজন, ঘর ভরা ধন
তবু ওর মন, তোষে না।
পরিবারগণ, বিহনে অশন,
মলিন বদন, গোষেনা ॥
ত্যজে ধর্ম্ম কর্ম্ম, ভেবে তোর মর্ম্ম,
সার অস্থিচর্ম্ম, হয়েছে।

তোর রূপ ভেবে, তোর পদ সেবে,
লোভ কূপে নেবে, রয়েছে ॥
ওই যা তোমারে চিনেছে সংসারে,
তুমিও উহারে চিনেছ।
এ ভব-ভবনে, আশা-প্রলোভনে,
ও কৃপণ জনে, কিনেছ ॥
সাবাসি কি রূপ এনেছ ॥

(৮)

আরোহি আরবী যুড়ি; ঝুলাইয়ে ফোলা ভুঁড়ি,
হাওয়া খেতে ছুটেছেন্ কোন দিকে চান্‌না।
অমেয় প্রকাণ্ড ধরা, বোধ হয় যেন সরা,
দেখে ওঁর ভাব, মোর চোকে আসে কান্না ॥
রমণী-রতন সঙ্গে, রবিবারে রস-রঙ্গে,
বাগানে বিরাজ করা, ভ্রমে ভুলে যান্‌না।
হোটেলে অঠেল মেলা, সঙ্গে লোয়ে ভক্ত চেলা,
চিনের বাসনে খানা, বিনে কিছু খান্‌না ॥
সুচারু-চিকুর মাথে, পোমেটম্ মাখা তাতে,
গোলাপের তোড়া হাতে, ছাতা কিছু লন্‌না।
মোসাহেব শত শত, তুষিতেছে অবিরত,
দিবা নিশি আশা কোরে দিয়ে আছে ধন্না ॥
ধর্ম্ম গীত ফেলে দূরে, তাল মান বাদ্য ঘুরে,
বিরহ প্রণয় টপ্‌পা ছাড়া গান্‌গান্‌না।
ওরে অর্থ তোর বলে, সুখী উনি ধরাতলে,
তুমি যদি বেঁকে পড় তা হইলেই কান্না ॥

ইন্দ্রভূষণ।

ইন্দ্রভূষণ আকাশে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, গগণমণ্ডল নির্ম্মল স্নিগ্ধ, সূর্য্যমণ্ডল বিবর্ণ, যেন প্রণয়িনীর বিচ্ছেদাশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া অস্তাচলের চূড়াবলম্বন করিতেছেন, তাঁহাকে বিশ্রামোন্মুখ দেখিয়া গগণপ্রকাশিকা শক্তি ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করতঃ চন্দ্রমণ্ডলের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

কুমারী কহিলেন, "ও কে আসিতেছে?" ইন্দ্রভূষণসম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটী কামিনী কিংখাপের চাদরে সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া অতি মৃদুগতিতে আসিতেছে, কিন্তু কে, কি নিমিত্ত এখানে আসিতেছে, এই চিন্তা তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত করিল।

কামিনী ক্রমশঃ অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। রমণীর মুখমণ্ডল বসনে আবৃত, শরীর অনতিদীর্ঘ।

কুমারী রমণীর বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও গতির বৈলক্ষণ্য দেখিয়া অতিশঙ্কিতা হইলেন। রমণীর সর্ব্বশরীর বসনে এরূপ আবৃত, যে তিনি নবীনা, কি প্রৌঢ়া, ইন্দ্রভূষণ কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না।

রমণী কিঞ্চিৎ সরিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দ্রভূষণ বলিলেন, "তুমি কার অনুসন্ধান করিতেছ?"

রমণী উত্তর করিল না।

পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার নিকটে তোমার কোন প্রয়োজন আছে?"

উত্তর নাই। তিনি বিস্মিত হইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, দেখিলেন, কামিনী মুখমণ্ডলের বসন কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া বসন্তকুমারীর প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহার নয়ন ভঙ্গিতে বোধ হইল, কিছু বলিবে। ইন্দ্রভূষণ অভিপ্রায় বুঝিয়া সরিয়া গেলেন, বলিলেন, যদি কোন বক্তব্য থাকে শীঘ্রবল, সঙ্কুচিত হইতেছ কেন? এখানে অন্য কেহই নাই!

কামিনী পুনর্ব্বার কুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

কুমার ও দ্রুতপদ বিক্ষেপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, কামিনীর মুখমণ্ডল সমুজ্জল, যৌবন সগর্ব্বে বহঃস্থল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।

রমণী লোল হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক চমকিতা হইয়া এবং কর্ণের নিকটে অতি মৃদুস্বরে কি কহিল।

ইন্দ্রভূষণ বিস্মিত হইলেন।

যুবতি উৎকণ্ঠিতান্তঃকরণে সত্বরপদে প্রস্থান করিল।

কুমার কহিলেন,"একটু অপেক্ষা কর, কোথায়, কোন্ সময়ে, লিয়া যাও।" উত্তর পাইলেন না।

অধিক বিস্মিত হইয়া তাহার অনুধাবন করিলেন, দশ বার গমন করিবামাত্র তাঁহার গতিরোধ হইল, দেখিলেন সরোবরের পূ পার্শ্বে দুইজন পুরুষ অতি প্রচ্ছন্নভাবে ভবনাভিমুখে যাইতে তাহাদের পৃষ্ঠে ও উষ্ণীষে অল্প চন্দ্রালোক পতিত হওয়ায় নক্ষ মণ্ডলের ন্যায় আভা নিঃসৃত হইতেছে।

তাহাদের কি অভিসন্ধি! কোথায় যাইবে! এই জানিবার নি মিত্ত কুমার নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাহারা সরোবর অতিক্রম করিয়া বকুল কুঞ্জে প্রবেশ করিল।

ঐ কুঞ্জের মধ্যস্থলে প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী, তাহার চতুর্দ্দিকে বকু

বৃক্ষরাজিতে এরূপ আবৃত যে, দিবসেও সূর্য্য কিরণ পতিত হয় না।

তাহাদের গূঢ়াভিসন্ধি কিছুই লক্ষিত হইল না, দুই এক পদ করিয়া কুঞ্জের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন, ভাবিলেন," ইহারা কি রাজপুত সেনাপতি, না! এরূপ হীরক মণ্ডিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ রাজপুত সৈন্য মধ্যে কখনই সম্ভবে না। ইহারা শত্রু, আমারই অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছে, নতুবা রজনীতে এরূপ গোপনে কেন প্রবেশ করিবে, যাহাই হউক, উপেক্ষা করা কোনমতে উচিত হইতেছে না।"

পশ্চাতে ভূষণের সহিত পদ শব্দ হইল, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন বসন্তকুমারী।

কুমারী কহিলেন,"যুদ্ধ করিতে হইবে কি, অসি উদ্যত করিয়াছেন কেন?"

ইন্দ্রভূষণ ব্যগ্রতা সহকারে তাঁহার মুখে হস্ত প্রদান করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন," কথা কহিও না, এখানে দুইজন যবন দুষ্টাভিসন্ধি করিয়া প্রবেশ করিয়াছে, আমি অবিলম্বেই দুষ্টাভিসন্ধির সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব, তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও।

কুমারী চমকিতা হইয়া ভ্রাতার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন," আপনার একাকী এ অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করা কখনই কর্ত্তব্য নয়, যদি শত্রু প্রবেশ করিয়া থাকে, আপনার আদেশ মাত্রেই ইহার প্রতিকার হইবে।"

ইন্দ্রভূষণ সহোদরা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া কুঞ্জমধ্যে প্রবলবেগে হস্তস্থিত অসি নিক্ষেপ করিলেন এবং স্নেহপূর্ণ বচনে বলিলেন ভগ্নী, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিলে।"

ঐ সময়ে (হা আল্লা) এই অস্ফুট শব্দ তাঁহাদের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল।

কুমারী ভীতা হইলেন।

ইন্দ্রভূষণ সহোদরার হস্তধারণপূর্ব্বক সত্বর পদবিক্ষেপে বাস ভব
নের বহিঃপ্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া দুই জন প্রহরীকে বলিলেন
"তোমরা শীঘ্র এই বকুলকুঞ্জে প্রবিষ্ট শত্রুদিগের প্রতি গুরুতর শাস্তি
প্রদান করিয়া আমাকে সংবাদ প্রদান কর।

প্রহরিদ্বয় আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সসস্ত্র হইয়া কুঞ্জাভিমুখে প্রস্থা
করিল, কুমারও অন্তমহলের বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান হইয়া সোৎসুক ন
য়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে চন্দ্রলোকে উদ্যান
শোভা অতিরমণীয় ও নির্ম্মল হইয়াছিল। কিন্তু বকুলকুঞ্জে এক
প্রগাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আপনা
হস্তপদাদিও দেখা যায় না।

দুইটা বন্দুকের শব্দ হইল।

কুমার অতিপ্রবল বেগে বারাণ্ডা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া
তরুরাজির নিকটে উপস্থিত হইলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "দিলি
সিংহ! বন্দুক ছুড়িল কে?"

ঐ সময়ে আর একটি শব্দ হইল, কুমার জানুদ্বয় অবনত করিয়া
ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার বাম বাহুমূলে প্রবলবেগে গুলিবিদ্ধ
হইয়াছিল, তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ধীরেং উঠিয়া দাঁড়াইলেন
এবং উচ্চৈঃস্বরে সেনাপতি অমর সিংহকে ডাকিতে লাগিলেন, ঐ স
ময়ে দেখিলেন, দুই জন পুরুষ কুঞ্জের দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া দ্রুতবেগে
প্রস্থান করিতেছে। তিনিতৎক্ষণাৎ প্রবলবেগে তাহাদের প্রতি অসি
নিক্ষেপ করিলেন, অসি লক্ষে পতিত হইল না, তিনি যাতনায় অতি
কাতর হইয়া ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, অমর সিংহ কতিপয়
বন্দুকধারি সৈন্যের সহিত আলোক হস্তে কুঞ্জ মধ্যেপ্রবিষ্ট হইলেন
দেখিলেন, বেদীর অনতিদূরে দুই জন প্রহরী গত জীবন হইয়া
রুধিরাক্ত কলেবরে ভূমিতে পতিত রহিয়াছে, একজনের কর্ণমূলে
বন্দুকের গুলি প্রবেশ করিয়া মস্তক দিয়া বহির্গত হইয়াছে, অন্যে

বাহু গুলিদ্বারা ভগ্ন, ও তাহার হৃদয়ে প্রবল অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন,
বেদীর উপরে এক খানা অসি পতিত রহিয়াছে। সেনাপতি দেখিবা-
মাত্র জানিতে পারিলেন যে, এই অসি যুবরাজের হস্তস্থিত। অসির
নিকট বহুল নরশোণিত পড়িয়া জমিয়া গিয়াছে। (প্রহরিদ্বয় জীবিত
আছে কি না) জানিবার জন্য তাহাদের অবয়ব বিশেষরূপে নিরী-
ক্ষণ করিয়া শীঘ্রই সেই ভূমি হইতে চলিয়া গেলেন, যাইতেং এই
চিন্তা করিতে লাগিলেন, "জগদীশ্বরের কৃপায় আজ যে শত্রুহস্তে
যুবরাজের জীবন রক্ষা হইয়াছে; এই আমাদের পরম লাভ।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রভূষণ সিংহের বাস ভবন।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত রজনীতে উত্তমরূপ নিদ্রা-
হয় না, ইন্দ্রভূষণ শয়ন গৃহের দক্ষিণ দিকের বারাণ্ডায় চৌপায়ার
উপর শয়ন করিয়াছিলেন। রজনী অবসান। বিহঙ্গকুল যেন পৃথি-
বীকে জাগরিত করিবার জন্য সুমধুর স্বরে স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল
ভগবান মরীচিমালী নক্ষত্র ও চন্দ্র মণ্ডল হইতে তেজোহরণ করিয়া
স্বশরীরের পুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পতি সোহাগিনী কমলিনী
কান্ত সন্দর্শনে প্রফুল্ল হইল। পতিপ্রাণা কুমুদিনী প্রিয়তমের পরা-
ভব দেখিয়া ক্রমে ক্রমে মলিনা হইতে লাগিল। কামিনীগণ বিহার
শ্রান্ত প্রিয়তমের বাহুপাশ উন্মুক্ত করিয়া অতিকষ্টে প্রাণকান্তের
বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কোন রমণী প্রিয়তম উঠিতে
উদ্যত হইলে ভুজপার্শ্বে দৃঢ়তর আবদ্ধ করিয়া রাখিল। কোন যুবতী

(ক্রান্ত পাছে উঠিয়া যান) এই আশঙ্কায় তাঁহাকে বাহুযুগল দ্বা
রায় বেষ্টন করিয়া কপট নিদ্রায় অভিভূতা হইল। কোন কামি
প্রাণপতির হৃদয় পরিত্যাগ করিয়া বিহার কালীন বিক্ষিপ্ত ভূষণা
পরিধান করিতে লাগিল। তখন পর্য্যন্ত মুখমণ্ডলে বিহার শ্রম জনি
ঘর্ম্মবিন্দু শুষ্ক না হওয়ায় তাহার বদনচন্দ্রমার অপূর্ব্ব মনোহারিত
প্রকাশ পাইল। ক্রমে সূর্য্যকিরণে জগন্মণ্ডল উদ্ভাষিত হইতে
লাগিল।

রজনীর অবসান প্রযুক্ত তখন ইন্দ্রভূষণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল না
নিদ্রাবেশে রজনীর সমস্ত ঘটনা তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হইতে
লাগিল। বারম্বার মুখ ভঙ্গি, ও তাহাতে সম্পূর্ণ ক্রোধের চিহ্ন
প্রকাশ পাইল। ক্রমে তাঁহার কোপ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি দক্ষি
হস্তে মস্তকের পার্শস্থিত নিষ্কোষিত অসি ধারণ করিয়া বেগে উ
থিত করিলেন।

বসন্তকুমারী সহোদরের নিকটে আসিতেছিলেন, দেখিলেন
ভ্রাতা অসি উদ্যত করিয়া স্বীয়দেহে আঘাতের উপক্রম করিয়াছেন
তিনি সত্বর গমনে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, "কি করেন"

কুমার সহোদরার বচনে প্রতিরোধিত হইয়া নয়নযুগল উন্মীলিত
করিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে!" তখন অসি হস্ত হইতে পতিত
হইয়াছিল।

কুমারী ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনি শীঘ্র বস্ত্র পরি
ধান করুন বোধ হয় নবাব আসিতেছেন।"

ইন্দ্রভূষণ নবাবের নাম শ্রবণমাত্র চমকিত হইয়া উঠিলেন। এ
সময়ে (ইন্দ্রভূষণ) এই শব্দ তাঁহার কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হইল, অব্যবহিত
পরেই নবাব সায়েস্তাখাঁ এক জন পারিষদের সহিত সম্মুখে উপ
স্থিত হইলেন।

কুমারী সৌদামিনীর ন্যায় অদৃশ্য হইলেন।

ইন্দ্রভূষণ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া নবাবের মুখের প্রতি চাহিয়া
রহিলেন, কিছুই অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না।

নবাব বলিলেন, "ইন্দ্রভূষণ তোমার সহিত আমার বিশেষ
পরামর্শ আছে।"

ইন্দ্রভূষণ বলিলেন, "যদি আগমন হইয়াছে, কিয়ৎকাল অব
স্থিতি করিয়া অভিলাষ পরিপূর্ণ করুন।" এই কহিয়া অতি সমাদরে
তাঁহাকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন।

তাঁহার সহোদরা তাঁহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিবার অভি
লাষে বাতায়নের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

সায়েস্তাখাঁ বিনীত বচনে বলিলেন, ইন্দ্রভূষণ, তোমার পিতা আ
মার পরম সুহৃত ছিলেন, তাঁহার অপ্রতিহত বীর্য্য প্রভাবে আমি
অনেকবার অতি সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছি। তোমাকে পুত্রবৎ
স্নেহ করিয়া থাকি, কিন্তু তুমি অতি সামান্য কারণে আমার প্রতি
গুরুতর দৌরাত্ম্য করিয়াছ। আমি তাহাতে তোমার প্রতি কিছু
মাত্র ক্রোধ করি নাই, কারণ আমার পুত্র আকবর খাঁ যদি এই
বিদ্রোহ উপস্থিত করিত, তাহাহইলে মনোমধ্যে কেবল মাত্র আ
ক্ষেপ হইত। তদ্রূপ তোমার প্রতি নির্ব্বিশেষ স্নেহ প্রযুক্ত অন্তঃকরণে
অত্যন্ত ক্ষোভ হইয়াছে।

ইন্দ্রভূষণ নবাবের মুখ বিনিঃসৃত বিনয়গর্ব্ভ বচনাবলী শ্রবণে
বিস্মিত হইয়া বিনয় নম্র বচনে কহিলেন, "মহাশয়, আমার বাল্য
স্বভাব সুলভ অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি আপনাকে পিতৃবৎ
বিবেচনা করিয়া থাকি, সম্পূর্ণরূপে ভরসা করি, যে আমার অজ্ঞা
নতা নিবন্ধন সকল দোষ নিশ্চয় বিস্মৃত হইবেন। আপনার নি
কটে অভিমান করিতে পারি বলিয়াই আপনার অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞার
অনুবর্ত্তী হই নাই, এক্ষণে আমার সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া
অনুকম্পা প্রদর্শন করুন।"

সায়েস্তাখাঁ প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "মানবগণ আত্মকৃত গর্হিত কার্য্যের প্রতিফল প্রাপ্ত না হইলে কদাচই স্বভাবের সংশোধন হইতে পারেনা, নতুবা সমাজ নিন্দিত কুৎসিত কার্য্যে ক্রমশঃ গাঢ় অনুরক্ত হইয়া নষ্ট হইতে পারে, এই কারণে আমি কেবল তোমার শিক্ষা দিবার মানসে অকার্য্যের শাসন করিয়াছিলাম। এক্ষণে সমুদয় গত বিষয় স্মরণ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা কিছুতেই নিবারিত হয় না। যাহা হউক এক্ষণে তোমার নিকটে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, অবিলম্বেই আমার সহিত যাইতে হইবে, এখানে সে বিষয় শেষ হইবে না।" এই কহিয়া নবাব উত্থিত হইলেন।

ইন্দ্রভূষণ সিংহ কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া নবাবের অনুসরণ করিলেন।

বসন্তকুমারী সহোদরকে নিঃশঙ্ক চিত্তে নবাবের অনুগমন করিতে দেখিয়া সাতিশয় চঞ্চলা হইলেন। তৎকালে তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল যে, নবাব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রিয়বাক্যে তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিলেন, এক্ষণে তিনি নিশ্চয় প্রিয়বাক্যে মুগ্ধ হইয়া প্রবল সঙ্কটে পতিত হইলেন। এই চিন্তা মনোমধ্যে প্রবল হওয়াতে পৃথিবী শূন্যময় অবলোকন করিতে লাগিলেন। লজ্জাভয় মন হইতে দূরীভূত হইল। কুলকামিনীগণের অকর্ত্তব্য রাজসভায় গমনে বাধিত হইলেন, অবিলম্বে তুরঙ্গারোহণে রাজভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্ববারে অতিশয় ভ্রম ছিল বলিয়া এবার পুনর্মুদ্রিত হইল। বোধ হয় মহাশয়েরা এবার অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

জীবন স্বপ্ন।

একদিন নিদাঘকালে, দিনমণি ঊর্দ্ধমুখ করনিকর জলদ কলাপে বিস্তৃত করিলে, যখন ধরাতল অসায়মুচিত আলোকময় হইয়া উঠিল; যখন প্রকৃতি মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে শান্তি শোভা পরিধান করিবার নিমিত্ত কর্ণসুখকর নিঃশব্দে অনুজ্ঞা করিতে লাগিলেন; যখন বিটপমালা কৌতুহলাক্রান্ত সম্বাদ-জিজ্ঞাসু সহোদরগণকে তাহার অনুজ্ঞাবার্ত্তা মধুর বচনে বলিয়া দিতে লাগিল; যখন সমীরণ দুর্ব্বিষহ তপনতাপ দূরীকৃত করিবার বাসনায় সরোবরে গাত্র প্রক্ষালন করিয়া স্নিগ্ধ শরীরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন আমি সায়ংকৃত্য সম্পাদনও পরমপিতা পরমেশ্বরের আরাধনা করিবার অভিলাষে রেবাতীরে উপস্থিত হইলাম। সুধাংশুর শীতল কিরণে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, নীলময়ী তটিনীর মন্দ মন্দ হিল্লোল কল্লোল দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনির্ব্বচনীয় সুখোৎপাদন করিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকই নিস্তব্ধ; আকাশে মেঘমালা মন্দ মন্দ সমীরণ তাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল; হীরককায় নক্ষত্রবৃন্দ সংসারের শোভা সন্দর্শন করিবার জন্য আকাশ মার্গে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল; বিহগগণ প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও অকস্মাৎ হৃদয়-বিকার-হারি-শান্তি ভাব নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিস্ময়-বদ্ধকণ্ঠ

হইয়া বৃক্ষোপরি আসীন হইয়া রহিল। এই সমুদায় অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় মধ্যে অসংখ্য ভাবনার উদয় হইতে লাগিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম মনুষ্য জীবন কি অবাস্তবিক; এবং এই প্রকার চিন্তা পরতন্ত্র হইয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলাম, মনুষ্য ছায়ামাত্র, ও তাহার জীবন স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে আমি অকস্মাৎ অদূরবর্ত্তী ভূধরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম, দিব-লোকরূপ-রাশীবিভূষিত জনৈক যুবক এক ক্ষুদ্রকায় বাদ্যযন্ত্র হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আমি দেখিবামাত্রই, তিনি অধর-দেশে বীণা বিন্যাস করিয়া সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীতের বিশুদ্ধ তানলয় পরিপূর্ণ মধুর নিনাদ এবং সেই মধুর নিনাদের অনির্ব্বচনীয় শ্রুতিসুখদায়িনী-ক্ষণ-পরিবর্ত্ততা শ্রবণ করিয়াই সেই সঙ্গীত ধ্বনি আমার অলোক সম্ভূত ও অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এই প্রকার লোক প্রবাদ আছে, ঐ বিজন পর্ব্বতে দেবযোনিরা বিচরণ করিয়া থাকে, এবং সময়ে সময়ে নিকটগামী পথিকগণকে সুললীত সঙ্গীত দ্বারা আহ্লাদিত ও পরিতৃপ্ত করে। ইতি পূর্ব্বে অনেকেই সেই অমৃত-রসবর্ষী-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন; কিন্তু কেহ কখন সেই কুমার বিনিন্দিত গায়ককে দর্শন করেন নাই। তাঁহার সেই হৃদয় বিকারী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আমার মনে মনে তাঁহার সহিত কথোপকথন সম্ভূত রসাস্বাদনে বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল; আমি বিস্মিত নয়নে তাহার ধর্ম্মজ্যোতিঃ বিস্ফারিত বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তখন তিনি হস্ত সঞ্চালন পুর্ব্বক আমাকে নিকটবর্ত্তী হইবার নিমিত্ত সঙ্কেতে আদেশ করিলেন। আমি দেবোচিত-সম্মান-পুর্ব্বক তাঁহার সমীপে গমন করিলাম, এবং তাঁহার সঙ্গীত প্রভাবে নিতান্ত

বশীভূত হইয়াছিলাম বলিয়াই, তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। তিনি সানুকম্প লোচনে আমাকে দর্শন করিয়া ঈষৎহাস্য করিলেন। তাঁহার আলোক সম্ভূত বিশ্রম্ভ তাঁহাকে অনতিবিলম্বেই আত্মীয়বৎ প্রতীয়মান করিল, এবং একবারেই আমার হৃদয় কন্দর হইতে সমুদয় ভয় ও চিন্তা নিরাকৃত করিয়া দিল। তদনন্তর তিনি আমাকে ভূমি শয্যা হইতে উত্তোলন করিয়া হস্ত ধারণ পুর্ব্বক বলিলেন, "দেবর্ষি! আমি তোমার আত্ম কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছি আমার অনুসরণ কর।"

দেব-যোনি তৎপরে আমাকে পর্ব্বতের উচ্চতম চূড়ায় লইয়া গেলেন, এবং তাহার শিখর দেশে উপবেশন করাইয়া বলিলেন, "সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, এবং যে যে বিষয় তোমার নয়নগোচর হয়, আমাকে বল"। আমি বলিলাম সম্মুখে এক বহু বিস্তৃত উপত্যকা এবং তথায় ভয়ানক বেগে ঘূর্ণায়মান তোয়োনিধি সদৃশ জলরাশি দেখিতেছি। তিনি কহিলেন যে উপত্যকা দেখিতে পাইতেছ উহা দুঃখের উপত্যকা এবং তথায় যে জলরাশি দৃষ্ট হইতেছে, উহা অনন্ত স্রোতের কিয়দংশ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি নিমিত্ত ঐ নয়ন গ্রাহ্যজল-স্রোত একপ্রান্তে নিবিড় কুজ্ঝটিকা বিনির্গত হইয়া অপর প্রান্তে পুনর্ব্বার তৎসদৃশ ঘোর কুজ্ঝটিকায় বিলীন হইতেছে? তিনি উত্তর করিলেন, তুমি যাহা অবলোকন করিতেছ, উহা কালাভিধান, অনন্ত সময়ের কিয়দংশ, তপন দ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে, এবং জগতের প্রারম্ভাবধি বিলয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনি বলিলেন দেখ এই জলধির, উভয় পর্য্যন্তদেশ নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন, এবং ঐ জলরাশির মধ্যদেশে যে যে বস্তু তুমি অবলোকন করিতেছ, আমাকে বল। আমি বলিলাম ইহার মধ্য ভাগে একটি সেতু বিস্তৃত রহিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি। তিনি কহিলেন

ইহা মনুষ্য জীবন, বিশেষ অনুধাবন পুরঃসর এই বিষয় বিবেচনা কর।

বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করিয়া আমি দেখিতে পাইলাম ইহা শতৈক খিলানময়, তন্মধ্যে দশানুঅশিতিটি অভগ্ন দেহ ও অপরগুলি জীর্ণ ও পতনোন্মুখ।

আমি ঐ গুলি গণনা করিতে আরম্ভ করিলে, দেব-যোনি বলিলেন, প্রথমে ঐ গুলি একলক্ষছিল, কিন্তু এক একবার প্রলয়কালে বহুসংখ্যক ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কেবল এই মাত্র অবশিষ্ট আছে, এবং তন্নিবন্ধনই সেতুর এই প্রকারে ভগ্নদশা। তিনি পুনরায় বলিলেন বৎস! তুমি সেতুর উপরিভাগে কি অবলোকন করিতেছ। আমি উত্তর করিলাম সংখ্যাতীত মানবগণ ইহার উপর দিয়া গমন করিতেছেন, এবং ইহার উভয় পার্শ্বে এক একখানি কৃষ্ণবর্ণ জলধর দোদুল্যমান রহিয়াছে।

আমি অধিকতর মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলাম; পথিকগণ গমনকালে সেতুর নিম্ন প্রেদস্থ তোয়োনিধি মধ্যে পতিত হইতেছে। তখন আমার দর্শনেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল; আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং দেখিতে পাইলাম অসংখ্য গহ্বর সেতুমধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। পথিকগণ ঐ প্রচ্ছন্ন গহ্বরগণের উপর পদ নিক্ষেপ করিবামাত্র জলরাশি মধ্যে নিমগ্ন ও অন্তর্হিত হইতেছে।

গহ্বরগুলি সেতুর প্রথম বিভাগে এরূপ ঘন সন্নিবেশিত যে, মনুষ্য বর্গের অধিকাংশই জলদ মণ্ডল ভেদ করিয়া বহির্গত হইবার অনতিবিলম্বেই পতিত হইতেছে কিন্তু যথায় খিলান গুলির কিয়ংদশ ও নষ্ট হয় নাই তথায়, তাহাদের সংখ্যা অধিক, এবং তাহারা পরস্পর ব্যবধান বিহীন।

সত্য বটে, কয়েক ব্যক্তি খঞ্জের ন্যায় গমন করিতে করিতে

ভগ্ন খিলান সমূহের নিকট উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাহারা সকলেই দীর্ঘকাল ভ্রমণে সম্পূর্ণ ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে নিপতিত হইতেছে। আমি কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিস্ময় জনক নির্ম্মাণ, এবং যে সমুদায় বিবিধ বস্তু অবলোকন করিয়াছিলাম তাহাই অনুধাবন করিতে লাগিলাম। বহুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গের প্রমোদকালেই নিপতন এবং পতনোন্মুখ হইয়া আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেক পদার্থাভিমুখে হস্ত প্রসারণ দেখিয়া আমার হৃদয় ঘোরতর বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকে চিন্তা মলীনবদনে ব্যোম দেশাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, এবং সমাধিকালেই পদস্খলিত হইয়া পতিত ও নয়নান্তর্হিত হইতেছে। অধিকাংশ ব্যক্তি আপাত মনোরম ও নয়নতৃপ্তিকর বিষয় লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু তাহারা যখনই অভিলষিত দ্রব্য হস্তায়ও বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে, তখনই দণ্ডায়মানাক্ষম হইয়া সাগর গর্ভে লীন হইতেছে। আমি দেখিতে পাইলাম, এই মহাগোলযোগ পরিপূর্ণ জনাতার মধ্যে কএক ব্যক্তি তরবারি, ও কয়েক জন ভিষজ্ পাত্র হস্তে করিয়া ইতস্ততঃ বেগে ধাবমান হইতেছে, এবং পথিমধ্যে সে সকল ব্যক্তি তাহাদের সন্মুখে পতিতহইতেছে; তাহাদিগকে সেতুস্থ গহ্বরে নিক্ষেপ করিতেছে। পথিমধ্যে ঐ সকল গহ্বরের অবস্থিতি ছিল এমন বোধ হয় না, এবং বোধ হয় ব্যক্তিবর্গ বলপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রেরিত না হইলে, অনায়াসে পরিত্রাণ পাইত।

দেবযোনি আমাকে এই প্রকার চিন্তা পরতন্ত্র দেখিয়া বলিলেন তুমি এই বিষাদ পরিপূর্ণ বিষয় অনেকক্ষণ অনুধাবন করিয়াছ, এক্ষণে সেতু হইতে নয়ন অপসৃত কর, এবং যে যে বস্তু অবলোকন করিবে তন্মধ্যে যে সকল দুর্ব্বোধগম্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহা আমাকে বিদিত করিবে। আমি ঊর্দ্ধদেশে নয়ন সঞ্চালন

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কতকগুলি পক্ষি কি নিমিত্ত সর্ব্বদাই সেতুর মধ্য ভাগের উপর দেশে উড্ডীয়মান রহিয়াছে ও সময়ে সময়ে তদুপরি উপবেশন করিতেছে? এবং বায়স গৃধিনী ও অন্যান্য বহুবিধ খেচরগণের মধ্যে যে কার্ম্মুকধারী যুবক অনৈসর্গিক ক্ষমতা বলে আকাশাসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, ইনিই বা কে? দেবযোনি উত্তর করিলেন, ইহারা দ্বেষ, অর্থ লালসা রতিবিলাস ইত্যাদি বিবিধ কুপ্রবৃত্তি। ইহারা সময়ে সময়ে মানবগণকে প্রবল যন্ত্রনা দিয়া থাকে।

আমি বিষাদে পরিপুর্ণ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিলাম হায়! মনুষ্য কি অনর্থক, তাহারা মৃত্যু ও দুঃখ পরতন্ত্র জীবনে কতদূর যন্ত্রণা সহ্যকরে এবং পরিশেষে কালকবলিত হয়! দেবযোনি সানুকম্পা হৃদয়ে বলিলেন এই মহাবিষাদ পরিপুর্ণ দৃশ্য পরিত্যাগ কর।

মানব অনন্তকালে উপস্থিত হইবার জন্য যে স্থান হইতে যাত্রা করিতেছে তাহা আর দেখিবার আবশ্যকতা নাই। জলধি নরগণকে যে নিবিড় কুজ্ঝটিকায় বহন করিতেছে, সেই স্থান নিরীক্ষণ কর। আমি তাহার আজ্ঞানুসারে নয়ন সঞ্চালন করিলে, বোধ হয় তৎ-প্রদত্ত কোন অনৈসর্গিক শক্তি প্রভাবেই হউক, বা তিনি নিবিড় কুজ্ঝটিকা তিরোহিত করিলেন বলিয়াই হউক, এক বহুবিস্তৃত উপত্যকা আমার নয়নগোচর হইল। ঐ উপত্যকার অপর প্রান্তে এক অসীম সমুদ্র এবং সেই সমুদ্রের মধ্য দেশে এক হীরক নির্ম্মিত সেতু এই সেতু সমুদ্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। তাহার এক দিক এরূপ মেঘাচ্ছন্ন যে তন্মধ্যস্থ কোন বিষয়ই আমার দৃষ্টি গোচর হইল না। কিন্তু অপর দিকে দেখিতে পাইলাম সমুদ্র অসংখ্য দ্বীপ সঙ্কুল এবং ঐ দ্বীপমালা ফুল-ফল শোভিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দ্বীপ

শ্রেণীর মধ্যে সাগর শাখা প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে অধিকতর উজ্জ্বলীকৃত করিতেছে। আমি দেখিতে পাইলাম সুন্দর বেশভূষা পরিশোভিত ব্যক্তিবর্গ শীরোদেশে পুষ্পমালা ধারণ করিয়া বিটপশ্রেণীর মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতেছেন। তাহারা কখন নির্ঝরপ্রান্তে কখন পুষ্পস্তূপের উপর উপবেশন করিতেছেন। বিহগগণের মধুরস্বর, জলরাশির মৃদু মৃদু কলরব, মানবগণের সুললিত শব্দ ও বাদ্য যন্ত্রের বিশুদ্ধ তানলয় পূর্ণধ্বনি পরস্পর বিশৃঙ্খল রূপে মিশ্রিত হইয়াও মনোহর শ্রুতি মধুরতা সম্পাদন করিতেছিল। এই অভূতপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া আমার মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইতে লাগিল। আমার অভিলাষ হইতে লাগিল কশ্যপতনয়ের ন্যায় পক্ষ থাকিলে, আমি আকাশমার্গে তথায় উপস্থিত হইতাম। কিন্তু দেবযোনি বলিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে যে সকল গহ্বর দেখিয়া আসিয়াছিলাম তদভিন্ন ঐ মনোরম প্রদেশে উপস্থিত হইবার উপায়ান্তর নাই। তিনি বলিলেন যে সকল দ্বীপমালা তোমার সম্মুখে সুন্দর ও শ্যামল বেশ ধারণ করিয়া শয়ান রহিয়াছে এবং যদ্দ্বারা তোমার দৃষ্টিগোচর সমস্ত সাগর প্রদেশ অলঙ্কৃত হইয়াছে, উহাদের সংখ্যা সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকারাশী অপেক্ষাও অধিক। তুমি যে দ্বীপ শ্রেণী দেখিতে পাইতেছ, ইহাদের পশ্চাদ্ভাগে কোটী কোটী দ্বীপ আছে, তুমি ইহাদিগকে নয়ন গোচর বা মনেও কল্পনা করিতে পার না। ঐ সকল ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি বর্গের আবাস। তাহারা যে প্রকার যে পরিমাণে সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তদনুসারে এই দ্বীপ কলাপে আবাস পাইয়া থাকেন; এবং ঐ দ্বীপ শ্রেণী অধিবাসিগণের রুচি ও অভিলাষানুযায়ী আনন্দে পরিপুর্ণ; প্রত্যেক দ্বীপই অধিবাসিগণের পক্ষে স্বর্গ স্বরূপ। হে দেবর্ষি! এই সকল কি অনুসরণ যোগ্য নহে? যে জীবন দ্বারা এই প্রকার পুরস্কার-দ্বার

উদ্ঘাটিত হয়, তাহা কি দুঃখ জনক? যে মৃত্যু তোমাকে এই প্রকার সুখপরিপুর্ণ প্রদেশে বহন করে, তাহা কি ভয়ার্হ? যাহার জন্য এইরূপ অনন্তকাল সঞ্চিত, তাহার সৃষ্টি অনর্থক বিবেচনা করিও না"। আমি বর্ণনাতীত আনন্দ সহকারে ঐ সুখময় দ্বীপমালা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পরিশেষে আমি বলিলাম হীরকময় সেতুর অপর প্রান্তস্থ জলদ মণ্ডলে যে যে বস্তু লুক্কায়িত তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন। দেবযোনি কোন উত্তর করিলেন না; আমি পুনর্ব্বার বলিবার উদ্যোগ করিলাম কিন্তু দেখিলাম তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি তৎপরে পুনর্ব্বার ঐ বিষয় দেখিবার জন্য প্রয়াস করিতে লাগিলাম কিন্তু ঘুর্ণয়মান জলরাশি, খিলানময়-সেতু এবং সুখপ্রদ দ্বীপগণের পরিবর্ত্তে নর্ম্মদার জল, রাখাল, ও গো মেষ ইত্যাদি পশুগণ আমার নয়ন গোচর হইল।

সমাপ্ত।

১৩

এই রূপে বোধ হীন জননী জনক
সর্ব্বনাশ করেছিল---অভাগা বালক!
দেখিতে মনের সাধ বধূর বদন,
জানিত না তারা কভু হইবে এমন;
ধাইতে স্বরগ পানে ঘটিল বিষাদ,
সাধের আশার মূলে ঘোর পরমাদ!
উড়ো উড়ো পাখী সম হইল তনয়,
সেই রমণীর প্রেমে বিমুখ হৃদয়;
কোথায় তাদের প্রেম, বিনোদ স্বপন;
কণ্টকিত হ'ল খালি দুয়ের জীবন;
একের মরণে হবে অপরের সুখ,
তা 'না হ'লে চিরকাল প্রণয়-বিমুখ!
যেমন অবোধ মন হিন্দুর কুমার
মাটির পুতুলে দেয় পশু উপহার;
হইবে দেবের তুষ্টি, যাইবে ত্রিদিবে,
পূজার পুণ্যের ফল তথায় পাইবে;
ললিতের পিতা মাতা তেমনি তখন,
করেছিল সুখ তরে তাহারে অর্পণ।
কোথায় সে শোভাময় বাসব ভবন,
কোথায় রে তনয়ের সুখের জীবন?

হতভাগা জীব সুধু হারাল পরাণ,
ললিতের ভাবী আশা করিল পয়ান !

১৪

নীলাকাশে শোভে যথা বিভাময় শশী,
ঝলমল করে রূপে বিরহিত মসি ;
তেমনই ললিতের বিশাল হৃদয়ে
রাজিত শৈশব রূপ সমুজ্জ্বল হয়ে।
পড়িল পৃথিবী ছায়া শশীর উপর,
লুকাইল সুধাময় কিরণ নিকর ;
ললিতেরো অন্তরেতে নবীনা মূরতি-
আবরিল শৈশবের প্রেমিকার জ্যোতি ;
রাজে নব প্রতিবিম্ব গগণ উপর,
রাজে নব প্রতিবিম্ব হৃদয় ভিতর ;
সেই প্রতিবিম্ব দেয় শ্যামিকা অবনী,
রূপসী ললিতা দেয়---পরের রমণী !
ললিত পরের ধন চাহেনি কখন,
বাসনা করেনি নিতে পর সিংহাসন।
লইয়ে আপন ধন সন্তুষ্ট পরাণ,
আপনার জ্ঞানে ছিল মুনির সমান ;
সেই ধন সাধন করিত পরহিত,
সেই জ্ঞান পরমাঝে হ'ত বিতরিত।
শুনিবারে চাহিত না বাধিতের স্বর,

আনন্দিত কৃতজ্ঞের বচন নিকর ;
আশা করিত না কভু প্রতি উপকার,
তাহার বিপদ মাঝে কৃতজ্ঞ উদ্ধার।
চাহে নাই পরধন, পরের সম্মান,
পরের দাসত্ব, আর পরের পরাণ ;
চাহিল পরের সুধু রূপসী রমণী,
তাহার প্রধান ধন, বিশ্ব শিরোমণি !

১৫

একদা শৈশবে শিশু কুসুম শয়নে
যখন খেলিতেছিল কুসুমের সনে ;—
এফুল ওফুল লয়ে প্রমোদ ক্রীড়ন,
অধরে মধুর হাসি, প্রভাত কিরণ ;
চটুল নধর তনু দেখিতে সুন্দর,
নীল বেশে শোভা পায় কমল উপর ;—
তখন আসিয়ে সব অমর সুন্দরী
বেষ্টন বালকে সেই চারিদিকে করি,
দাঁড়াইয়েছিল, দিতে প্রেম উপহার,
প্রত্যেকের প্রভাবের প্রসাদের সার।
চাহিয়ে অবোধ শিশু সবিস্ময় মনে,
একে একে অগ্রসর তারা যেই ক্ষণে ;
চৌদিকে খেলিল বায়ু ত্রিদিব সুবাস,

হাসিল কুসুম-রাশি, হাসিল আকাশ।
প্রথমেতে আসিলেন সারদা আপনি,
দিলেন মোহিনী বীণা, কৃপাণ, লেখনী ;
তার পর আসিলেন কমলা-সুন্দরী,
দিলেন প্রচুর ধন কমল-ঈশ্বরী ;
পরে আসিলেন তথা মদনমোহিনী,
দিলেন অতুল রূপ রতিবিনোদিনী ;
রাক্ষসী অলক্ষ্মী এল শেষেতে সবার,
এক ভীম বিষধর দিল উপহার।
শোভে তার শিরোদেশে-প্রভাময় মণি,
তাহার আভায় খেলে বিজলী আপনি ;
স্বভাব রঞ্জিত দেহ দেখিতে চিকণ,
উহাই, ললিত, তব রমণীরতন !
দেখিয়ে সুন্দর রূপ ভুলিবে পরাণ,
যখন করিবে তুচ্ছ পবিত্র সম্মান,
আদরেতে আলিঙ্গন করিবে হৃদয়,
বিষম ছোবলে হবে জীবন সংশয় !

১৬

শ্যামল মেদিনী তলে মাঠের মাঝারে
শ্যাম দূর্ব্বাদল রাজে নবীন বাহারে।
বিহরে তাদের মাঝে চারু প্রজাপতি,

বিবিধ বরণ-তনু মোহন-মূরতি ;
সহসা দেখিলে মনে হেন বোধ হয়,
সঞ্চরে কুসুম যেন নবশোভাময়।
দেখি সে অপূর্ব্ব রূপ বালক চপল,
ধরিতে তাহারে করে বিবিধ কৌশল ;—
যাইয়ে নীরব পদে-এই ধরে ধরে—
হায়রে অমনি উচ্চে শলভ বিহরে !
কোথায়রে পতগের চিকণ বরণ,
বৃথা পথ ক্লেশে, হায়, ব্যথিল চরণ ;
হ'ল না হ'ল না মনে সেই সুখোদয়,
অবশেষে সকাতর নীরব হৃদয় !
যদি প্রজাপতি ধরে বালক চপল,
নিদারুণ স্বেচ্ছাচার তাহার সফল ;
পতগের শিরোমণি সেই শোভাময়,
ধরিতে যাহারে এত আকুল হৃদয়,
হায়রে অঙ্গুলী পাতে সে হয় বিকৃত,
চিকণবরণ তার হয় অপহৃত।
তেমনি রূপের রাশি ভুলায় লোচন,
ভুলাইয়ে ছিল, হায়, ললিতের মন ;
তারো আঁখি কেঁদেছিল না পেয়ে প্রিয়ারে,
ভীষণ নিরাশা সদা দহেছিল তারে ;
বয়সেতে বৃদ্ধতর বালক চপল,
পতগ হইতে চারু নব শোভাদল !

নিজের প্রেমিকা তার পরের এখন,
হায়রে কোথায় পাবে সুখ দরশন?
ফিরিল তরুণ তবে আঁধার হৃদয়,
আবার নয়ন পথে শলভ উদয়;
আবার তাহার তরে উৎসুক ধাবন,
মিলিল হৃদয়ে এবে রমণীরতন।
হইলরে দম্পতীর পাবন প্রণয়,
হয় নাই লোক সিদ্ধ ছার পরিণয়!
মনের সে ভাব, যাহা সতত সমান,
হইবে না অপগত থাকিতে পরাণ;
বিপদে, সম্পদে, কিম্বা সাগরে, ভূধরে,
যাহা তার হৃদাগার আলোকিত করে;
সময়ে বিলুপ্ত যাহা কখন না হয়,
শত বরষেও তবু সমান প্রণয়;
যদি সে মনের ভাব হয়রে পাবন,
ছিল সেই ভাল বাসা, বাসার মতন।
কিছার মিছার বিয়ে, অসার, নীরস,
সাধের প্রণয় কিরে বাসনার বশ?

১৭

যখন নয়নে হলে নয়ন পতন,
তখনি বাসিল ভাল উভয়ের মন।
বহিল ললিত চিতে অমিয়ের ধারা,

ললিতা তাহার হ'ল নয়নের তারা।
সদাই অধরে হাসি, কে জানে কেমন,
তদবধি হয়ে গেল ললিতের মন।
হইল জীবন যান ললিতা-আধার,
খুলে গেল নন্দনের ফুলময় দ্বার।

কে বলে ত্রিদিব রাজে আকাশ উপরে,
সুধার ভাণ্ডার আছে অমর নগরে?
কে বলে বিরাজে সুখ তাপস-হৃদয়ে
নাচে বিদ্যাধরী সুধু বাসব-আলয়ে?
কে বলে রতন মিলে গভীর সাগরে,
ফোটেরে কমলকলি খালি সরোবরে?
হায়রে প্রেমিক, তব প্রফুল্ল হৃদয়
বিষাদের জগতের আনন্দ নিলয়!

যেই দিন সে রতনে করিল দর্শন,
হয়ে গেল ললিতের অপূর্ব্ব ধরণ।
তদবধি পরিহরি প্রাসাদ সুন্দর
বিজন বিহারে সুখী হইল অন্তর।
কভু বা নিকুঞ্জ মাঝে, কভু নদী তীরে,
প্রান্তরে, পর্ব্বত চূড়ে কভু ধীরে ধীরে
বেড়াইত, ভাবনাতে মানস মগন;
নাহিক বাহ্যিক জ্ঞান পাগলের মন।

ভাবিল সে পৃথিবীর গোলত্ব কারণ—
কেনবা কলঙ্কী হ'ল গগণমোহন—
কেন বা রমণী হেরি ভুলে যায় প্রাণ,
হয়ে যাই সকলেই পাগল সমান;
ভাবিল সে জয়দেব-কালিদাস কবি—
প্রভাতের আরক্তিম তপনের ছবি—
মহাশ্বেতা—পুরুরবা—শচী—পারিজাত—
মহাবীর লঙ্কেশের সবংশে নিপাত;
ভাবিল সে সরোবরে ফুটেছে কমল,
আর প্রিয়া ললিতার লোচন যুগল!

দেখিল সে শোভাময় ফুলের কাননে
দাঁড়ায়ে অমরবালা আনত আননে;
করে বিনোদিনী-বীণা প্রেমগান গায়,
মধুর ললিত সুরে শ্রবণ জুড়ায়;
শুনিয়ে সে প্রণয়ের মধুময় গান,
লতিকা সুন্দরী নাচে, পিক ধরে তান।
দেখিল কানন মাঝে ললিত যুবতি,
উহাইরে ললিতার মোহিনী মূরতি!

লিখিত নূতন ভাষা গাছের পাতায়,
তাহাই পড়িয়ে যেন জীবন জুড়ায়।

মাসিক প্রকাশিকা।

"——— সময় পাইলে
যতনে করিব কর্ম্ম কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে,
না করিব লাজ ভয় নিষ্ফল হইলে।"

২র খণ্ড] অগ্রিম বার্ষিক ১।০ টাকা [১ম সংখ্যা।

ইন্দুর ও বিড়াল।

শ্বেতশ্মশ্রুধারী ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, সিন্ধু হইতে মেঘনা, ও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যে চিরবিখ্যাত আর্য্য জাতি বাস করেন, যাঁহাদের জ্ঞানালোকে সমস্ত জগৎ আলোকিত, যাঁহাদের সভ্যতা মিসর ও গ্রীসের উন্নতির আদর্শ, যাঁহাদের ভাষা প্রচলিত অধিকাংশ ভাষার মূল স্বরূপ, সেই আর্য্য জাতি ভারতবর্ষের আদিম বাসী নহেন; তাঁহারা সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দু স্থানে বাস করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের যুক্তি প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি, ভারতবর্ষে যে বিড়ালশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কাবুল হইতে আগত। কারণ, যখন ভারতবর্ষের সকল দ্রব্যই পশ্চিম হইতে আনীত, এমন কি গঙ্গানদীও পশ্চিম হইতে প্রবাহিত, তখন বিড়ালগণের পশ্চিম হইতে আগমন অনুমানবিরুদ্ধ নহে। অপিচ দৃষ্ট হইতেছে।

১ম। উভয়েই বিড়ালাখ্য।

২য়। কাবুলি বিড়াল ও ভারতবর্ষীয় বিড়ালের ভাষাগত বহু সাদৃশ্য আছে, উভয়েই "ম্যাও" "ম্যাও" করিয়া ডাকিয়া থাকে

৩য়। উভয়েই শ্বেতবর্ণ, কেবল কতকগুলি অনেক দিন এদেশী জল বায়ু দোষ বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণকায় হইয়া গিয়াছে।

৪র্থ। বিড়াল যে বাটীতে থাকে তাহার প্রতি অতিশয় স্নেহশীল এক স্থান পরিত্যাগ ভিন্ন এতদূর স্নেহাতিশয্যের অপর কার লক্ষিত হয় না।

মূষিকেরা ভূমির মধ্যে বাস করে, তাহারা কদাচিৎ উপ দেশে দৃষ্ট হয়। ইহাতে অনুভূত হয়, ইহারা ভূমির যথার্থ অধিকারী এবং ভূমির প্রতি সম্পূর্ণ স্নেহশীল। মূষিকেরা কৃষ্ণ কায়, ক্ষুদ্রাকৃতি। তাহারা যে এদেশের আদিম নিবাসী অর্থাৎ কোন স্থান হইতে আনীত নহে, ইহা প্রমাণ করিবার আব শ্যকতা নাই; কারণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, বিড়ালগণে ভয়াবহ শ্বেতমূর্ত্তি অনুগ্রহ করিয়া অপসৃত হইলেই তাহার ভূমির উপর লম্প ঝম্প করিয়া ইন্দুরত্ব করে। যদিও মূষিকের ভূমির যথার্থ অধিকারী, কিন্তু তাহারা এককালে ভূস্বামী বাচ্য হইবে একথা বলা অন্যায় ও অসঙ্গত। কারণ ভীরুতা তাহা দের মহৎ দোষ; তাহারা স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারে না, সকল কার্য্যেই অপরাবলম্বী। চাউল, ধান্য ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের বৃহদাকার ভাণ্ডারের নিম্নে যাহা কিছু পাইয়া থাকে, তাহাতেই মহানন্দচিত্তে কালাতিপাত করিয়া থাকে, এবং এই প্রকারে কাল যাপন করিতে পারিলেই ইন্দুর সমাজে অতিশয় মাননীয় হইয়া থাকে। অনেক ইন্দুর বিলক্ষণ চতুর। তাহারা পূর্ব্বোক্ত ভাণ্ডারশ্রেণীর নিম্ন দেশে অলক্ষিতরূপে গর্ত্ত খনন

করে, তদ্দ্বারা ভাণ্ডারস্থ সমস্ত দ্রব্য ক্রমে ক্রমে আত্ম গহ্বর- সাৎ করে। মূষিকগণ এই প্রকার গর্ত্ত খনন করিতে বিলক্ষণ দক্ষ। তাঁহারা সময় পাইলেই ছাড়িয়া কথা কন না, কেবল ভীরুতা ও প্রহার ভয় নিবন্ধন অনেক স্থানে চুপ করিয়া থাকেন। যে মূষিক এই প্রকারে দুই চারিটি ভাণ্ডার নিঃসত্ব করিতে পারি- য়াছেন, তিনি মূষিকসমাজে অতিশয় প্রতিপন্ন ও সুখ্যাতি- ভাজন। মূষিকগণ স্বভাবতঃ এই প্রকার নীচ প্রবৃত্তি, কি ভয়ে এই প্রকার হইয়া গিয়াছে, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা নিতান্ত দুরূহ নহে। বোধ হয় ভয়ই তাহাদের সর্ব্বপ্রকার নীচ প্রবৃত্তির কারণ। তাহারা, যদি বিড়ালগণের ন্যায় এক ছাদ হইতে আর এক ছাদে লাফাইয়া আসিতে পারিত, যদি তাহারা নিঃশঙ্ক- চিত্তে ভক্ষ্য দ্রব্য আক্রমণ করিতে পারিত, তবে তাহারা এতদিন নিঃসন্দেহই ভাণ্ডারের উপর বসিয়া ইন্দুরত্ব করিত। যতদিন তাহারা ভাণ্ডার-চ্যুত দ্রব্যলাভেই পরিতৃপ্ত থাকিবে ও ভাণ্ডারের অধোদেশে বাস করিবে, তত দিন তাহাদের কোন প্রকার সৌভাগ্যের আশা নাই। ভাণ্ডারের নিম্নে থাকিলে মূষিকগণের মঙ্গলের আশা নাই বলিয়া ভাণ্ডার তাহা- দের কোন অংশেই অপকারক নহে। অনেক মূষিক ভাণ্ডারে ভক্ষ্য পাইয়া বিলক্ষণ সবল সতেজ হইয়া থাকে এবং আহারান্তে যখন ভাণ্ডার হইতে প্রত্যাগমন করে, তখন আমরা কূপের সন্নি- কটে বসিয়া দেখিয়াছি, অনেক মূষিক সামান্য বিড়ালগণকে গ্রাহ্য করে না বরং সুবিধা পাইলে বিড়ালের তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া দুই একবার ঝটাপটিও করিয়া থাকে, কিন্তু এপ্র- কার মূষিক অতি দুর্লভ। কলিকাতা ভিন্ন অন্য স্থানে দৃষ্ট হয় না (পর্ব্বতে কি হয় বলিতে পারি না)। অন্যত্র ইন্দুরেরা এরূপ

নিস্তেজ ও নির্ব্বল যে একটি সামান্য বিড়ালই ইন্দুর শীকা
করিয়া থাকে। যাঁহারা পল্লিগ্রামে গিয়াছেন, তাঁহারা জানে
যে গৃহস্থের বাটীতে অত্যন্ত মূষিকের দৌরাত্ম্য, তথায় এক
কাল বা শুভ্রকান্তি বিড়াল আছে। বিড়ালের কেমন ক্ষমত
কেমন তেজ, কেমন গাম্ভীর্য্য, কেমন সাহস, একাকী গৃহস্থে
সমস্ত ইন্দুরগণকে ভয়ে কণ্টক প্রায় করিয়া রাখে। বিড়া
মহাশয় অপকার করুন্ বা না করুন্, তাঁহার বহির্গমন হইলে
মূষিকেরা ভয়াকুল চিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করে। বহির্গত হই
তাহাকে আহার অন্বেষণ করিতে হয় না, ইন্দুরেরা ভয়ে
সমস্ত সুখাদ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, তিনি তদ্দা
স্বীয় লম্বোদর পরিপূর্ণ করেন। আমরা বলিতে পারি, ই
বিড়ালগণের মফঃসল যাত্রা বা বহির্গমন। তিনি তৎপরে গৃহস্থে
নিকটে আসিয়া ম্যেও ম্যেও করিয়া বহির্গমন রিপোর্ট জা
করেন। গৃহস্থ তাহার রক্তবর্ণ বদন দর্শন করিয়া আদরে ক
ভক্ষ্য দেন! বিড়াল এই প্রকারে দিন মধ্যে একবার বহির্গম
করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করেন এবং তৎপরে দীর্ঘায়তন বৃত্তা
বর্ণন করিয়া লাঙ্গুলোপরি উপবেশন পূর্ব্বক বিড়ালীর বদন নিরী
ক্ষণ করিতে করিতে দিনাতিপাত করেন।

বিড়ালগণ কখন কখন গৃহস্থের অনাদরণীয় হইয়া থাকে
দোষ প্রমাণ হইলে, গৃহস্থ তাহাদিগকে অপর বাটীতে প্রেরণ
করিয়া থাকেন কিন্তু সেখানেও সে ইন্দুর শীকার ভিন্ন অন্য কোন
কার্য্যে অভিষিক্ত হয় না—"ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র"। ইন্দুরেরা সবল
সতেজ হইলেও গর্ত্ত খনন ভিন্ন অপর কার্য্য করিতে পারে না এবং
নিতান্ত নির্দ্দোষী হইলেও গৃহস্থের সম্মুখে পতিত হইলে প্রহার
অভাবতঃ তাড়াহুড়োও পাইয়া থাকে। বিড়ালেরা শীর্ণকায় ও

নিস্তেজ হইলেও ইন্দুর শীকার করিবে এবং নিতান্ত অক্ষম
হইলেও বারবণিতাগণের অনুকম্পা ও প্রগাঢ় স্নেহ সহায়ে লাঙ্গুল
উৎফুল্ল করিয়া দর্পভরে ও বিকট বদনে বিচরণ করিবে এবং
সময় ও সুযোগ পাইলে লৌহতীক্ষ্ণধার হস্তপদাস্ত দ্বারা ইন্দুর-
গণকে ক্ষত বিক্ষত করিবে।

বিড়ালেরা অতিশয় সাহসী ও অধ্যবসায়শালী। তাহারা
একবার তাড়িত হইয়া কোন কার্য্য সহজে পরিত্যাগ করে না।
দেখিতে পাওয়া যায় বিড়ালেরা ক্ষণবিলম্বেই প্রহারযন্ত্রণা ভুলিয়া
যায়, এই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে "বিড়ালেরা আড়াই পা যাই-
লেই সকল বিস্মৃত হয়।" কিন্তু ইন্দুরেরা একবার ভয় পাইলে দুই
চারি দিবস বহির্গত হয় না। ইহা ইন্দুরগণের অধঃপতনের মূল
কারণ। অতএব আমরা ইন্দুরগণকে উপদেশ দিই তাহারা ভীরুতা
পরিত্যাগ করুক, তাহা হইলে বিড়ালেরা ভীতস্বভাব বলিয়া
নির্ভয়ে আক্রমণ ও ভক্ষণ করিতে পারিবে না।

আমরা কোন গল্পে পড়িয়াছি যে মূষিকেরা বিড়ালের দৌ-
রাত্ম্যে যার পর নাই যন্ত্রণা পাইয়া তাহাদের উৎপাত হইতে পরি-
ত্রাণ পাইবার জন্য একদা সকলে সমাহূত হইয়াছিল। অনেক
যুক্তির পর কোন বুদ্ধিমান্ মূষিক বলিল, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা
বাঁধিয়া দিলে তাহাদের বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহা
শুনিয়া কোন মূষিক বলিল, "ভাল" বিড়ালের গলায় ঘণ্টা
বাঁধিলে কোন বিপদের কোন্ সম্ভাবনা থাকিবে না যথার্থ বটে,
কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বিড়ালের গলায়
ঘণ্টা বাঁধিয়া দিবে।" তদবধি মূষিকেরা ঘণ্টা বাঁধা অভিসন্ধি
পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা সময়ে সময়ে বিবিধ প্রকার উপায়
উদ্ভাবন করিয়া থাকে। কোন মূষিক বলিল, বিড়াল ও মূষিকে

পরস্পর বিবাহ দিলে কোন উৎপাতের সম্ভাবনা থাকিবে না
তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা নিতান্ত হাস্যজনক নহে
তিনি বলেন, বিড়ালেরা শুভ্র কান্তি ও মূষিকেরা কৃষ্ণকায়; অতএ
উভয় সংস্পর্শে মূষিক গর্ব্ভজাত সন্তানগণের শুভ্রকায় হইবার খু
সম্ভাবনা; অন্ততঃ বর্ণের পারিপাট্য জন্মিবে। ভীরুস্বভাব মূষি
কেরা বীরস্বভাব বিড়াল-সহবাসে তেজস্বী মূষিক উৎপাদন করি
এবং তাহা হইলেই ভাবী মূষিকবংশ তেজস্বী হইয়া উঠিবে
অপিচ পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইলে বিড়ালেরা মূষিকগণের প্রতি এ
দৌরাত্ম্য করিতে পারিবে না। কোন বৃদ্ধ মূষিক উত্তর করিল
"এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু আমাদের চিরকাল বিশ্বাস আছে বিড়
লেরা সময়ে সময়ে শাবক ভক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব ভয় হ
পাছে প্রয়োজন বশতঃ জুপিটারের মত স্ত্রীপর্য্যন্ত ভক্ষণ করে"।
ইহা শুনিয়া কোন নবীন মূষিক সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন "কেন
আমরা মূষিক থাকিয়াই বিড়াল হইব। আমরা কাবুল যাইব
তথায় থাকিয়া বিড়াল-স্বভাবাপন্ন হইব এবং সকল কার্য্য বিড়া
লের ন্যায় সম্পন্ন করিব। তৎপরে মূষিকবংশ উৎকৃষ্ট করিব।"
কোন বিজ্ঞ মূষিক নবীন মূষিকের সতেজ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া
বলিল, 'মূষিকেরা যে বিড়াল হইবে ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়
বটে, কিন্তু মূষিকেরা বিড়াল হইবে এই কথাটি কেমন যুক্তিসিদ্ধ
তাহা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেই বোধগম্য হয়। মূষিকগণের
বিড়াল হইবার বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু ভয় হয়
পাছে মূষিকেরা বিড়াল হইয়া বিড়ালই থাকিয়া যায়; আর মূষিক
না হয়, এবং মূষিকবংশকে ঘৃণা করে; ও মূষিকের খাদ্য না খায়।
আমাদের দন্ত বিড়ালের দন্ত অপেক্ষা অতীক্ষ্ণ নহে বরং অতিশয়
তীক্ষ্ণধার; আমি জানি বিড়ালেরা যে স্থানে দন্তস্ফুট করিতে

পারে না আমরা তথায় গর্ত্ত খনন করিয়া থাকি। আমরা যে সকল
বৃহৎ বৃহৎ ভাণ্ডারে রজ্জুচ্ছেদ করিয়া প্রবেশ করি, বিড়ালেরা
কেবল তথায় সাধারণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করে। বিড়ালেরা কেবল
শারীরিক বলেও বিড়াল জাতি বলিয়া অনেক কার্য্য করিয়া থাকে,
বস্তুতঃ আমাদের দন্ত বিড়ালগণের অপেক্ষা তীক্ষ্ণ অতএব আমার
সম্পূর্ণ আশা আছে মূষিকেরা বিড়াল হইলে শ্রেষ্ঠতর বিড়াল
হইবে।" সভা কিচ্ কিচ্ ধ্বনিপূর্ণ হইল, ইহা শুনিয়া কোন বিজ্ঞ
প্রৌঢ়াবস্থ মূষিকবর গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি বলিলেন,
"যথার্থ বটে, মূষিকেরা বিড়াল হইলে, মূষিকত্ব পরিত্যাগ করিবে,
তেজস্কর মাংস ভক্ষণ করিয়া চাউলাদি কেন চর্ব্বণ করিবে? মূষি-
কের খাদ্য ভক্ষণ করা দূরে থাকুক অপরিকৃত বলিয়া স্পর্শও করিবে
না। কিন্তু তাহারা ত বিড়ালী পাইবে না, তাহাদিগকে মূষিকা
গ্রহণ করিতে হইবে এবং মূষিকা সহবাসে কালাতিপাত করিতে
হইবে। তাহা হইলেই তাহারা অনেকাংশে 'পুনর্মূষিকা ভবিষ্যন্তি'।
কারণ, আমরা বিলক্ষণ জানি, আমরা যত ঊর্দ্ধে যাইতে চেষ্টা করি
না কেন, মূষিকাগণের কেমন প্রভাব আমাদিগকে যেন টানিয়া
রাখিয়া দেয়। অতএব বোধ হয় মূষিকারা এ বিষয়ে অনেক সাহায্য
করিবে। এবং যদি আকৃতিতে বিড়াল হইলে এত দূর বিপদ্
পাতের সম্ভাবনা তবে আমাদের আকারে বিড়াল হইবার আব-
শ্যকতা নাই আমরা কার্য্যে বিড়াল হইব। যেমন সর্প মধ্যে মধ্যে
মোক পরিত্যাগ করে আমরাও তদ্রূপ ইন্দুরত্ব পরিত্যাগ
করিব। ফলে আমরা বিড়াল হইব কিন্তু ইন্দুরসমাজে আমা-
দিগকে ইন্দুর ভিন্ন অন্য কোন অভিধানদ্বারা আহ্বান করিবে না।"
তাহার মত শুনিয়া কেহ কিছ্ কিছ্ ধ্বনি করিল না, কেহ গাত্রো-
ত্থান করিল না। অনেকে মনে মনে বলিল তাঁহার অর্থ বুঝা দুষ্কর

এবং অনেক ইন্দুর ও বিড়াল বিবাহ সম্প্রদায়ভুক্ত অর্দ্ধ-বিড়ালে
ন্দুর মহাশয়গণ বলিলেন তাহার মত ধর্ম্মের অপর দিকে যাই
তেছে। সে যাহা হউক, তাহার কথায় আস্থা করুক বা না করু
অনেক ইন্দুরই এই প্রকার কার্য্য করে।

দেখিতে পাওয়া যায় অনেক মূষিক একত্র বাস করে
তাহারা কি নিমিত্ত একত্র থাকে বলিতে পারা যায় না। আম
এই মাত্র বলিতে চাই একত্র বাস মূষিকগণের অপকারক
আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি মূষিকেরা তাহাদের তীক্ষ্ণ দন্তে
শ্লাঘা করে, তাহারা অনেক বন্ধন ছেদ করিতে পারে। কি
যদি একত্র বাসবন্ধন ছেদ করিতে না পারে তবে তাহাদে
দন্তের তীক্ষ্ণতা বিষয়ে অহঙ্কার করিবার প্রয়োজন নাই। তাহার
বিবিধ প্রকার রজ্জুচ্ছেদ করিয়াছে এবং আমরা কোন গল্পে
পড়িয়াছি এমন কি পশুরাজ সিংহকে দন্তবলে জালমুক্ত করি-
য়াছে। এরূপ কার্য্য যাহাদের অনায়াসসিদ্ধ, তাহাদের কি
সামান্য একত্র বাসবন্ধন এত দৃঢ়? যে রজ্জুতে বন্ধন থাকিয়া
তাহাদের এত অপকার, তাহা ছেদ করা কি এত দুঃসাধ্য? হা
ইন্দুরগণ! তোমরা কি এখন বুঝিতে পারিতেছ না একত্র বাস-
বন্ধন কতদূর অপকারক। যদি তোমরা তাহা ছেদ করিতে না
পার, তবে সকল দন্ত উৎপাটন করিয়া বা ভাঙ্গিয়া ফোগলা
হইয়া গৃহে বসিয়া থাক, এবং কখন দন্তের গৌরব করিও না।
হা মূষিকবৃন্দ! তোমাদের দন্ত দেখিয়া বোধ হয় তোমরা অনেক
প্রকার কার্য্য করিতে পার, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! তোমাদের দ্বারায়
সামান্য এক বাসবন্ধন ছিন্ন হয় না। দেখ, মনুষ্য তোমাদিগকে
বধ করিবার জন্য যে করাল কল প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা কাটিতে
আশা করা কতদূর নির্ব্বোধের কার্য্য! তাহার দন্ত আছে এবং

প্রচুর বলশালী। তাহা কাটিতে কখনও আশা করিও না এবং
আশা করিলে সে আশা কখনও সফল হইবে না। যে পাশে বদ্ধ,
তাহাই ছেদন কর।

পরিশেষে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে আমরা কখন কখন
দেখিতে পাই যে, কতগুলি ইন্দুর, বিড়ালের নিতান্ত অন্যায়
দেখিলে, একত্রিত হইয়া কিচ্ মিচ করিতে থাকে। তখন তাহারা
ঘরে বসিয়া কতপ্রকার কথা কহিয়া থাকে, অনুমানে বোধ হয়,
পরস্পর বলাবলি করে, এ বিষয় বিড়ালগণের কর্ণগোচর করা
যাউক। অনেক ইন্দুর সর্ব্বদাই বিড়ালগণের কর্ণগোচর করিতেই
নিযুক্ত; কিন্তু বিড়াল যখন তাহার কটা চক্ষু ঘুরাইয়া দৃষ্টিপাত
করে অমনি সকলে ভোঁ ভোঁ করিয়া কিচ্ কিচ্ করিতে করিতে
একবার গর্ত্তে হাজির হয়। আবার দুই চারি দিন পরে বহির্গত
হয়, কিন্তু ফলে কিচ্ কিচ্ করা ব্যতীত আর অন্য কার্য্যই সম্পা-
দিত হয় না।

প্রণয়।

পবিত্র প্রণয়, পবিত্র প্রেম
কোথায় বিরাজে কোথা সে হেম?
বারবণিতা বিলাস সদনে,
কি তার চাতুরী পূরণ মনে?

পাপ মলিন দুরাত্মা হৃদয়
নহে সে পবিত্র প্রেম আলয় ;
পঙ্কিল তড়াগে অরুণ আভা,
যথা সম্ভবে পাপে প্রেমশোভা ॥

সহ ধর্ম্মিণী বিশুদ্ধ হৃদয়ে,
সঁপি শরীর পরাণ প্রণয়ে
যতনে প্রেম-নীর ঝর ধরে,
তটিনী যেমতি সাগর তরে ॥

অমেয় মণ্ডিত পিশাচী বচন
পঙ্কিল সরে বিমল জীবন,
পশিলে বপু পরিলিপ্ত পঙ্কে,
পিয়িলে পরাণ কাঁদে আতঙ্কে ।

সহধর্ম্মিণী প্রচণ্ড তাড়না
নীলাম্বু লহরী ভীমদরশনা,
বিশিলে লাভ মুকুতা প্রবাল
বিবিধ সুন্দর রতন লাল

মধুর হাঁসি চটুল নয়ন,
বিধু নিন্দিত সুন্দর বদন,

মোহন মূরতি অমেয় ভাষ
কভুনা কভুনা প্রেম আবাস

রাঙ্গা সুন্দর পলাস ফুল,
কোথা গুঞ্জরে তাহে অলিকুল ;
কণ্টক পূরণ কেতকী কলি
ফুটিলে কেনরে পাগল অলি ?

মধুর প্রণয় অমেয় রসে
যে মুখনলিনী সদা বিকসে,
কেন না ধাইবে তায় মনভৃঙ্গ ?
অপরে প্রেম নয় কাম রঙ্গ

দেশ বিদেশ নগর পল্লিতে,
বৃথা ফিরিনু প্রণয় লভিতে !
পাপ পূরণ মদন লালসা,
দিলেনা দিলেনা সে ভালবাসা ॥

দিবা শর্ব্বরী কুমুদ রঞ্জন
অবনী পাশে করিছে ভ্রমণ।
পাইলে সুযোগ মাতিয়া সুখে,
দেয় অংশুমালা অবনী বুকে ;

পুরাতন ও আধুনিক বাঙ্গালা।

এই প্রস্তাব প্রকৃতরূপে সমাধা করা অতি দুরূহ। ব্যাসদেবকে ভারতের এককালের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি গণপতির সাহায্য ব্যতিরেকে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমাকে কত কত দেবের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে বলিতে পারি না। মৎসদৃশ ব্যক্তিরা যে কোন কালেই কোন কার্য্যে সফলপ্রযত্ন হইবে, তাহা কোন ক্রমেই আশা করা যায় না—তবে কেবল 'যত্নেন বিনা কিমপি ন সিদ্ধতি' এই চির প্রচলিত জ্ঞানগর্ভ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া লেখনী হস্তে করিলাম।

হে গণপতে! আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিনা। তুমি একখানি মহাভারত ভিন্ন দুই খানি একবারে লিখিতে পার না। আমি একবার একখানি লিখিতে পারিলে, একবারে সহস্র সহস্র পুস্তক স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে পারি। আমি তোমার অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ, কেন তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিব। হে রাজহংসকুল! পিতামহ ব্রহ্মার প্রসাদে তোমরা চিরায়ু হও, তোমাদের পক্ষ দিন দিন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকুক। হে আকর! তুমি অধিকতর পরিমাণে লৌহ প্রসব কর, হে বিলাত! তোমার যন্ত্রকুল বহু সন্তান হউক, আমার লিখিবার কোন অভাব নাই। অতএব হে গণদেব! তোমার আরাধনার সময় অন্তর্হিত হইয়াছে। তোমার আধিপত্যের কাল অতিবাহিত হইয়াছে। তুমি প্রস্থান কর, আর পুস্তক পৃষ্ঠায় স্থান পাইবে না; বড়বাজারের গদিতে গমন কর,

তোমার মূর্ত্তি অঙ্কিত হইবে, এক্ষণে তাহাই তোমার আশ্রয় স্থান।

হে স্বরস্বতী! হে বাক্‌দেবী! আইস তোমাকে আরাধনা করি। তুমি এখনও অমৃত-ভাষিণী বলিয়া আহূতা হও। তোমাকে পদ্য রচয়িতারা এখনও কল্পনা দেবী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। অতএব তুমি আরাধ্যা। কিন্তু আমি কল্পনা করিব না; আমার প্রয়োজন কি! তুমি অমৃতভাষিণী; আমি "মাসিক পত্রিকা" লিখিয়া থাকি, অমৃতময়বাক্যে পাঠকবৃন্দের মনস্তুষ্টি হয় না। বিতণ্ডা-পিশাচী লেখকগণের স্কন্ধে আরোহণ করিবে, তাহারা মূঢ়ের ন্যায় কলহ করিবে; ভদ্রতা চিহ্ন স্বরূপ তীক্ষ্ণধার বচনাবলী দ্বারা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিবে, তাহা হইলে অনেক পাঠকের অভিপ্রায় পূর্ণ হয়। আমরা পাঠকের অধীন তোমার অধীন নহি। অতএব হে অমৃতভাষিণী কল্পনাদেবী! এক্ষণে প্রস্থান কর। পদ্য-লিখিবার কালে আগমন করিও। কিন্তু আসিয়াইবা কি করিবে? তোমার সমুদায় সঞ্চয় নিঃশেষিত হইয়াছে। আড়ম্বর ব্যতীত অন্য কিছুই নূতন দেখিতে পাই নাই, এবং আমিও ক্ষীণজীবী, অধিক ভার সহ্য করিতে পারিব না, অতএব হে বাক্‌দেবি! তুমি অপসৃতা হও; আমি লিখিতে আরম্ভ করি।

বাঙ্গালাদেশ কাহাকে বলে আমরা ঠিক বলিতে পারি না। তবে পাদরি বর মার্শম্যান সাহেবের অনুগ্রহে এইমাত্র বলিতে পারি, বাঙ্গালার দক্ষিণাংশে সমুদ্র, উত্তরে জঙ্গলময় প্রদেশ; যেখানে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলিত ও অধিবাসীগণ

বাঙ্গালী কথিত হইয়া থাকে, সেই প্রদেশের নাম বাঙ্গলা দেশ। বাঙ্গলা ভাষা কি জিজ্ঞাসা করিলে আমারা এইমাত্র বলিতে পারি—ভারতবর্ষ সম্ভূতা সংস্কৃত দুহিতা, ইংরাজি, পারসী ভক্ষ্য পুষ্ট কলেবরা ভাষাই বাঙ্গলা ভাষা। ইহার বয়স স্থিরীকৃত করিবার পত্রিকা নাই। ইনি কোমল কখন তেজে ভৎর্সনা বা তিরস্কার করিতে পারেন না। অতিশয় ক্রোধ পরবশ হইলে নিতান্ত ইতর বাক্যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন, বা কখন কখন অন্যান্য ভগিনীর অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইহার আকার বৃহৎ, কিন্তু ইনি সকল কথা কহিতে পারেন না, আবশ্যকতা হইলে এখন ও মাতার নিকট শিক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাতে বোধ হয় ইনি বালিকা। ইঁহার রূপের স্থিরতা নাই, ইনি বহুরূপিণী, কত দেশে কত প্রকার রূপ ধারণ করেন, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিনা। অনেকে ইঁহার রূপ স্থিরীকৃত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কখনই কেহ সফল প্রযত্ন হয়েন নাই। ইহার রূপ আপনি পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কাহার হতক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা নাই, ইনি সুন্দরী, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সৌন্দর্য্য এখন খুলিতেছে না।

বাঙ্গালি কে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কেবল এইমাত্র উত্তর দিব, যিনি পাঠক মহাশয়ের সহিত রূপ গুণ পরিচ্ছদে সদৃশ তিনিই বাঙ্গালি। যিনি পিচ ও দুগ্ধ অলক্ত উভয়কেই পরাস্ত করেন তিনিই বাঙ্গালি। যিনি শ্মশ্রু গোঁপ বিহীন বেণীশীরা তিনিই বাঙ্গালি। যিনি বেণীবিহীন শ্মশ্রু গোঁপ বিভূষিত তিনিই বাঙ্গালী, যিনি শ্মশ্রু বেণী বিবর্জ্জিত কার্ত্তিকের

গোঁপ ভূষিত তিনিই বাঙ্গালি। যাহার কেশাবলী কখন সমদ্বিভাগে বিভক্ত, কখন ত্রিচতুর্থ ও চতুর্থাংশে বিভক্ত, কখন তৃণাচ্ছন্ন গৃহের ন্যায়, তিনি বাঙ্গালি। যাঁহার গুণ অগণ্য, যাঁহার অন্তঃকরণে সাহসের লেশনাত্র নাই, বচনের দর্পে ও শব্দে গৃহের ছাদ বিদীর্ণ হইয়া যায় তিনি বাঙ্গালি। যিনি সমাজে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দেন, গৃহে আসিয়া তাহাদিগকে অদৃষ্ট-তপন-কিরণ কক্ষমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, অপরের মিথ্যা কথায় যাহার চক্ষু আরক্ত বর্ণ হয়, ও কার্য্য পরবশে যাহার মিথ্যা বাক্য অনর্গল বহির্গত হয়; যিনি বিদ্যালয়ে সকল ধর্ম্মশীল সংসারে পাপের আশ্রয় দাতা ও রক্ষাকর্ত্তা তিনি বাঙ্গালি। যিনি ভক্তি সহকারে পবিত্র গলদেশে বারণ করেন, যিনি ভক্তি পরবশে পবিত্র দূরে নিক্ষেপ করেন, তিনি বাঙ্গালি। যিনি দেবদেবীর আরাধনা করেন, যিনি পুত্তলিকা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না, তিনি বাঙ্গালি। যিনি পর সেবা পৃথিবীর সার ধর্ম্ম বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি প্রভুমনস্তুষ্টি সার কার্য্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন, যিনি হস্তির একশত হস্ত দূরে, ঘোটকের বিংশতি হস্ত দূরে ও অস্ত্রধারীর অন্তরালে ভ্রমণ করেন, তিনি বাঙ্গালি। যিনি বাঙ্গালির স্বাধীনতা নাই বলিয়া, অশ্রুধারায় সভা ভাসাইয়া দেন, 'আপনি বাঁচিলে বাপের নাম' এই বাক্যার্থ যাঁহার সমুদায় কার্য্যে প্রতীয়মান হয় তিনি বাঙ্গালি।

যিনি পরিছদ বিবিধ বেশী, তিনিই বাঙ্গালী। যিনি না সাহেব না মোগল অথচ সাহেব ও মোগল তিনিই বাঙ্গালী। যিনি সকালে একমাত্র ধুতি, স্নানের পর গরদের জোড়, কার্য্যালয়ে

পেণ্টালুন ও চাপকান ও পাট করা চাদর, বৈকালে কালাপেড়ে ধুতি, মকমলের বা পাতলা পিরান ও ফুলকরা চাদর ব্যবহার করেন, তিনিই বাঙ্গালি। যিনি সাহেবের কথা শুনিয়া বাঙ্গালির পরিচ্ছদের নিন্দা করেন, অথচ ভদ্রসমাজে সর্ব্বরূপ প্রদর্শী বস্ত্র ভূষিত হইয়া সভার শোভা সম্পাদন করেন, তিনিই বাঙ্গালী।

আমরা বাঙ্গালি শব্দের সংজ্ঞা উত্তলরূপে দিতে পারিলাম না, কারণ বাঙ্গালিরা ধর্ম্ম, রূপ, পরিচ্ছদ, জাতি ইত্যাদি এপ্রকার কোন সূত্রে আবদ্ধ নাই, যে তাহার একপ্রান্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিলে সকলে আকৃষ্ট হইবে। ইহার বন্ধন সূত্র শিথিল; একপ্রান্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিলে, অপর প্রান্তের সমুদায় ব্যক্তিই ছেদ করিয়া পলায়ন করিবে।

আমরা বাঙ্গালা প্রদেশ, বঙ্গভাষাও বাঙ্গালির আকৃতি কিঞ্চিৎ পরিমাণে অঙ্কিত করিয়াছি; এক্ষণে পুরাতন ও আধুনিক বঙ্গের কিয়দংশ চিত্রিত করিব। যদিও এককালে বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা ছিল, যদিও বাঙ্গালা এককালে স্বাধীন বলিয়া দর্প করিতে পারিত; তথাপি সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালার অবস্থা এক্ষণে সহস্র গুনে উৎকৃষ্ট। স্বাধীনতা যদিও দেশের সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর, কিন্তু বাঙ্গালার পূর্ব্ব স্বাধীনতা ও বর্ত্তমান পরাধীনতা উভয়ে তুলনা করিলে, বোধ হয় পরাধীনতা অনেকাংশে মঙ্গলকর। লোকের কেমন দৃষ্টির দোষ পূর্ব্বের দোষ বা হীনদশা তাহাদের নয়নপথে পতিত হয় না। তাহারা আধুনিক সকল বিষয় জঘন্য ও অপকারক বলিয়া কোধ করেন।

ইন্দ্রভূষণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সভাগৃহ।

সায়েস্তাখাঁ কতিপয় সেনাপতির সহিত সভাগৃহে মন্ত্রণা করিতেছিলেন, সে সময়ে কাহারও প্রবেশ করিবার অনুমতি ছিল না।

একটি কুমারী প্রহরি কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ও অতিশয় উৎকণ্ঠা বশতঃ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পতিত হইল।

ইন্দ্রভূষণ সিংহ স্নেহপূর্ণ লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন।

সায়েস্তাখাঁ সুকুমারী রাজপুত্রীকে অশ্বারূঢ় সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কুমারী কে? কি প্রার্থনা করেন? একি দেবকন্যা না মানবী!"

বস্তুতঃ কুমারীকে অশ্বারূঢ় সন্দর্শন করিয়া সকলেরই বিস্ময় জন্মিয়াছিল। অপ্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় তাঁহার অতি রমণীয় সৌন্দর্য্যাবলোকনে দর্শক মণ্ডলীর নয়ন মন স্থিরীভূত হইল।

উজীর বলিলেন, "এই কুমারী ইন্দ্রভূষণ সিংহের সহোদরা, ইনি অতি বিদ্যাবতী ও অসামান্য গুণবতী, রমণীকুলের রত্ন বিশেষ।"

সায়েস্তাখাঁ রাজঃপুত্র কুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাতঃ! এখানে কেন? অন্তঃপুর মধ্যে আমার কন্যার নিকটে যাও, এখানে থাকা উচিত হইতেছে না।"

ইন্দ্রভূষণ সহোদরাকে অবনত বদনে অশ্বোপরি অবস্থিতা দেখিয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক অশ্ব হইতে অবতারিত করিলেন।

অবিলম্বেই একজন পরিচারিকা অন্তঃপুর হইতে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। তিনি মতিয়ার মহলে প্রবেশ করিয়া অতি সমাদরে পরিগৃহীতা হইলেন, নবাবপুত্রী ভগিনীর ন্যায় স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া মধুর বচনে বলিলেন, "ভগিনি! তোমাকে পাইয়া কিপর্য্যন্ত সুখী হইলাম, বলিতে পারিনা। শুনিয়াছি তুমি ইন্দ্রভূষণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা ভগ্নী, তিনি ক্ষণকালের জন্য তোমার অদর্শন সহ্য করিতে পারেন না। ভগিনি! তুমি অতি পুণ্যবতী, দুঃখ যে কিরূপ অন্তঃকরণের শূল, তাহা কিছুই জান না। সর্ব্বদা প্রিয়তম সহোদরের সহবাস সুখে সন্তুষ্ট আছ, বিশেষতঃ যাহার প্রতি যুবরাজের এরূপ অকৃত্রিম প্রবল স্নেহ, তাহার আর সুখ সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। তোমার মুখমণ্ডলের কোমলতা ও দৃষ্টির সরলতা দেখিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন দুঃখ, কি অনুতাপ, তোমার হৃদয়-ক্ষেত্র স্পর্শ করে নাই, তোমার সুখের অবস্থা দেখিয়া আমার হিংসা হইতেছে এই কহিয়া চিবুকে হস্ত প্রদান করিলেন।

বসন্তকুমারী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আপনার মন দুরাশায় ফেলিলে, সুখ কি আর থাকে?।"

নবাবপুত্রী লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "ভগিনি! কি দুরাশা দেখিলে?

"দুরাশা নয় তো কি ইহাকে সুআশা বলিব? নবাবপুত্রি! তুমি যদি তাঁহাকে যথার্থ ভাল বাসিয়া থাক, তবে তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত সমুদয় বিস্মৃত হও, নতুবা তাঁহার প্রতি তোমার পিতার

কখনই ক্রোধ শান্তি হইবে না, ভ্রাতারও তাঁহা হইতে নিরন্তর ভয় থাকিবে।"

মতিয়ার মুখমণ্ডল সমুজ্জল হইল, তিনি নয়ন অবনত করিয়া বলিলেন, "ভগিনি! ইন্দ্রভূষণের মুখে আমার কোন কথা কি শুনিয়াছ?"

"কেবল তাঁহার মুখে শুনিলে ক্ষতি ছিল না, প্রায় সকলের মুখে তোমার কথা শুনিতেছি। সে দিন সভামধ্যে কি করিয়াছিলে, ভাবিয়া দেখ দেখি, নবাবপুত্রি তোমার লজ্জা হইল না। ইহাতে তোমার পিতার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিয়াছে। এক্ষণে অনুচিত অভিলাষকে মনে আর স্থান দিও না।"

"অভিলাষকে মনে স্থান দিও না" ইহা অনায়াসে বলিলে? অনুরাগ রমণীহৃদয়ের কিরূপ প্রবল শত্রু, কোমল অন্তঃকরণে তাহা জানিতে পারিতেছ না। অনুরাগ কোমল রমণীহৃদয় একবার স্পর্শ করিলে, বদ্ধমূল হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কোনরূপে উৎপাটন করা যায় না, অতিশয় বল প্রকাশ করিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যে দিন পিতা ক্রোধ করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "তোমার দোষেই সেনাপতি বিনষ্ট হইবে।" আমি সেদিন অবধি তাঁহাকে বিস্মৃত হইবার জন্য যত্ন করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না, তাঁহার মধুর মূর্ত্তি হৃদয় মধ্যে নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, যখন নয়ন নিমিলীত করি, নিরন্তর প্রকাশ পাইতে থাকেন, শয়ন করিয়াও নিশ্চিন্ত হইনা, স্বপ্নে সর্ব্বদা মনোমুগ্ধকর মধুর মূর্ত্তি দেখিতে পাই। তিনি আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে সকলের নিকট নির্লজ্জ করিলেন। অনুরাগে কুলকামিনীগণের এরূপ দুরবস্থা ঘটে,

আমি ইহা কখন জানিতাম না। ভগিনি! এক্ষণে আমার কথা তোমার নিকট বিশ্বাস যোগ্য হইবে না, কিন্তু যখন তোমার অন্তরে নবানুরাগ অঙ্কুরিত হইবে, তখন জানিতে পারিবে, লজ্জা ও কুলমানের ভয় থাকে কি না।

মতিয়া চমকিতা হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

বসন্তকুমারী ও কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতা হইলেন।

এক যুবা পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কুমারীর প্রতি অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কুমারী তাঁহার প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু যুবাকে অবলোকন করিয়া তাঁহার অধিক বিরক্তি বোধ হইল না, কারণ যুবার অনতিদীর্ঘ আকৃতি অতি প্রিয়দর্শন ছিল।

মতিয়া অত্যন্ত অসুখী হইলেন, রাজপুত কুমারীর করপল্লব ধারণ-পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্নিঃসৃত হইলেন।

যুবা ও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

মতিয়া তদ্দর্শনে পরিচারিকা দ্বারা কুমারীকে ইন্দ্রভূষণ সিংহের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রভূষণ তৎক্ষণাৎ সহোদরাকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া নবাবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

নবাবপুত্রী পিতার সহিত কুমারের সম্মিলন চিন্তাকরিয়া সাতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন, তাঁহার মৃতপ্রায় আশালতা কথঞ্চিৎ পুনর্জীবিত হইল। নানাবিধ অসম্ভাবনীয় বিষয়ের চিন্তা তাঁহার হৃদয়াকাশে সমুদিত হওয়াতে, তিনি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

জন্মভূমি।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

১

রবি, শশী যথা গগণের শোভা;
সরসীর শোভা কমল যথা;
চূত তরু-হৃদে হয় মনোলোভা
যেরূপ রূপসী মাধবী লতা;

২

সেই রূপ, আহা, ধরার উরসে,
জন্ম ভূমি, মরি, শোভার সার!
হেরে যারে হই প্লুত সুখ-রসে,
দূরে দূর হয় দুখের ভার!

৩

অয়ি জন্ম ভূমে! তুমিগো আমার
আঁধার ঘরের উজল দীপ;
তুমিই গলার হীরকের হার,
তুমি মীর-নীরে সোণার দ্বীপ।

৪

তুমি মোর দেবি, খনির রতন,
বড় ভাল বাসি তোমাকে আমি;
মনের মতন করিয়ে যতন
তুষিগো তোমারে দিবস যামী।

৫

জগদীশ মোরে দেছেন নয়ন,
তুমি গো কি ধন হেরিব বোলে;
দিবানিশি দেখে সুখী করি মন,
হরষে হৃদয় যায় গো গোলে!

৬

কোথাও দেখিনি কি কব কথায়,
তোমার মতন রতন সার,
তোমা ছেড়ে যদি যাই গো কোথায়,
থাকিতে আলোক হেরি আঁধার।

৭

সদাই ব্যাকুল কাঁদয়ে পরাণ,
ছট্ ফট্ করে মানস পাখী;
আঁখি মুদে তোমা করিয়ে ধেয়ান,
তবে তাহাদেরে তুষিয়ে রাখি।

৮

বিদেশে পাতিয়ে নেতের বসন,
যদি তাহে শুই না হয় সুখ,
সারা নিশি করি জাগিয়ে যাপন,
অলসেতে হয় বিরস মুখ।

৯

কিন্তু যদি তব ধূলামাখা কোলে
করিগো শয়ন—বিঘোর ঘুমে
অচেতন হয়ে পড়ি ঢোলে ঢোলে,
ধন্য তব কোল জনম ভূমি!

১০

প্রণিপাত তোমা করি ওহে বিধি!
ছলোনা, বলনা মোরে স্বরূপ?
কি দিয়ে গড়িলে এ অমূল নিধি,
অতুল ভূতলে উজল রূপ।

১১

আরতো তুমি হে করেছ সৃজন!
ডাগর সাগর, বিজন মরু;
বিশাল শেখরী, নিবিড় কানন;
তৃণ, ফল, ফুল, লতিকা তরু;

১২

অসীম আকাশ, রবি, শশী, তারা;
শীতল সমীর জীবের প্রাণ;
করকা, বিজলী, মেঘে জলধারা;
স্বভাবের শোভা বহুল স্থান;

১৩

কিন্তু হে জনম ভূমির সকাশে,
এ সব আমারে লাগেনা ভাল!
শুধু এরে হেরে চিত সুখে ভাসে,
জ্বোলে জ্বোলে ওঠে স্নেহের আল।

১৪

কে বলে সুচারু, 'পেরিস্' নগর,
আমার বিচারে কিছুই নয়?
এ ভূমির কাছে না হয় সোসর,
মূঢ় যারা তারে সুরম কয়।

১৫

থাকুক্ চিনেতে, 'পিকিন' শহর,
কি কাজ আমার তাহার নামে?
জন্ম ভূমি যত হয় মনোহর,
সেকি তত হবে ধরণীধামে?

১৬

বৃটনে 'লণ্ডন' অতীব সুচারু
সকলেই কহে যেখানে যাই;
আছে না কি তথা নানা বিধ কারু?
এ ভূমির মত তাহাতে নাই।

১৭

সুচারু কারুর উপমা রতন,
ভারতে রয়েছে তাজ-মহল;
কিন্তু এর সম হবে কি কখন?
এ যে সোণা——সে যে সোণার মল।

১৮

যদি কারু জন্ম মরুভূমে হয়,
প্রকৃতির যথা ভীম মূরতি?
তাও তার সদা হয় সুখময়,
তথাপি বিদেশে না হয় রতি।

(ক্রমশঃ।)

কহে যেন সমীরণ প্রেমের বচন,
আকুল শুনিতে তাহা প্রেমিকের মন।
সতত অন্তরে জাগে প্রেমের মূরতি,
শয়নে স্বপনে ভুলে কাহার শকতি?
হায়রে মধুর প্রেম, সাধের বালাই,
বিষদিগ্ধ সুধা তুমি "মধুমাখা ছাই"!

১৮

হয়েছিল যার তরে ললিত এমন,
উচাটিল প্রেমাকুল পাগল মতন,
সেই ললিতাও তারে প্রাণের সমান
বাসিত, করিয়াছিল হৃদয় প্রদান।
দিবসে রাজিত মনে সেই প্রেমময়,
নিশাতেও সেইরূপ শোভিত হৃদয়।
নিদ্রার আবেশে যবে স্বপনের কোলে,
কার প্রেম সুন্দরীর হৃদয়ে উজলে?
বলিত স্বপনাবেশে রসনা তাহার,—
"কোথায় হৃদয়সখা ললিত আমার!"
ভুবনে ললিতধন পুরুষ রতন;
ভাল বাসিয়াছে তারে ললিতার মন;
হইলে নীলাভ নভে নীরদ উদয়,
কেন না বিজলী হবে আকুল হৃদয়?

১৯

এই সবে কামিনীর প্রথম যৌবন,
প্রভাত-আভায় পূর্ণ হৃদয় ভুবন।
গিয়াছে সে হৃদয়ের শৈশবের ভাব,
দিয়াছে যেখানে দেখা যৌবন প্রভাব।
হাসিমুখে বিধুমুখ কমল সকল
প্রফুল্ল করেছে বক্ষ, লোচন, কপোল ;
অপরূপ এক রবি হয়েছে উদয়—
প্রাণেশ ললিত উহা—চিরপ্রেমময় !
কি চারু আনন খানি, কি চারু নয়ন,
ভুলায় হৃদয়, নহে কেবল লোচন।
হতে যদি সহকার প্রিয় প্রাণেশ্বর,
মাধবিকা ললিতার জুড়াত অন্তর।
অতুল রূপের রাশি, সৌন্দর্য্য-আধার,
ললিতের সম কেহ আছে কিগো আর ?

মধুর কাননে একা নিশীথ ভ্রমণ ;
মধুর সরসীবুকে নীলাভ গগণ ;
মধুর হাসিত তারা চাঁদিনী নিশায়,
তরণী-প্রমোদ, নাচি লহরী মালায় ;
মধুর যে প্রেমপূর্ণ যুগল লোচন,

যে লোচন চাহে আমাদের আগমন,
আমাদের আগমনে হয় প্রফুল্লিত,
সুধার প্রবাহে যেন হয় প্রবাহিত ;
মধুর কোকিলস্বরা কামিনীর গান,
শৈশবের চিরেপ্সিত মূরতির ধ্যান ;
মধুর নির্ঝর শব্দ, ভ্রমর গুঞ্জন,
বালকের আধ আধ অমিয় বচন ;
মধুর প্রভাত কালে বিহঙ্গ সঙ্গীত,
মধুর তাহার চেয়ে প্রাণের ললিত !

ভাবিত রূপসী যবে ললিত ভবন,
অমনি আসিত মনে ত্রিদিব-নন্দন ;
ভাবিত যখন বালা উন্নত প্রাচীর,
অগম্য স্বরগ মন বলিত ধনীর ;
লোকনিন্দা ভুজঙ্গম লক্ লক্ করে,
পরিজন রোষাশনি অনল উগরে ;
ভাবিত এসব, আর ভাবিত হৃদয়,
মধুর স্বর্গের সুধা—ললিত প্রণয় !

দিন যায়, নিশি আসে, শশাঙ্ক উদয়,
আসেনা ললিত শুধু, মন তমোময়।
সরসী সলিলে পদ্ম হয় বিকশিত,
নহে বিকশিত আশা, কোথায় ললিত ?

চক্রবাকী চক্রবাক পায় পুনরায়,
ললিতার প্রাণেশ্বর হায়রে কোথায় ?
এইরূপে বিষাদিতা ভাবিত সুন্দরী,
কবে পোহাইবে, হায়, দুখবিভাবরী !

২০

আজি তারা—সেই নব প্রেমিক যুগল
ভুবনে অতুল দোহে প্রণয় বিহ্বল—
আজি তারা পাইয়াছে ঈপ্সিত মিলন,
জগতের সার ধন প্রেমের মিলন !
সেই বীর, সে যুবতী, ললিতা ললিত
ধরণীর শিরোমণি, হয়েছে মিলিত—
পাইয়াছে সৌদামিনী প্রিয় জলধর,
পাইয়াছে মাধবিকা প্রিয় প্রাণেশ্বর।
খায়কি মধুপ মধু ত্যজিয়ে কমল,
আর কাহাকেও মধু দেয় শতদল ?
যে যাহার, সে তাহার, কে করে খণ্ডন ?
ললিতের ললিতাই, কে করে ভঞ্জন !

বসিল সরসীতীরে প্রেমিক দম্পতী,
পরস্পর কর ধরি—মধুর মূরতি !
হাসে তারা মধুময়, হাসে নীলাকাশ,
হাসিয়ে অনিল করে কুসুম বিকাশ;

কানন কুসুম হাসে, হাসে শশধর,
ধবল কিরণ পড়ে জলের উপর।
চতুর চপল চাঁদ ললিতা বদন
চুম্বন করিতে করে কর প্রসারণ ;
পবন খেলিতে যায় পীনপয়োধরে,
সরমে ললিতা দেহ আবরিত করে !
বিকশিত ফুলগুলি নিরখে দুজনে,
নেহারে সহাস মুখে উজল গগণে ;
কোকিলের কুহুরব করে আকর্ণন,
তরুর নাগর বেশ করে নিরীক্ষণ ;
দেখিতে দেখিতে, মরি, অধর অধরে,
প্রেমের চুম্বন ঘন প্রেমের আদরে !

২১

সৈরসের বংশধর পারস্যাধীশ্বর,
অতীব প্রতাপশালী গ্রীস শত্রুবর ;
অসংখ্য-অসভ্য-নাথ ছিলেন নৃপতি,
পালিতেন একচ্ছত্রা করি বসুমতী।
ঝলিত তারকামালা মুকুতা ঝালরে,
শোভিত কনক অসি বীরতা-অম্বরে।
সভয়ে কাঁপিত সবে কার প্রাণ যায়,
ভীত ছিল বীরকুল, রাজা সমুদায়।

কত শত নারী করি আলিঙ্গন দান,
তুষিতে পারেনি তাঁর অসুখী পরাণ।
বলা ছিল রাজ্য দিব সুখ দিলে পরে,
নবীন সুখেতে সুখী করিলে অন্তরে।
পান্‌নি নবীন সুখ অবনী ভূষণ ;—
জানিতে কি, নরনাথ, প্রেমের চুম্বন ?

২২

করিতে করিতে প্রেমরস-আস্বাদন,
ললিত বিস্মৃতি-সরে হইল মগন।
রাখিল ললিতাবুকে প্রফুল্ল বয়ান,
সুখের সুধায় যেন বিতৃপ্ত পরাণ।
দুখের ভাবনা আসি মনের মাঝারে
জ্বালায়না আর এবে তাহার আত্মারে।
শৈশবের চিরেপ্সিত আশার বিনাশ,
যৌবনের সখ্যতার হৃত-অভিলাষ,
গুপ্তবাণ শঠতার ফাল্গুনদীজল,
মুখবেঁকা গরবের বিক্রম সবল,
পরদ্বেষ শকুনির বিকট চীৎকার,
মায়াহীন শত্রুতার রাক্ষস ব্যাভার,
এখন তাদের রূপ ভুলে গেছে মন,
প্রেমের সাগরে চিন্তা সকলি মগন !

শোভিছে বদন খানি বুকের উপরে,
ললিতা বিকীর্ণ কেশে নব শোভাধরে।
পৃথিবী হয়েছে শেষ, ত্রিদিবে আগত,
সুখের ভবন এই, বিষাদ বিহত ;
নাহিক এখানে কোন অভিনব ভাব,
বিনা সেই কামিনীর সুখময় ভাব !
অয়ি প্রেম ! তব ওয়েসিসে যায় নর
ভ্রমি ঘোর মরুভূমি—সংসার প্রান্তর ;
তথা গিয়ে দুর্লভ ওষধি করি পান,
জুড়ায়, শীতল করে তাপিত পরাণ।
সর্ব্বত্র সকলে, মরি, তোমারি কাননে
আনন্দে প্রবেশ করে জুড়াতে জীবনে ;
তুমি কি অপূর্ব্ব রবি, ওহে প্রেমমণি,
চারি পাশে ভ্রমে সুখ—মঙ্গল, ধরণী !

তারুণ্যেতে তরুণীর তরল মূরতি
করে নাই বিমোহিত কার মুগ্ধমতি ?
রূপসীর কৃষ্ণশার বিলোল লোচন
মোহিত করেনি কার মোহাতীত মন ?
ভাবিনীর ভাবময় ভাবের প্রভাব
বিচলিত করে নাই কাহার স্বভাব ?
কমনীয় সুকোমল কামিনী কমল

করে নাই কার প্রাণ—মধুপে চপল ?
সুষমার সিংহাসনে কাহার পরাণ
অনুরাগ নিরীক্ষণ করে নাই দান ?
চারু প্রফুল্লতাময় নবীন যৌবনে
নিজ মনোছবি কেগো দেখেনি নয়নে ?
শোভাময়ী শোভনার সুশোভন হাসি,
মনোহর পবিত্রতা—যাহা ভাল বাসি—
স্বাভাবিক সরলতা করি দরশন,
পরিতোষ পায় নাই কাহার জীবন ?
কেবল একটী নাম—সুমধুর নাম—
দেয়গো আনিয়ে করে সুখময় ধাম !

২৪

আহ্লাদে চন্দ্রমা শিশু নিরখে যেমন,
তেমনি ললিতা দেখে ললিত-বদন।
ছিল পৃথিবীর মাঝে এক শশধর,
সেই শশধর আজি বুকের উপর ;
হাসে ধনী, হাসে দিশ, হাসে পৃথুবালা,
হাসিরি শোভাতে যেন ত্রিজগত আলা !
যে সরের তীরে তারা বসিয়ে তখন,
তেমনি বিমল ছিল ললিতার মন ;
তেমনি গভীরনীর, তেমনি উজল,